আল-কোরআন
মহা-সংবিধান

দিদারুল ইসলাম

www.pathagar.com

আল-কোরআন
মহা-সংবিধান

দিদারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা

"পুস্তকে প্রকাশিত মতামত/পর্যালোচনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ লেখকের, লেখকের পেশা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নয়।"

www.pathagar.com

আল-কোরআন ঃ মহা-সংবিধান

দিদারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
নিবাস ঃ ৮২, পূর্ব গোরান, ঢাকা-১২১৯
ফোন ঃ ৮৬২৬৬০৪, ৯৩৩১৯৮৭

প্রকাশনায় ঃ রাকীবা শারমীন ইমেলা
৮২, পূর্ব গোরান, ঢাকা-১২১৯
ফোন ঃ ৮৬২৬৬০৪, ৯৩৩১৯৮৭

প্রকাশকাল ঃ জমাদিউল আউয়াল,
হিজরী ১৪২২
ভাদ্র ১৪০৮
অগাষ্ট ২০০১

প্রচ্ছদ ঃ গোলাম মোস্তফা

গ্রাফিক্স ডিজাইন ঃ সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস
আহমেদ কমপ্লেক্স (২য় তলা)
৪০/৪১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা

সংগ্রহমূল্য ঃ সুলভ ঃ ১১০ টাঃ
অফসেট ঃ ১৪০ টাঃ

AL-QURAAN : MAHA-SHANGBIDHAN : Written by **Didarul Islam,**
Published by Raquiba Sharmin Emela. 82, East Goran, Dhaka-1219
Printed at Salmani Mudran Sangstha **Price: Tk.110 & Tk.140**

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

লেখকের মা-বাবার
পরকালীন জীবনে
বেহেশতী-শান্তি
কামনার্থে
নিবেদিত

www.pathagar.com

"আমিই তো কোরআনকে সহজতর
করে দিয়েছি বুঝবার জন্য,
কিন্তু চিন্তা করে দেখার মত
কেউ আছে কি?"

সূরা আল-কামারি

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

আল-কোরআন ঃ মহা-সংবিধান

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
[১]	কৈফিয়ৎ	১
[২]	প্রথম কথা	৫
[৩]	সংবিধান সম্বন্ধে	২৯
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে আলোচনা	
[৪]	প্রস্তাবনা	৩৪
[৫]	প্রথম ভাগ ঃ প্রজাতন্ত্র	
অনুচ্ছেদ ঃ		
১।	প্রজাতন্ত্র	৩৬
২ক।	রাষ্ট্র ধর্ম	৩৯
৩।	রাষ্ট্র ভাষা	৪২
৫।	রাজধানী	৪৫
৭।	সংবিধানের প্রাধান্য	৪৭
[৬]	দ্বিতীয় ভাগ ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৪৯
৮।	মূলনীতিসমূহ	৫১

www.pathagar.com

৯।	স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন	৫৯
১০।	জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহন	৬১
১১।	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	৬৪
১৩।	মালিকানার নীতি	৭২
১৪।	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি	৭৫
১৫।	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা	৮০
১৭।	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	৮৬
১৮।	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা	৯১
১৯।	সুযোগের সমতা	৯৩
২০।	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম	৯৭
২২।	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ	১০১
২৩।	জাতীয় সংস্কৃতি	১০৩
২৪।	জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি	১০৭
২৫।	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন	১০৯
[৭]	তৃতীয় ভাগ ঃ মৌলিক অধিকার	১১২
২৭।	আইনের দৃষ্টিতে সমতা	১১৪
২৮।	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য	১১৭
২৯।	সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা	১২১
৩২।	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	১২৪
৩৪।	জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ	১২৭
৩৬।	চলাফেরার স্বাধীনতা	১৩১
৩৮।	সংগঠনের স্বাধীনতা	১৩৬
৩৯।	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা	১৩৯
৪০।	পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা	১৪২

www.pathagar.com

৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৪৪

৪২। সম্পত্তির অধিকার ১৪৮

[৮] চতুর্থ ভাগ ঃ নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ ঃ

৪৮। রাষ্ট্রপতি ১৫১

৪৯। ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ১৫৬

২য় পরিচ্ছেদ ঃ

৫৫,৫৬,৫৭। মন্ত্রীসভা ১৫৮

৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ১৬১

[৯] পঞ্চম ভাগ ঃ আইন সভা

১ম পরিচ্ছেদ ঃ

৬৫। সংসদ প্রতিষ্ঠা ১৬৬

৭০। পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া ১৭২

৭৭। ন্যায়পাল ১৭৯

১ম পরিচ্ছেদ ঃ

৮৭। বার্ষিক আর্থিক বিবরনী ১৮২

[১০] ষষ্ঠ ভাগ ঃ বিচার বিভাগ

১০৮। কোর্ট অব রেকর্ডরূপে সুপ্রীম কোর্ট ১৮৭

১১৬ক। অধঃস্তন আদালত সমুহের নিয়ন্ত্রন ও শৃঙ্খলা ১৮৯

www.pathagar.com

[১১] সপ্তম ভাগ ঃ নির্বাচন

১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ১৯২
১১৯। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ১৯৭

[১২] নবম ভাগ ঃ কর্ম কমিশন

১৪০। কর্ম কমিশনের দায়িত্ব ২০১

[১৩] দশম ভাগ ঃ সংবিধান সংশোধন

১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা ২০৩

[১৪] একাদশ ভাগ ঃ বিবিধ

১৫৩। প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ ২০৬

সার-সংক্ষেপ ২০৮-২৫৬

www.pathagar.com

[১]

কৈফিয়ৎ

সংবিধান নিয়ে লিখবার কারণে আমাকে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এটা রাজনৈতিক ব্যাপার যা কিনা রাজনীতিবিদ, সমাজসংস্কারক, সমাজসেবক ও বুদ্ধিজীবীদের কাজ। আমি এর কোন ক্যাটিগরীতে পড়ি না। সংবিধান বিষয়ে আমার কোন লেখাপড়াও নেই কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে সিভিক্স পড়া ছাড়া। কোরআন শরীফ সম্বন্ধে জ্ঞান তার চেয়েও কম বিশেষ করে যখন কোরআনের জ্ঞানের ব্যপ্তি ও গভীরতা নিয়ে ভাবি তখন এমনটি বেশী মনে হয়। এরপরও এ কাজে হাত দিয়েছি শুধুমাত্র একটা তাড়নার কারণে আর তা হচ্ছে আল্লাহর আইন কায়েমে সামান্যতম অবদান রাখার জন্য। কোরআন এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য পথের দিশা হিসেবে, মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে, মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে উপদেশ ও নির্দেশ। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য আইন, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের চলার জন্য বিধিমালা বা আইন। অথচ আমরা যখন আইন রচনা করি, আইন প্রয়োগ করি বা আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করি তখন আমাদের মনের কোণে কোরআনী আইনের কথা জেগে উঠে না। এটা নিদারুণ দুঃখের কথা ও আমাদের জন্য চরম বিপদের ইঙ্গিত। এর থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। এসব সম্বন্ধে যে লেখালেখি হচ্ছে না বা আন্দোলন হচ্ছে না তা নয়, তবে যতটুকু হওয়ার কথা তার থেকে অনেক কম। আমার এ প্রয়াস সমুদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা পানির সমান, তবুও এক ফোঁটা তো!

ইসলামী সংবিধান কি হওয়া উচিৎ এবং কেমন করে ও কোন ভাষা ও ভঙ্গিতে এটা লেখা হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে জ্ঞানবিদরা ভালো বলতে পারবেন। বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন ইসলামী সংবিধান রচনা করার অনুকূল সময় ও পরিস্থিতি ছিল না। মানুষের কর্মকান্ড সময় ও প্রয়োজনের নিরিখেই হয়ে থাকে এবং সেই সময়ের জন্য সেটাই সঠিক। আবার পরিবর্তন আসে, সেটাও সঠিক। তবে সঠিক এর চেয়ে আরো সঠিক কিছু রয়েছে সেটা বুঝার চেষ্টা করতে হবে আর সবচেয়ে

www.pathagar.com

ঠিক ও সর্বোত্তম পথ যে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে সেটা কোন মুসলমানকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অসুবিধার কারণে আমরা আল্লাহর পথ-নির্দেশ থেকে একটু দূরে সরে আসি মাঝে মাঝে। এমনি অবস্থার মধ্যেই বোধ হয় আমরা আছি। তাই এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধানকে কেন্দ্র করে আমার আলোচনা। আলোচনা করেছি কিভাবে বর্তমান সংবিধানকে কোরআনের আলোকে একটু হলেও আলোকিত করা যায়। আমার আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রেই ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু একটা শুভ-সূচনা করতে পেরেছি এটাই আমার জন্য খুশীর ব্যাপার। কোরআন-সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে একটা দেশের জন্য সংবিধান রচনা করা চারটিখানি কথা নয়, এর জন্য প্রচুর গবেষণা, আলোচনা ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ প্রয়োজন। আমি শুধু বলতে চেয়েছি আমাদের বর্তমান সংবিধানের সাথে অল্প-বিস্তর কিছু কথা লিখে এটাকে কিছুটা ইসলাম-ভিত্তিক করা যায় কিনা। এখানে মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করেছি, আরো অনেক বাকী। সবাই মিলে চেষ্টা করলে ও আন্তরিকতা থাকলে কাজটি খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

এ বই-তে কোরআনের আয়াতগুলোর বাংলা অর্থ বিভিন্ন সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। সে জন্য ভাষাগত ভিন্নতা, বিশেষ করে চলিত ও সাধু ভাষার সংমিশ্রন অর্থাৎ কোন আয়াতের ভাষা হয়তো সাধু ভাষায় আবার কোন আয়াতের ভাষা হয়তো চলিত বাংলায় দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী সংবিধান রচনা করতে হলে অবশ্যই হাদীস শরীফের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে বিশেষ কোন কথা বলিনি কেননা আমার বই এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কোরআন ও কোরআনের আইন। বাস্তবে যখন আমরা ইসলামিক শাসন-তন্ত্র রচনা করতে বসবো তখন অবশ্যই হাদীস শরীফের সাহায্য নিতেই হবে এবং হাদীসে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গই এ কাজে হাত দেবেন।

আর একটা বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি-সেটা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। কোন কোন কথা, ভাব ও বিষয় কয়েকবার ব্যক্ত হয়েছে। এটা করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ বর্ণনাকালে একই বিষয় বারবার এসেছে সেজন্যই। পুনরাবৃত্তি বিরক্তিজনক হলেও এড়ানো সম্ভব হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বর্তমানে যে পর্যায়ে আছে তা প্রায় সকলের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানের কিছু কিছু অংশ যোগ করে কিভাবে এটাকে আরো সুন্দর করা যায় সেটাই হচ্ছে আমার প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

অন্যের হক যাতে নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য কৈফিয়ৎ দিচ্ছি এই বলে যে, কোন দল, মতবাদ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষ নয় বরং শুধুমাত্র ইসলামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই এই লেখার উদ্দেশ্য। ভুল হলে বা কেউ দুঃখ পেলে তার জন্য পূর্বাহ্নেই দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যে কয়েকটি মূল ধারার সংযোজন করতে বলেছি সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) দেশের পরিচয় হবে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' হিসেবে।
(খ) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার পদের প্রার্থীগণ যেন মুসলমান হন এবং ৪০ বৎসর বয়সের কম না হন ;
(গ) সংসদে ভোটাভুটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ ;
(ঘ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন সরাসরি হওয়া অথবা সাধারণ সীটে বিজয়ী সদস্য-সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন দল কর্তৃক মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করা ;
(ঙ) জাতীয় নির্বাচন ইত্যাদি দল-ভিত্তিক না হয়ে ব্যক্তি ভিত্তিক হলে ভালো হয়। আর দল যদি থাকতেই হয় তবে মুসলমানদের দল থাকবে একটাই, নির্বাচন হবে শুধু ব্যক্তিকে পছন্দ করার জন্য ;
(চ) ক্রিমিনাল আইনসহ সকল আইন কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে ;
(ছ) টেকনোক্র্যাট সংসদ সদস্য বহালের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

এসব কথা আলোচনা করলে অনেক সময় মনে হতে পারে যেন আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি যেমন দল একটা থাকবে না বহুদল, সংসদীয় পদ্ধতি হবে না রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন হবে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন হবে না কি দল-ভিত্তিক মনোনয়ন হবে ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা সিদ্ধান্তহীনতা নয় বরং সমঝোতার পথ খোলা রাখা। যে সব বিষয়ে কোরআনে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যেমন সুদ বিলোপ, সম্পত্তি বন্টন আইন, বিশেষ বিশেষ ক্রিমিনাল আইন-সেই সব ব্যাপারে অন্য কিছু বা বিকল্প চিন্তা করা যাবে না। আর যে সব বিষয়ে সরাসরি কোরআনের সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় সে সব ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামের মূল কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এই বইটা তো সংবিধান নিয়ে আলোচনা মাত্র। প্রকৃত সংবিধান নয়। সংবিধান রচয়িতাগণ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন নিশ্চয়।

www.pathagar.com

এবার ধন্যবাদের পালা। আমাকে অনেকে সরাসরি নানাভাবে সাহায্য করেছেন, অনেকের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে শুধু বলবো 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' আমরা সবাই মিলে একটা ভালো কাজে প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আল্লাহ্-পাক যেন আমাদের সকলের মাঝে তাঁর সওয়াব ভাগ করে দিন। আসলে ভাগ নয়, আল্লাহ্-পাক শুধু গুণই করেন কারণ আল্লাহর নেয়ামত ও রহমত কোন অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

[২]

প্রথম কথা

এ ছোট পুস্তিকাখানির নামকরণ করেছি "আল-কোরআন : মহাসংবিধান" এবং এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনকে আমাদের জীবন-বিধানের একমাত্র ও সর্বোচ্চ বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কিছু বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে। আল-কোরআন মানব-জাতির জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত উপদেশপূর্ণ নির্দেশনামা। কিন্তু এটা আইনের বই নয় অথবা এটা শুধু সংবিধান নয় বরং এটাকে বলা হয়েছে মহাসংবিধান। সংবিধানের আলোকে আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে যে আইনের দ্বারা দেশ পরিচালনা করা হয় , আর আমরা বলতে চাচ্ছি সংবিধান প্রণয়ন করা হবে মহাসংবিধান আল-কোরআনের বিধি-বিধান মোতাবেক আর তখন আমরা বলতে পারবো যে আমরা আল্লাহর আইন মোতাবেক চলছি। এটা আমাদের একান্ত কামনা যে আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করি, কিন্তু নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে আমরা এর থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছি। কিন্তু চিরকাল এমনভাবে পিছনে পড়ে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই কারণ এ পথে পূর্ণ সফলতা অর্জন করা অসম্ভব তো নয়ই বরং সত্যি বলতে গেলে এটা কোন কষ্টকর ব্যাপারও নয়। যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে আন্তরিকতা সহকারে এ পথে এগিয়ে যাওয়া। আন্তরিকতা আসবে তখনই যখন আমরা মানসিকভাবে এ ব্যাপারে একান্তভাবে প্রস্তুত থাকবো এবং সেই মানসিক প্রস্তুতি আসবে তখন যখন আমাদের মধ্যে সেই বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকবে, বিশ্বাস জন্মাবে অকৃত্রিমভাবে ও আমরা যখন নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করতে শিখবো। আল্লাহ ও আল্লাহর পথ সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদেরকে কোরআন শিখতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে কোরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআনে বিশ্বাস করবো কেন? কোরআনকে বিশ্বাস করার জন্য রয়েছে হাজারো কারণ। আমার লেখা 'কোরআনের প্রকাশ ভঙ্গি ও ভাষা অলংকার' বই থেকে এ ব্যাপারে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

["পূর্বেকার দিনে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত চর্চা হয়নি তখন কোরআন সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষ এত বিচার বিশ্লেষণ করতে শিখেনি বা বিচার বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করার মত জ্ঞান তখন তাদের ছিল না। অবশ্য একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে আজকের যুগে আমরা সবই বুঝে ফেলেছি। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সাথে সাথে কোরআনের বিচার বিশ্লেষণও করা হচ্ছে অনেক। কিছু দিন আগেও মোটামুটি শিক্ষিত লোকজনও কোরআনকে অন্ধবিশ্বাসের জিনিস বলেই জানতেন। আমরা ছোট বেলায় অনেক শিক্ষিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করেও কোরআনের বক্তব্যের সত্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালো কোন জবাব পাইনি। কেউ কেউ শুধু বলতেন এটাকে অন্ধভাবে এবং কোন প্রশ্ন না করেই বিশ্বাস করতে হবে, সন্দেহ করলে গোনাহ হবে। কথাটি সঠিক হলেও অনেক অনুসন্ধিৎসু মন তৃপ্ত হতে চাইতো না। অনেক অবাধ্য মন এমনও হয়তো ভাবতো যে বিচার বিশ্লেষণ করলে এর সঠিকতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে এবং সেই জন্যই হয়তো অন্ধবিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে। তবে আজকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ফলে কোরআন সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে প্রচুর এবং যতই গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ততই এর মাহাত্ম্য ফুটে উঠছে সবার সামনে। আজ অনেক বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণাদির দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে কোরআন কোন মানুষের সৃষ্ট হতে পারে না। বিচার বিশ্লেষণ মাত্র সামান্যই হয়েছে আর তাতেই অনেক কিছু প্রমাণ হচ্ছে। সেই যুগের লোকেরা কোরআনকে একটা নিছক কাব্য হিসেবে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল অথচ একবারও ভেবে দেখেনি যে নবী করীম (সাঃ) এর মত একজন অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের (সনাতন অর্থে) পক্ষে সমগ্র কোরআন কেন শুধুমাত্র একটা বাক্যও রচনা করা অসম্ভব ব্যাপার। শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকের কথা বলি কেন, সেই যুগ ও আজকের যুগের অসাধারণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষিত কারোর পক্ষেও এমন একটি কিতাব রচনা করা সাধ্যের বাইরে। সেই সময়ের সমগ্র কবিকুলকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হলেও কেউ তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। পবিত্র কোরআনের সূরাহ বাকারার ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে,

"আমার বান্দার কাছে যা নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে তেমন একটি সূরাহ নিয়ে এস, যদি সত্যবাদীই হয়ে থাক-তা হলে আল্লাহ ছাড়া আর যারা তোমাদের সাহায্যকারী রয়েছে-তাদেরকে ডেকেই দেখ না"।

যারা বিশ্বাসী এবং মন যাদের শয়তানী প্রভাবমুক্ত তাদের জন্য এমন একটি আয়াতই যথেষ্ট, অন্যদিকে যাদের মন শয়তানীতে ভরপুর এবং গোমরাহীতে হাবুডুবু খাচ্ছে তারা কিছুতেই বিশ্বাস আনবে না। যত রকমের প্রমাণাদিই প্রদর্শন করা হোক না কেন তারা সেটাকে অগ্রাহ্য করবে এবং যাদুকরের খেলা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে। তাছাড়া এখানে কোরআনের অসামান্য ভাষা সম্বন্ধেও কিছু বলার আছে। সুদীর্ঘ এক হাজার চারশত বছর পরেও কোরআনের ভাষা অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে। অথচ এখনও সেই

www.pathagar.com

ভাষা কোটি কোটি আরব, অ-আরব সবার কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয়। অন্য কোন ভাষা সম্বন্ধে এমনটি বলা চলে না। মাত্র তিন-চারশত বৎসর পূর্বের ইংরেজী, বাংলা, জার্মান, ফরাসী কোন ভাষাই এখন আর বোধগম্য নয় সার্বজনীনভাবে। অন্যান্য অনেক ভাষা তো বিলীনই হয়ে গেছে। এই অসামান্য রচনা শৈলী এবং ভাষার নিপুণতা যে কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেটা বলাই বাহুল্য, অশিক্ষিত লোকের কথা বাদই দিলাম। এখানে আরো একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরআন প্রচার করে এবং অন্যদেরকে কোরআন গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালানোর সময় কারোর কাছ থেকে কোন রকম আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করেননি। তা হলে এই কোরআন নিজে রচনা করে (যেমন অবিশ্বাসীরা তৎকালে বিশ্বাস করতো) এবং মানুষের মাঝে প্রচার করে এত কষ্ট, অত্যাচার ও অসুবিধা কেন হজম করেছেন ? কারণ শুধু একটাই-তিনি তো জানতেন এটা মহাসত্য কোরআন এবং এটা প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন। নবী করিম(সাঃ) যদি এই কাজ থেকে বিরত থাকতেন বা করতে অস্বীকার করতেন তবে তিনি যে আল্লাহর বিরাগভাজন হয়ে গোনাহগার হতেন। সমগ্র মানবকুলের জন্য এমন রহমত যখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কাছে নাযিল হয়েছে তখন তিনি এটা প্রচারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত অসুবিধা নিজের স্কন্ধে উঠিয়ে নিতে পিছপা হননি। যাদের কাছে কোরআন প্রচার করেছেন তাদের কাছ থেকে কোন সুবিধা তিনি আদায় করেননি, শুধু তাদেরকে যাবতীয় ইহকালীন ও পরকালীন অসুবিধা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে নবী করিম (সাঃ) নিজে একটা কিতাব রচনা করে শুধু শুধু দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবেন এটা অস্বাভাবিক এবং এমন ধারণা কোন বুদ্ধি-জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের থাকতে পারে না।

এবারে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার আলোকে কোরআনের সত্যতা ও সঠিকতা সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করার প্রয়াস রাখি। ডঃ মরিস বুকাইলি এর "বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান" গ্রন্থে যথেষ্ট পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এমন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা কোরআনে উল্লেখ আছে যা সব কালেই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীত হলেও আজ সেটা চরম সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। একজন নিরক্ষর মানুষের কাছে কি করে এমন চরম সত্য ধরা দিল যদি না তা মহান আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে নাযেল হয়ে থাকে ? ডঃ মরিস বুকাইলি সুরাহ ইয়াছিন এর ৪০ নং আয়াত এর কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে,

"সূর্য কখনোই ধরিতে পারিবে না চন্দ্রকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করিতে পারিবে না দিবসকে। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণে নিয়ত-নিজ নিজ কক্ষপথে, নিজস্ব গতিবেগ সহকারে"।

www.pathagar.com

সেই যুগে সারা বিশ্বের সকলের ধারণা ছিল, সূর্যই ঘুরছে, আর পৃথিবী স্থির রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে টলেমীর আমলে এই মতবাদ চালু হয় এবং সেটা ১৬ শ খৃষ্ট শতাব্দীর কোপারনিকাসের আমল পর্যন্ত চালু থাকে। অর্থাৎ যখন কোপারনিকাস এই সত্য তুলে ধরেন যে পৃথিবীও ঘুরছে নিজ কক্ষ পথে এবং নিজস্ব গতিবেগ সহকারে, তারও প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে কোরআনে সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছিল যদিও মানবকুল সঠিকভাবে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই যে কোরআন আল্লাহর তরফ থেকেই নাযিল হয়েছিল এবং তাই এত নির্ভুল কেননা আল্লাহর পক্ষে সব কিছুই নির্ভুলভাবে তৈরী করা এবং হৃদয়ংগম করা সম্ভব। আল্লাহর শক্তি কতটুকু সেটা বুঝবারও শক্তি আমাদের নেই। ডঃ বুকাইলির গ্রন্থে আসমান সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত বাণী আলোচনা করা হয়েছে। সেকালে সাধারণভাবে এমন ধারণা করা হতো যে আকাশমন্ডলীকে খুঁটি দ্বারা ধরে রাখা হয়েছে যাতে করে সেটা মাটিতে আছড়ে না পড়ে। অত বড় আকাশের জায়গা কি করে মাটিতে হবে সেটা কেউ বুঝতে চাইতো না। কোরআনের সুরাহ লুকমান এর ১০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

"(আল্লাহ) আসমান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন-কোন রকম খুঁটি ছাড়াই-যাহা তোমরা দেখিতে পার। জমিনে পাহাড় দিলেন যেন ঢলে না পড়ে; প্রত্যেক জন্তু ছড়িয়েছেন, আর আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি দিয়ে সব রকমের গাছ জন্মাই"।

এ সত্য আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

ডঃ মরিস বুকাইলী উল্লেখ করেছেন যে মোহাম্মদ (দঃ) এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করে আসা হচ্ছে যে, তিনি বাইবেল এর হুবহু নকল করে কোরআন রচনা করেছিলেন। কিন্তু কোরআন এবং বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে ব্যবধান প্রমাণ করে যে এ অভিযোগ একান্ত অমূলক। মরিস বুকাইলীর গ্রন্থে তাই প্রশ্ন রাখা হয়েছে- চৌদ্দ শত বছর আগে কিভাবে একজন মানুষের পক্ষে বাইবেলের বাণীর ভুল-ত্রুটি এমনভাবে সংশোধন করা সম্ভব ? কিভাবে তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধি মোতাবেক বাইবেল থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বাণী সমূহ বাদ দিয়ে এমন সব বাণী ও বক্তব্য রচনা করে কোরআনে সন্নিবেশিত করা সম্ভব-যা এত দিন-এতকাল পরে কেবলমাত্র আজকের বিজ্ঞানের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারছে ? সুতরাং 'কোরআন মোহাম্মদ (দঃ) এর নিজস্ব রচনা' কিংবা তিনি বাইবেলের বাণী থেকে নকল করে কোরআনের বাণী তৈরী করছিলেন বলে যদি কোন মূর্খ মত পোষণ করে সে ধারণা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত কোরআনের বাণী ও বর্ণনা- বাইবেলের বাণী ও বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা মরিস বুকাইলী সুন্দরভাবে সবাইকে বুঝাতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছেন (এ বইটি থেকে আর উদ্ধৃতি না দিয়ে বইটি পড়ার জন্য পাঠকদেরকে অনুরোধ করছি")।]

অতি সাধারণ শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী মানুষ কোরআনে বিশ্বাস করবে এর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কারণে এবং সেজন্যই এখানে কোরআনের যুক্তি প্রদর্শন বিষয়ে একটুখানি লিখছি।

❑ যুক্তি প্রদর্শন ঃ

যুক্তি প্রদর্শন পবিত্র কোরআনের প্রকাশভঙ্গির অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কোরআন মহা-শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ-তায়ালার তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং সেহেতু এই কোরআনে কোন ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে না। এ বিষয়ে কোরআনেও উল্লেখ রয়েছে এবং বারবার বলা হয়েছে যে সত্যসহ কোরআন নাযেল হয়েছে। যে গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে সত্যসহ নাযেল হয়েছে তাতে যে সব বিষয় এর অবতারণা করা হয়েছে সেগুলোও নিশ্চয় সত্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। আর যাহা সত্য তাহা যে কোন যুক্তিতে টিকবে এটাও সত্যি। কোরআনে কোন কোন বিষয় আছে যা আমাদের মতো অল্প জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য হয় না এবং ফলে আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ, সংশয় ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, সে জন্য কোরআনে অনেক ধরনের যুক্তি সহকারে সহজ করে সেগুলো বুঝানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোরআন যে সত্যের উপর ভিত্তি করে রচিত তার একটা প্রমাণ হলো এই যুক্তি প্রদর্শন প্রকাশভঙ্গি। কোরআনে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে যা আমরা সহজে বুঝতে সক্ষম হই না, অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে যা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি না, এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে যা আমাদের নাগালের বাইরে, সেই সব বিষয় নিয়ে ভাবতে গেলে আমরা অনেক সময় সংশয়ে পড়ে যাই। ঐসব ক্ষেত্রে সুন্দর যুক্তি দিয়ে বুঝানো হয়েছে কেননা মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এই সব যুক্তি, উপমা বা তুলনা দিয়ে যদি কোরআন নাযেল না হতো তবে মানুষ বোধ হয় কোরআন থেকে আরো দূরে সরে থাকতো।

কোরআনের পাতায় পাতায় আমরা যুক্তির অবতারণা দেখি কেননা আল্লাহ-তায়ালা মানুষকে কোরআনের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, উপদেশ বর্ষণ করেছেন, সতর্ক করেছেন। আমরা এখানে বেশ কয়েকটি সূরাহ থেকে অনেকগুলো আয়াতের সূত্র ধরে কথা বলবো, আলোচনা করবো যাতে

www.pathagar.com

করে আমরা সামান্য পরিমাণ হলেও আল্লাহর যুক্তি শুনে সঠিক পথে আসার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমেই দেখা যাক সূরাহ্ বানী ইসরায়ীল এর ৯৪ ও ৯৫ নং আয়াত দু'টি যেখানে বলা হয়েছে,

"মানুষকে ঈমান আনতে কিসে বাধা দিচ্ছে ? যখন তাদের কাছে সরল সত্য সনাতন পথ নির্দেশ এসে গেছে। তবে তারা শুধু এ কথাই বলছে : আল্লাহ কি একজন মানুষকেই রাসুল হিসেবে পাঠালেন ? আপনি বলুন : দুনিয়ার বুকে যদি ফেরেশ্তারাই চলাফিরা করত, বিশ্রাম করত, তা হলে তাদের জন্য আসমান থেকে একজন ফেরেশ্তাকেই রাসুল হিসেবে পাঠিয়ে দিতাম"।

একজন মানুষ আর একজন মানুষের কর্তৃত্ব, প্রাধান্য সহজে মেনে নিতে চায় না কেননা মানুষ যেমন মানুষের পরস্পর বন্ধু তেমনি পরস্পর শত্রুও বটে। তাই একটা পুরো কওম একজন মানুষকে সহজে মেনে নিতে চায় না, ঠিক তেমনি ঘটেছে রাসুলকে নিয়ে। একজন মানুষকে রাসুল হিসেবে মেনে নিতে অনেকে অস্বীকৃতি জানালো। অথচ একবারও ভেবে দেখলো না যে মানুষ ছাড়া আর কেই বা মানুষের সাথে এত সুন্দরভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে ? আল্লাহর নির্দেশ, উপদেশ ও করণীয় কর্ম সম্বন্ধে একজন মানুষ যত পরিপূর্ণভাবে অন্য একজন মানুষকে বুঝাতে পারবে সেটা অন্য কারোর দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন ফেরেশ্তাদের দ্বারা। একজন সাধারণ মানুষের কাছে একজন ফেরেশ্তা এলে সেই মানুষটি হয়তো ভয়ে সংজ্ঞাই হারিয়ে ফেলবে। তাছাড়া কোরআনের মর্ম ও কথাগুলো বাস্তবে সমাধা করে (Practical demonstration) অন্য মানুষদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সেটা সম্ভব একজন 'মানুষ রাসুল' দ্বারাই। সাধারণ মানুষের সামান্য বুদ্ধিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছিল না বলে আল্লাহ-তায়ালা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে পৃথিবী যদি ফেরেশ্তাদের বাসস্থান হত তবে নিশ্চয় একজন ফেরেশ্তাকেই রাসুল হিসেবে পাঠানো হতো। ফেরেশ্তাকে রাসুল হিসেবে পাঠানো হতো এই কারণে যে একজন ফেরেশ্তা-রূপী রাসুল অন্য সকল ফেরেশ্তাদেরকে খুব সুন্দরভাবে, স্পষ্টভাবে এবং নিদর্শনসহ আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হতো যা একজন মানুষরূপী রাসুলের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক একই যুক্তিতে মানুষের কাছে মানুষের জন্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ একজন মানুষকে রাসুল হিসেবে মনোনীত করবেন এটাই তো যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা। আল্লাহ-তায়ালা এভাবে মানুষকে যুক্তি প্রদর্শন করে সকল বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পবিত্র কোরআনে। আমাদের তরফ থেকে একটু চেষ্টা করা হলেই আমরা বুঝতে পারবো।

মানুষের পুনরুত্থান সম্বন্ধে মানুষের মনে অনেক সময় সংশয় জাগে, যাদের ঈমান নেই তারা ভাবে একবার মরে গেলে আবার জন্ম হবে কেমন

www.pathagar.com

করে। তারই জবাব পাই আমরা সুরা মারয়াম এর ৬৬-৬৭ নং আয়াতসমূহে যেখানে বলা হয়েছে,

"মানুষ তো এ কথাও বলে যে আমি যখন মরেই যাবো, তারপরেও কি আমি জিন্দা হয়ে উঠবো ? তা হলে কি মানুষ এ কথাটিও স্মরণ রাখে না যে আমি ত এর আগে তাকে সৃষ্টি করেছি-যখন সে কিছুই ছিল না"?

এখানে মহান আল্লাহ-তায়ালা তাঁর সৃষ্টি শক্তির অপার ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যাতে করে মানুষ নিজের বুদ্ধি বিবেচনা করে বুঝতে পারে মৃত্যুর পরে মানুষকে আবার জিন্দা করে তোলা হবে। এই দু'টি আয়াতে যুক্তি দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে যিনি (আল্লাহ) একবার সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করা সম্ভব। মানুষের বিচার বুদ্ধিতে এই যুক্তিটা খাটে কেননা মানুষ জানে প্রথম বার যখন তার সৃষ্টি হয় তখন তার কোন হাত থাকে না, একমাত্র আল্লাহর কৃপাতেই সে পয়দা হয়।

মানুষকে মৃত্যুর পরে আবার জিন্দা করা হবে বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সব শক্তি লোপ পায়, একটুখানি 'টু' শব্দ করার শক্তিও তার থাকে না। মানুষ যখন জীবিত থাকে তখন কতই না হৈ-হল্লা করে থাকে, এমন কি আল্লাহ রাসুলের বিরোধীতা পর্যন্ত করে থাকে কিন্তু এটা সাময়িক, মৃত্যুর সাথে সাথে সব শেষ। এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য আমরা এখন উল্লেখ করছি সুরাহ মারয়াম এর ৯৮ নং আয়াত যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে,

"আমি কত অসংখ্য দলকে নির্মূল করেছি-তাদের আগে; তাদের কোন সাড়া শব্দ টের পাচ্ছেন, কিংবা তাদের হৈ-হল্লা কিছু শুনতে পাচ্ছেন কি"?

এ ছোট আয়াতটি থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমরা শিখতে পারি যে মানুষ নিতান্তই দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী তার সামান্য শক্তি। আমাদেরকে এই আয়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন অতীতের সেই সকল হৈ-চৈসৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করি যে কিভাবে তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সব শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতদূর অতীতের দিকে মূখ ফেরাতে হবে কেন ? আমাদের আশেপাশে একটু তাকালেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো মানুষ কত অল্প শক্তি নিয়ে চলাফেরা করে, কত স্বল্পকালীন তাদের অবস্থান। আমাদের পাশের লোকটার কথাই চিন্তা করি না কেন যার হাঁক-ডাকে এই সেদিনও পাড়া ভয়ে কেঁপে উঠতো, সেই মস্তানের কথা যার ভয়ে সবাই তটস্থ থাকতো, সেই অত্যাচারী স্বামীর কথা যার অত্যাচারে স্ত্রীর কলিজা শুকিয়ে যেত। কিন্তু মরার পর পরই তারা স্তব্ধ, পুরোপুরি স্তব্ধ এবং সব সময়ের জন্য। এখানে

www.pathagar.com

আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে এই পৃথিবীতে আমাদের শক্তি, সম্পদ, সন্তান সবই ক্ষণকালের জন্য-এগুলো নিয়ে বড়াই বা বাড়াবাড়ির কোন অবকাশ নেই। এসব নিয়ে দম্ভ বা বাড়াবাড়ি না করে শুধু আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য কারণ আল্লাহর রহমতের কারণেই শুধু আমরা এসব সহায় সম্পদ ও শক্তির অধিকারী হয়ে থাকি। ইসলাম ধর্মের মৌলিক কথাটি হচ্ছে আল্লাহ এক, তাঁর সমকক্ষ কেহ নেই। আল্লাহর এই একত্ববাদ পবিত্র কোরআনে বার বার বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে বহু ঈশ্বরের উপাসনা করে আসছে, আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে শরীক করছে। এটাই হচ্ছে কুফরী যার শাস্তি আল্লাহ তায়ালা খুব কঠোরতার সাথে দেবেন বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ-তায়ালা চান যে মানুষ তার বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বুঝতে শিখুক যে আল্লাহ এক, অনুরূপ আর কেহ নেই। তাই সুরাহ আম্বিয়ার ২২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'এ দু'য়ের (গগণ-মন্ডল ও পৃথিবী) মধ্যে কোথাও যদি আল্লাহ ছাড়া আরও মাবুদ থাকত, তা হলে দু'টোই যে বরবাদ হয়ে যেত। সুতরাং পবিত্রতা সে তো শুধু আল্লাহ-তায়ালারই। তিনি আরশের মালিক-ওরা যা কিছু উদ্ভট কথা বলছে"!

এ যুক্তিপূর্ণ কথাটি বুদ্ধিমান মানুষের জন্য যথেষ্ট। মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে মহা-চালক দু'জন হতে পারে না, তা হলে গগণ-মন্ডল ও পৃথিবী এবং দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা এত সুপরিকল্পিতভাবে সম্পাদন হতে পারতো না এবং চালকগণ নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যেত। আমরা কোথাও দেখি না যে দু'জন বা ততোধিক চালক একই সাথে একটা নির্দিষ্ট গাড়ী চালাচ্ছেন, কারণ সেটা সম্ভব নয়। একজন ডানে মোড় নিলে অন্য জন যদি বামে মোড় নেয় তবে গাড়ী কোন দিকে যাবে, একজন এক্সিলারেটরে চাপ দিলো আর একজন কড়া ব্রেক কষলো, তবে গাড়ীর কি হবে-এটা মানুষ বুঝে। আর পুরো বিশ্ব জগৎ পরিচালনা সে তো মহাকান্ড, সেখানে দু'জন বা তারও বেশী কান্ডারী থাকতে পারে না। আল্লাহ-তায়ালা এমনি সব যুক্তি প্রদর্শন করে মানুষকে সব কিছু বুঝাতে চান। আমাদের বুঝার চেষ্টা করা উচিৎ।

মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে আল্লাহ-তায়ালা বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন মানুষকে, চরম শাস্তির কথা বলেছেন। তবুও মানুষ তাই করে যাচ্ছে। মানুষের বিচার বুদ্ধির কাছে ব্যাপারটা তুলে ধরা হয়েছে এরূপভাবে যেমন সুরাহ হাজ্জ এর ৭৩ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে,

"শোন, হে মানব জাতি। একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, সুতরাং তোমরা সবাই সেটা শোন। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসবের উপাসনা করছ তারা তো একটা মাছিও সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে পারে না-এ কাজের জন্য ওরা যদি সবাই একত্র হয়, তবুও। অথচ একটা মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নেয় তা হলে সে জিনিসটা ত ওরা কেড়ে আনতেও পারবে না। কত অথর্ব ওরা, আর যাদেরকে ওরা চায় সেগুলোও যে কত দুর্বল"।

এটা এত সাদামাটা উপমা ও যুক্তি যে সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেও এর অর্থ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। এমন সহজতর করেই কোরআনে সব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে যেন মানুষ বুঝতে পারে, তবুও আমরা বুঝছি না।

মানুষের বিচার বুদ্ধির উপর আল্লাহ্ অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেই জন্যই অনেক কিছু যুক্তির মাধ্যমে মানুষকে বুঝাতে চান। রাসুল সম্বন্ধে তখনকার মানুষের অনেকের সংশয়-সন্দেহ ছিল, অনেকে অনেক কিছু ভাবতো, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন রাসুল শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নয়-রাসুলের নিজস্ব কোন অভিলাষ বা লোভ কোনটাই নেই। এই ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তায়ালা সুরা ফুরকান এর ৫৬ ও ৫৭ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন এভাবে,

"আমি তো আপনাকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুর জন্য পাঠাইনি। আপনি বলে দিন : আমি ত আর এ জন্য তোমাদের কাছ থেকে কিছু মাত্র পারিশ্রমিক পেতে চাইনে। তবে কি না তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় নিজ পালনকর্তার পথেই এগিয়ে আসুক"।

এ দু'টো আয়াত পাঠ করার পর সাধারণ-বুদ্ধির মানুষও চিন্তা করে দেখবে যে রাসুল তো শুধু মানুষের ভালোর জন্যই বলে যাচ্ছিলেন, তিনি যেহেতু কোন পারিশ্রমিক বা কোন প্রকার সুবিধা মানুষ থেকে এর বিনিময়ে দাবী করতেন না তবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ করা মানুষের জন্য যুক্তিযুক্ত নয়। রাসুলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষ তার পালন কর্তার পথে এগিয়ে আসুক এবং এই পথে এসে সে নিজের ভালই কামাই করুক। রাসুলের নিজের কোন ব্যক্তি স্বার্থ এতে ছিল না-তাই মানুষ যুক্তির মাধ্যমে বুঝবে যে রাসুল এর উদ্দেশ্য সৎ ও সঠিক।

আরো দু'টো উদাহরণ দিয়ে 'যুক্তি প্রদর্শন' এ পর্বের আলোচনা শেষ করবো-এ দু'টো উদাহরণের উল্লেখ করতে চাই এই জন্য যে মানুষের মনের মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারে যার উত্তর সহজে পাওয়া যায় না। এ দু'টো প্রশ্নের উত্তর যুক্তির সাহায্যে বুঝানো হয়েছে এবং এসব যুক্তি সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

সুরাহ আল ইমরান এর ৪৭ নং আয়াতের দিকে লক্ষ্য করা যাক যেখানে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! কোত্থেকে আমার ছেলে হবে৷ কোন পুরুষ ত আমাকে ছুঁতেও পারেনি৷ ইরশাদ হলো ঃ আল্লাহ যা চান-এমনি তা সৃষ্টি করেন৷ কোন কিছু মর্জি হলে শুধু বলেন, "কুন্"(হও) আর সংগে সংগেই তা সৃষ্টি হয়"৷

এখানে মারয়ামের গর্ভে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে-সাধারণ মানব সন্তান এর যেভাবে জন্ম গ্রহণ করার কথা, ঈসা (আঃ) ব্যাপারে অন্য রকম দেখা যাচ্ছে৷ এখানে কোন দম্পতির মিলনের ফলে সন্তান জন্ম হচ্ছে না বলে দেখা যাচ্ছে৷ তা হলে প্রশ্ন উঠবে সেটা কিভাবে সম্ভব, যদিও এই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে আল্লাহর কুদরতে সব কিছুই সম্ভব ? আল্লাহর হুকুমে ও তার ইচ্ছায় সব কিছুই হয় সেটা আমরা জানি ও বিশ্বাস করি এবং আমরা দেখছি যে সব সৃষ্টিই একটা নিয়মিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে৷ এখানে সনাতন প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে-এবং সেই কারণে দুর্বল ঈমান এর লোকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সে জন্যই কি খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করছে ?

প্রশ্নটা গুরুতর এবং দুর্বল ঈমানের মানুষের জন্য একটা বে-কায়দা অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে কারণ সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে এর উত্তর পাওয়া কঠিন৷ এ জন্যই বোধ হয় আল্লাহ-তায়ালা এই আয়াতের কয়েকটা আয়াত পরেই সুন্দরভাবে বিষয়টির উত্তর দিয়েছেন৷ সূরাহ আল ইমরান এর ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আল্লাহর দরবারে ঈসার উপমা হচ্ছে ঠিক আদমের মতই৷ তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরী করে বল্লেন ঃ এখন জীবিত হও৷ সংগে সংগে তাই হয়ে গেল"৷

এ আয়াত পাঠ করার পরে যারা ঈমানদার ও সামান্য বুদ্ধিও আছে তাদের পক্ষে ব্যাপারটি বুঝতে আর কষ্ট হয় না এবং যারা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে বেড়ায় তাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না৷ যিনি (আল্লাহ) আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি অন্য কাউকেও সৃষ্টি করতে পারেন৷ কিন্তু তাই বলে ঈসা(আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলার কোন যুক্তি থাকে না কেননা তা হলে আদম (আঃ) কেও আল্লাহর পুত্র বলতে হবে৷ সুতরাং এসব নিয়ে মিথ্যা বলার কোন অবকাশ নেই৷

অন্য আর একটা ব্যাপার নিয়ে এখানে আলোচনা করবো-সেটা হচ্ছে অর্থ ও ধন-সম্পদ নিয়ে একটা প্রশ্ন৷ অনেকে বলে থাকেন যারা ঈমানদার ও

www.pathagar.com

পরহেজগার তাদের আবার অর্থ সম্পদের অভাব হয় কেন ? পবিত্র কোরআনের এক জায়গায় দেখা যায় যে অবিশ্বাসীরা এক সময় প্রশ্ন তুলেছিল যে অবিশ্বাসীরাই ত অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে ভালোভাবে আছে বিশ্বাসীদের তুলনায়। সত্যি, অনেক দুর্বল ঈমান এর লোকদেরকে এমন ভাবতে দেখা যায়, আল্লাহ্ যদি সব কিছুর নিয়ন্তা হয়েই থাকেন তবে বিশ্বাসীরা এত কষ্টে থাকে কেন বা অবিশ্বাসীরা এত স্বাচ্ছন্দে থাকে কিভাবে। আমরা আজকাল দেখছি যে যারা অবিশ্বাসী ও ইসলাম ধর্মের প্রতি অনবরত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সে সব সম্প্রদায় ও দেশ বেশ সুখ শান্তির মধ্যে জীবন যাপন করে যাচ্ছে। ফলতঃ মনে হয় যে অবিশ্বাসী হলেই উন্নতি, কারণটা কি? এর সুন্দর উত্তর পাওয়া যাবে কোরআনের সুরা আন্নামুল এর ২৩-২৪ আয়াতসমূহে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে,

"আমি একটা মেয়ে লোককে দেখলাম যে নাকি সেখানকার লোকজনের উপরে রাজত্ব করছে' আর সে ত সব জিনিসই পেয়েছে। আর তার একখানা বিরাট আসন রয়েছে। আমি তাকে আর তার কওমকে দেখলাম : ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা অর্চনাই করে। ফলে শয়তান ওদের কাজ কর্মকে বড় সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। এভাবেই তাদেরকে পথ চলা বন্ধ করে দিল। সুতরাং ওরা মোটেই পথ খুঁজে পাচ্ছে না"।

অবিশ্বাসীরাও কেন এই পৃথিবীতে সুখ সম্পদের অধিকারী হয় তার যুক্তিকতা আমরা এখানে খুঁজে পেয়েছি। আসলে সুখ-সম্পদ, ধন-দৌলত সবই আল্লাহর ইচ্ছা-এসব ব্যাপারে হা-হুতাশ করার কোন অর্থ হয় না, বরং আল্লাহর উপর সব বিষয়ের জন্য আস্থা স্থাপন করাই প্রকৃত মুমীনের কাজ। উপরোক্ত আয়াতসমূহে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে যারা পার্থিব ধন-সম্পদে গরীয়ান তাদেরকে হয়তো আল্লাহ্-তায়ালা শয়তানের মাধ্যমে গোমরাহী করে রেখেছেন, শয়তান তাদেরকে ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছাদিত রেখে সত্য পথের সন্ধান থেকে অনেক দূরে রেখে দিয়েছে। আবার হয়তো এমন লোকও রয়েছে যারা ধন-সম্পদবিহীন এবং যেহেতু ধন-সম্পদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন নয় সেই কারণে তাঁরা আল্লাহর নির্দেশিত সত্য পথের সন্ধানে নিয়োজিত। আল্লাহ কাকে কখন কি অবস্থায় রাখবেন সেটা একান্তই তাঁর ইচ্ছা। তাছাড়া আল্লাহ-তায়ালা কোরআনের অনেক জায়গায় এমনও উল্লেখ করেছেন যে যারা এই দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতিই অধিকতর আগ্রহী আল্লাহ তাদেরকে তাই দান করেন, আর যারা পরকালের কল্যাণের প্রতি বেশী আগ্রহী আল্লাহ তাদেরকে সেটাই দান করেন। পরকালের কল্যাণ লাভ করা যায় একমাত্র আল্লাহ্-নির্দেশিত পথে চললে এবং আল্লাহ্-নির্দেশিত পথে চলতে হলে আমাদেরকে কোরআনের নির্দেশনাবলী মেনে চলতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন-কানুন কোরআন-ভিত্তিক রচনা করতে হবে, অর্থাৎ, পুরাপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

www.pathagar.com

❑ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ঃ

এ পর্যায়ে এসে আমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছি যে কোরআন মহান আল্লাহ্-তায়লার তরফ থেকে মানুষের কাছে মানুষের কল্যাণের জন্য নাযিল হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো আমাদেরকে কেন কোরআন ভিত্তিক সংবিধান রচনা করে এবং আইন প্রণয়ন করে জীবন-বিধান ঠিক করে নিতে হবে এবং কেন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা আমাদের জন্য ফরয। ইসলামী শাসন কায়েম কেন ফরয সেটা বুঝতে হলে আমাদের আরো কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং সেই জ্ঞান লাভ হবে কোরআনের মাধ্যমেই। বিষয়গুলো হতে পারে ঃ

❑ একমাত্র আল্লাহ্‌ই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ঃ

ইসলাম ধর্মের মূল কথাই হচ্ছে এটা যে সকল ক্ষমতাই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহর ক্ষমতা সার্বভৌম। অন্য কোন শক্তি নেই যা কিনা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত। কোরআনের কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন যেমন,

"আকাশ, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তীস্থানে ও ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই"। ২০ ছুরাহ তা'হা ঃ ৬

"আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই আর আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী"।১৫ ছুরা হিজর ঃ ২৩

"আল্লাহ,যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনের উপকরণ বাড়ান ও যার জন্য ইচ্ছা তা কমান"। ১৩ ঃ ২৬

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"। ৪৮ ছুরা ফাতাহ ঃ ৭

এমনি আরো অনেক আয়াত উল্লেখ করা যাবে যেখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা এসেছে যে ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে, ছিটেফোঁটা কিছু ক্ষমতা তিনি মানুষ বা অন্য অন্য কাউকে দিতে পারেন আবার পরমুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারেন। তা হলে এমন ক্ষমতাধর মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করা বা এমন চিন্তা করা কি মানুষের শোভা পায়-বিশেষ করে যখন আমরা এটাও ঘোষণা পাচ্ছি যে মহান আল্লাহ্-তায়লা মানুষের জন্য শুধু মঙ্গলই কামনা করেন। আল্লাহর তরফ থেকে কল্যাণ পাওয়া খুবই সহজ-শুধু তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলা যা কোন কঠিন কাজ নয়। আর অন্য যা করলে আমাদের

www.pathagar.com

জন্য রয়েছে মহাযন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যে শাস্তি কখনোই আসবে না যদি না আমরা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করি। শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার পর যদি আমরা সত্যিকারভাবে তওবা করি তবে আবার মহান আল্লাহ-তায়লা দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে মার্জনা করে দেবেন এমন ঘোষণা কোরআনে বার বার এসেছে। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কোরআনের নির্দেশ মেনে চলা। এখন আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি যে কোরআনকে আমাদের মহা-সংবিধান হিসেবে সামনে রেখে আমাদের সংবিধান রচনা করতে হবে।

❑ আল্লাহর নির্দেশ ঃ

মহান আল্লাহ-তায়লা কোরআন ও রাসুলের মাধ্যমে আমাদের জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ যে আমাদেরকে মানতে হবে বা মানার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও মানুষকে বুঝিয়ে বলার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারি যেন বুঝতে পারি আল্লাহর নির্দেশ আমাদের জন্য জরুরী, কল্যাণকর ও যন্ত্রণা থেকে দূরে থাকার একমাত্র উপায় যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়-পরায়ণতা ,সদাচারণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর"। ১৬ ছুরাহ নাহল ঃ ৯০।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ শুধু সেই নিদেশই প্রদান করেছেন যা কিনা মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং যা কিনা সব সভ্য সমাজেই (অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও)ভালো ও কল্যাণকর বলে যুগ যুগ ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুতরাং এগুলো না মানার কোন কারণ থাকতে পারে না।

আল্লাহর বিধান মেনে চলা মানুষের জন্য ফরয এবং অমান্য করলে আমাদের সমুহ ক্ষতি যেমন ছুরাহ আহযাব এর ৩৬ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

"আল্লাহ ও রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"।

আবার ছুরাহ রাদ এর ৪১ নং আয়াতে ঘোষণা এসেছে,

"আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। আর তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর"।

www.pathagar.com

এমন নিশ্চিত,স্পষ্ট ও কড়া নির্দেশ পাবার পরও কি করে আমরা অন্যথা করতে চেষ্টা করি? তবুও অন্যথা করে চলছি যেমন আল্লাহ্ সুদকে হারাম বলে ঘোষণা দিলেও আমরা আইন করে এটাকে অবৈধ ঘোষণা করিনি; মদ, জুয়া ও গণিকাবৃত্তি গোণাহ্র কাজ হিসেবে কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হলেও আমরা মুখে এগুলোকে খারাপ বলি কিন্তু এসব পুরাপুরিভাবে বন্ধ করিনি ; অথবা আল্লাহ্র আইন কায়েম করার নির্দেশ থাকলেও আমরা সেদিকে খেয়াল করছিনা বরং আমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচারণ করে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালাই। যাক, এখনো সময় আছে আমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে পারি এবং আমাদের সংবিধান ও আইন-কানুনগুলো আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক সংশোধন করে নিতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউক।

❑ মানুষ কেন সৃষ্টি করা হলো ঃ

মানুষ কেন আল্লাহ্র আইন মেনে চলবে বা আল্লাহ্র আইন মেনে চলার জন্য তার বাধ্য-বাধকতা কেন-এমন প্রশ্ন সম্বন্ধে মানুষকে পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে নইলে আল্লাহ্র পথে চলার জন্য একাগ্রতা বাড়বে না। মানুষকে প্রথমেই বুঝতে হবে মানুষ কি ও কেন ?

মানুষ অন্য সকল জীব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অনেক অনেক উন্নত মানের-সেটা এখন আর মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হয় না কেননা মানুষ দেখছে যে দুনিয়ার সকল প্রাণী ও অন্যান্য সকল জিনিষ মানুষের করায়ত্ব। দুনিয়ার সব জিনিষই যে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তো মহান আল্লাহ্-পাক পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন" ২ ঃ ২৯।

মানুষের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বলেই তো মানুষ সব কিছুর অধিকারী হয়ে যেতে পারে না যদি তাদের সে সব করায়ত্ব করার শক্তি না থাকে। মহান আল্লাহ্-তায়লা মানুষকে আকার-আকৃতিতে ও মেধা দিয়ে মানুষকে একটু আলাদাভাবে শক্তিশালী করে গড়েছেন যে কারণে মানুষ অন্য সব প্রাণীকে বশে আনতে পেরেছে। আকৃতিগতভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে একমাত্র মানুষই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং হাত ও পা সম্পূর্ণভাবে আলাদা ধরণের যে কারণে মানুষের শক্তি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার বুদ্ধিমত্তার কথা চিন্তা করলে তো অবাকই হতে হয়-মানুষকে মহান আল্লাহ্-তায়লা এত মেধা দিয়ে তৈরী করেছেন যে একমাত্র মানুষই আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে, আকাশ-পাতাল ভাবতে পারে, ভাব প্রকাশ করতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ মহান আল্লাহ্-

www.pathagar.com

তায়লা মানুষকে সেইভাবেই তৈরী করেছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে মানুষ খুবই শক্তিশালী, আসলে শক্তিশালী, তবে ততটুকই যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

আবার অন্যদিকে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে মানুষ অতি নিকৃষ্ট ও শক্তিহীন যেমন আল্লাহ-পাক কোরআনে প্রকাশ করেছেন,

"আল্লাহ তোমাদের দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দুর্বলতা ও পক্ককেশ (বার্ধক্য)। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর তিনিই তো সর্বজ্ঞ শক্তিমান"। ৩০ ঃ ৫৪

সাধারণতঃ তুচ্ছ জিনিষ থেকে তুচ্ছ জিনিষই তৈরী হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে অন্য রকম অর্থাৎ তুচ্ছ পদার্থ থেকে মহান আল্লাহ-পাক তাঁর অসীম ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অপূর্ব সৃষ্টি, মানুষ। সুতরাং মানুষকে আল্লাহর প্রতি সব সময়ই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। এটা বাধ্য-বাধকতা, আর এই বাধ্য-বাধকতা মানুষের নিজের ভালো ও কল্যাণের জন্যই।

মানুষকে আর একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে মহান আল্লাহ-তায়লা মানুষকে শুধু শুধু সৃষ্টি করেননি-একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে যেমন কোরআনের ভাষায় আমরা দেখতে পাই,

"আমার ইবাদতের জনাই আমি মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি" (৫১ ঃ ৫৬)।

সুতরাং আমরা অবশ্যই আল্লাহর এবাদত বন্দেগীই করে যাবো। এটাই হবে আমাদের জীবনের একমাত্র কাজ।

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন যেমন ছুরাহ ফাতির এর ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন। তাই কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে, আর ওদের অবিশ্বাস ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে"।

খলিফা বা প্রতিনিধি বলতে কি বুঝায় সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তবে আমরা হিসেব করে দেখতে পারবো যে আমাদের দায়িত্ব কি কি এবং আমরা সে সব দায়িত্ব পালন করছি কিনা। প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সত্যি একটা বড় দায়িত্ব এবং এটা অত্যন্ত গর্ব ও সম্মানের বিষয় যে মহান আল্লাহ-তায়লা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মহান প্রতিপালক আল্লাহর

www.pathagar.com

নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে আমাদের জন্য রয়েছে মহা-পুরস্কার আর অন্যথা হলে আছে মহা শাস্তি। সুতরাং আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে যেন আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারি। ভালোভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করার একমাত্র পথ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক চলা এবং আল্লাহর নির্দেশ মানে আল্লাহর নাযিলকৃত কোরআন। তা হলে আমাদেরকে মানতে হবে কোরআন হচ্ছে আমাদের আইন। আমাদের সংবিধান। সংবিধান না বলে বরং বলা যেতে পারে মহা-সংবিধান যার আলোকে রচিত হবে আমাদের সংবিধান, আমাদের আইন ও বিধি-বিধান।

❑ কোরআনের বিধি-বিধান ঃ

কোরআনকে সংবিধান অথবা মহা-সংবিধান হিসেবে মেনে নেওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে কোরআনের বিধি-বিধানগুলো আমাদের কি কাজে লাগবে বা এসব বিধি-বিধান পর্যাপ্ত কি না এবং এগুলো এ পৃথিবীর বুকে মেনে চলা সম্ভব কি না। সত্যি, আমি এমন কোন প্রশ্ন রাখছি না কেননা এতে বিশ্বাসের কমতিই শুধু প্রকাশ পায়। এখন এ পর্যায়ে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে কোরআনের বিধি-বিধান সম্বন্ধে সাধারণ পর্যায়ের হলেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে করে আমাদের ঈমানের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কোরআনের মাধ্যমে আমরা যে সব বিধি-বিধান, নির্দেশ, উপদেশ প্রাপ্ত হই সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার এগুলো আমাদের জন্য কত কল্যাণকর। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিধি-বিধান নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

❑ আইন সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো,

"আর তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। আর মানুষের ধন সম্পদের কিছু অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না"। ২ ঃ ১৮৮

এ আয়াতের যে স্পিরিট এটা সকলের জন্য কল্যাণকর এবং এর অন্যথা হলে সেটা হবে সকলের জন্য নিদারুণ কষ্টের ব্যাপার। সুতরাং এ স্পিরিটের সাথে মিল রেখে আমাদেরকে আইন-কানুন,বিধি-বিধান ও বিধান অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বিধান রচনা করতে হবে। সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখবো অত্যন্ত সুষম একটা ব্যবস্থা। ইসলামী আইনের মর্ম কথাই এটা যে, সমস্ত সম্পত্তির মালিক মহান আল্লাহ-তায়লাই, মানুষ শুধু এগুলো ব্যবহার করে ভোগ করতে পারে। এই ভোগ করার নিয়ম এই যে সে অন্যের হক নষ্ট করতে পারবে না, অনাবশ্যক সম্পত্তি দখলে রাখতে

www.pathagar.com

পারবে না। মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি সুনির্দিষ্টভাবে অন্যদের কাছে বাটোয়ারা করে দিতে হবে যাতে করে সুষমভাবে সকলে ভোগ-দখল করতে পারে।

❑ পারিবারিক আইন ঃ

পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রেও আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান দেখতে পাই। এখানে আমরা বিবাহ, তালাক, মোহরানা ইত্যাদি বিষয়ের উপর কয়েকটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করবো এবং বুঝতে চেষ্টা করবো যে এগুলো সবই মানুষের ভালো ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাযিল হয়েছে যেমন ঃ

"নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে" (ছুরাহ বাকারা)।

"তোমাদের যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত ব্যবস্থা (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না" (ছুরাহ বাকারা)।

"আর যদি দু'জনের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিরোধ আশংকা করে তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে ; যদি তারা উভয়ে নিস্পত্তি চান তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ সর্বজ্ঞ সচেতন"। ৪ ঃ ৩৫

আর যদি একান্তই তালাক এড়ানো সম্ভব না হয় তবে বিধি মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে তবে তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে উপযুক্তভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে, যেমন ছুরাহ বাকারায় বলা হয়েছে,

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিধিমত ভরণ-পোষণ করা সাবধানীদের জন্য কর্তব্য। এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন স্পষ্ট করে বয়ান করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার"।

আবার বিয়ে সম্বন্ধে ইসলামে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। বহু বিবাহ সম্বন্ধে অনেক বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যেমন ছুরাহ নিসা এর প্রথম দিকেই বলা হয়েছে,

"আর তোমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনদের ওপর সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে"।

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে অর্থাৎ ছুরাহ নিসা-তে ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কখনোই সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝুলিয়ে রেখ না"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিবাহ, বহু বিবাহ, তালাক, স্ত্রীদের অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে ইসলামী বিধি-বিধানে যথেষ্ট কঠোরতা প্রতিভাত হয় যা কিনা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য কল্যাণকর বিশেষ করে নারী সমাজের জন্য বিশেষভাবে কল্যাণকর। এসব নির্দেশ মেনে চললে এবং অমান্য করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে আমাদের নারীদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না, অথচ সর্বত্র এর উল্টো কথাটাই প্রচার করা হচ্ছে-প্রচার করা হচ্ছে ইসলামের কারণে বহু বিবাহ হচ্ছে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে, নারীদের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে ইত্যাদি যা একেবারে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। এত সব বুঝার পরও কি আমরা ইসলামী বিধি-বিধান অর্থাৎ কোরআন-ভিত্তিক সংবিধান এর পথে না এগিয়ে পারি?

❑ ক্রিমিনাল আইন ঃ

ক্রিমিনাল আইন বিষয়ক ইসলামী বিধি-বিধানগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে বুঝতে পারবো যে সমাজ থেকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ সমূলে দূরীভূত করার জন্যই এসব আয়াত নাযেল হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধীয় আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

চুরি সম্পর্কিত ঃ আইন সংক্রান্ত অনেক সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী কোরআনে নাযিল হয়েছে যেগুলোর ভাব অথবা শব্দার্থ নিয়ে কোন প্রকার সংশয়, সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই, যেমন সুরাহ মায়েদাহ-তে ৩৮ নং আয়াতে চুরির শাস্তি হিসেবে সরাসরি নির্দেশ এসেছে,

"যে কেউ চুরি করবে, চাই সে পুরুষ কিংবা নারী হোক, তোমরা তাদের হাত দু'টো কেটে ফেল। এ হচ্ছে তাদের কর্মফল। আল্লাহর কাছ থেকে উচিৎ শিক্ষা হিসেবে, যা তারা কামাই করছে তারই ফল। আল্লাহ মহান পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী"।

এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ পালন না করার মধ্যে আমাদের কোন যুক্তি থাকতে পারে না-অথচ আমরা নানা যুক্তি খাড়া করতে চাই, নানা অপব্যাখ্যা এর দিতে চাই। ফলে নির্দেশটি কার্যকর হচ্ছে না। বলা হয়ে থাকে তা হলে বিকলাঙ্গ লোকের ভারে সমাজ হিমশিম খাবে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না, যে সব দেশে এ আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তাদের জন্য এটা কোন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়নি। আল্লাহর নির্দেশ মানতে হলে তা

www.pathagar.com

পূর্ণভাবেই মানতে হবে, দু'চারটা ভুল-ভ্রান্তি হলে তার জন্য তওবা করে মাফ চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু আমরা করছি অন্য রকম, দু'একটা ইসলামী অনুশাসন মানছি, কিছু কিছু আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলছি যেমন কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করছি (পরে হয়তো পুরো অনুষ্ঠানে ইসলাম বর্হিভূত কাজই করা হচ্ছে) কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলাম মানার যে অর্থ সেটা হচ্ছে না। এটা অনেকটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি? এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে যে হঠাৎ করে কোন একটি ইসলামী আইন প্রয়োগ সঠিক হবে না যতক্ষণ না অন্যান্য আইন পরিবর্তন করা হয় এবং সার্বিকভাবে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা না হয়। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য এমনভাবে বলা যেতে পারে যে সমাজে জুয়া, মদ, পতিতালয় ইত্যাদির মত জঘন্য কাজ আগে বন্ধ না করে শুধু চুরির দায়ে হাত কাটার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অসুবিধার সম্ভাবনা কেননা অনেকে এসব অপকর্মের কারণে চুরির মত ঘৃণ্য কাজে এগিয়ে আসছে। এসব ব্যাপারে ভাববার কথা সমাজের যারা কর্ণধার তাদের, যারা দেশ শাসন করে তাদের, যারা আইন প্রণয়ন করেন তাদের। যেনতেন করে ভাবলে কোন কাজ হবে না, এর জন্য চাই একটা সামগ্রিক চিন্তা-পরিকল্পনা এবং দৃঢ়তাপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

<u>মদ,জুয়া ও পাশা খেলা ঃ</u> সুরাহ মায়দাহ-তে ৯০ এবং ৯১ নং আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ-তায়লা মানুষকে কয়েকটি অতি পরিচিত পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন যেগুলো করলে আমাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা কেননা এসব পাপ কাজ একবার শুরু হলে ক্রমে ক্রমে এর মাত্রা বেড়েই চলে এবং একটা পাপ অন্য একটা পাপ ও অন্য এক ধরণের পাপের জন্ম দেয়। এ দু'টো আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন-মদ,জুয়া,মূর্তি ও পাশা খেলা-এসব হচ্ছে শয়তানের জঘন্য কাজগুলোর মধ্যে শামিল। তোমরা এসব কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলো, যেন তোমরা মুক্তি লাভে সক্ষম হও। শয়তানের ইচ্ছাই তো হলো এই যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হোক-মদ ও জুয়ার কারণে আল্লাহর যিকির হতে ফিরিয়ে রাখতে, নামায থেকে ফিরিয়ে রাখতে। সুতরাং এখন তো এসব কাজ থেকে তোমরা বিরত হবে"।

এখানে আমরা একটু চিন্তা করলেই লক্ষ্য করবো যে আল্লাহ জঘন্য কয়েকটি পাপ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, আবার সংক্ষিপ্ততার সাথে সাথে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে আমাদিগকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শয়তান এসব কাজের জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে যাতে করে মানুষ

www.pathagar.com

আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে আসে, নামায থেকে বিরত হয়। আল্লাহর পথ থেকে দূরে চলে গেলে এবং নামায ও আল্লাহর যিকির থেকে সরে এলে আমাদের ক্ষতি হয় সেটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হবার কথা নয়। এখানে সংক্ষিপ্ততা ও সরলতা সহকারে আল্লাহ আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন যেগুলো সম্বন্ধে আমরা সবাই অল্প বিস্তর ওয়াকেবহাল। আমরা প্রায় সবাই উপলব্ধি করতে পারি, শুধু উপলব্ধি কেন চাক্ষুষভাবে আমরা অনেকে প্রত্যক্ষ করেছি কেমন করে মানুষ মদ,জুয়া,পাশা খেলা ইত্যাদির মোহে পড়ে একে একে সব কিছু হারিয়েছে। শুধু ইহলৌকিক বা পার্থিব জিনিসপত্রই যে খুইয়েছে তা নয় বরং এসব পাপের ফলে তারা আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকেছে এবং যাবতীয় প্রার্থনা থেকে দূরে থেকেছে। ফলতঃ তারা পরকালীন জীবনও বরবাদ্ করে ফেলেছে। তাই আল্লাহ-তায়লা এ দু'টো আয়াতের মাধ্যমে খুব সহজভাবে ও খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন আমরা এসব দুরাচার থেকে দূরে সরে গিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারি।

<u>ব্যভিচার ঃ</u> ব্যভিচার ও আনুষংগিক কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ-তায়লা কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং মহা-শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। আজকের সমাজে ব্যভিচার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং আনুষংগিক কাজ-কর্ম আরো জঘন্যরূপ ধারণ করেছে। কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

"জ্বিনার কাছে যেও না; এ অশ্লীল আর মন্দ পথ"। ১৭ ঃ ৩২

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে,

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশত কষা মারবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে ওদের ওপর দয়া-মায়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"।
ছুরাহ নূর ঃ ২

একদিকে যেমন ব্যভিচারের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আবার অন্যদিকে মিথ্যারোপ করে কোন নারীর যেন মর্যাদাহানী না হয় তারও ব্যবস্থা আল্লাহ করছেন যেমন বলা হয়েছে,

"যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ও স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদের আশিবার কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য নেবে না-এরাই তো সত্যত্যাগী। যদি এরপর ওরা তওবা করে ও নিজেদের কাজ সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু"।
ছুরাহ নূর ঃ ৪-৫

www.pathagar.com

এসব আয়াতের ওপর ভিত্তি করে যদি ব্যভিচার ও অন্যান্য যৌনাচার এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধি-ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে কারোর কি কোন অসুবিধা হবে, একমাত্র দুরাচার কিছু লোক ছাড়া ? কিন্তু আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবছি না। ফলে আমরা দেখছি নানা সামাজিক ব্যধি, যার মধ্যে ধর্ষণ,যৌন-পীড়ন ব্যাপক হারে সমাজকে কলুষিত করে ফেলছে। কোরআন-ভিত্তিক কড়াকড়ি আইন প্রয়োগ না করার ফলশ্রুতিতে আজকে আমাদের সমাজে 'লিভিং টুগেদার' এর মত দুষণীয় কাজ প্রকাশ্যে হচ্ছে। কিন্তু কোরআনের আইন মোতাবেক আমরা বিধি-বিধান রচনা করলে এবং সেগুলোর যথার্থ প্রয়োগ ঘটলে এসব সমস্যার সুরাহা হবে নিশ্চয়। এক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন তা হলো আমাদেরকে কোরআন-ভিত্তিক সংবিধান রচনা করতে হবে এবং তা হলেই ইসলামী আইন-কানুন প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

❑ অর্থনৈতিক সুবিচার ঃ

ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে-এ দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ্-তায়লা যা তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যই। মানুষ এসব সম্পদ থেকে নিজের জীবিকার সন্ধান করতে পারে অন্যের অধিকার নষ্ট না করে। ইসলামী অর্থনীতির মূল দু'টি স্তম্ভ হচ্ছে সুবিচার ও সততা। সৃষ্টির আদিকালের সময় এর কথা চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে পৃথিবীতে প্রথম যখন মানুষ বসবাস শুরু করে তখন সকল জিনিস সকল মানুষের জন্য সমানভাবে বৈধ ছিল। অতএব কোন কোন ব্যক্তি সে সব সম্পদের কিছু কিছু অংশ নিজের আওতায় এনে কোন না কোন প্রক্রিয়ায় নিজের জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলে এবং সেটাই তখন তার আওতাধীন সম্পদে পরিণত হয়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা বৈধ বলে বিবেচিত। পরবর্তীতে শরীয়ত পন্থায় এ সব সম্পদ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে হাতবদল হয়েছে। বৈধভাবে সম্পদ অর্জন বা ব্যবহারে ইসলাম বাধ সাধে না। আগেই বলেছি ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে সুবিচার ও সততা। সুবিচার ও সততা সম্বন্ধে শরীয়া ভিত্তিক আইন-কানুন, নির্দেশনা যেমন রয়েছে তেমনি একজন সাধারণ বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিজেও বুঝতে পারেন কোনটা সুবিচার প্রসূত ও সততার উপর ভিত্তি করে রচিত।

সুবিচারের খাতিরেই ইসলামে নির্দেশ আছে অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ দখল না করতে, এতীম ও বিধবাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাগিদ এসেছে, সম্পত্তি বন্টনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, আছে যাকাত প্রদানের কথা, বায়তুল মাল গঠনের বিষয়, হারাম করা হয়েছে সুদ, ঘুষ, চুরি ইত্যাদিকে এবং অনেক ধরণের ব্যবসাকে হারাম করা হয়েছে। এসব নীতি মেনে চললে

www.pathagar.com

দারিদ্রের ডিগ্রী কমে আসবে। তাই বলে সবাই সমান হয়ে যাবে এমনটি নয়। কারণ আল্লাহর বিধানই এমন যে সবাই সমান হবে না যেমন কোরআনের ছুরাহ শুরা এর ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদের ভালো করেই জানেন ও দেখেন"।

সুতরাং দারিদ্র বিমোচন করে সকলকে সমানভাবে সম্পদশালী করে তোলা হবে এমনটি আশা করা ঠিক হবে না। আমাদের শুধু দেখতে হবে যে আমরা সততার সাথে সুবিচার, কর্তব্য ও দয়া প্রদর্শন করছি কি না। আমরা যদি আর্থিক বিষয়ে সুবিচার ও সততা রক্ষা করি তবে আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইয়েরা আর্থিক দূর্গতি থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আমাদেরকে তাই সচেতন হতে হবে যে,

(ক) আমরা ঘুষ নেবো না, ঘুষ দেবো না ;
(খ) অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করবো না ;
(গ) প্রকাশ্যে বা গোপনভাবে কাউকে ঠকাবো না ;
(ঘ) আমানত নষ্ট করবো না ;
(ঙ) আল্লাহর নির্দেশ মত যাকাত, ফিতরা, সদকা প্রদান করবো এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের হক আদায় করবো ;
(চ) সুদী কারবার করবো না এবং কোন প্রকার অবৈধ ও শরীয়া বিরোধী ব্যবসায়ে নিজেকে জড়াবো না।

ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী স্পিরিট (Spirit) জাগ্রত করা। শুধু নামে মুসলমান হলে চলবে না, মনে-প্রাণে মুসলমান অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী হতে হবে। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী না হলে কোন ইসলামী কর্মকান্ডই করা সম্ভব হবে না। ইসলামিক স্পিরিট অর্জন করতে হলে সব সময় আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যেগুলো কোরআনে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেমন,

(১) আসমান ও দুনিয়া এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু রয়েছে সবকিছুরই স্রষ্টা ও মালিক মহান আল্লাহ-তায়লা,
(২) জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং মানুষ ও সকল প্রাণীকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে আল্লাহর দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে ;

www.pathagar.com

(৩) জীবন-বিধান হিসেবে আল্লাহ্ আমাদের জন্য রাসুল (সঃ) এর কাছে পবিত্র কোরআন পাঠিয়েছেন যার সীমার বাইরে যাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ ;

আসলে ৩ নং বিষয়টি অর্থাৎ কোরআনের কথা স্মরণ রাখলেই অন্য সব বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব। এভাবে একটা ইসলামিক স্পিরিট তথা সার্বিক ইসলামিক পরিবেশ ও আমেজ সৃষ্টি করতে না পারলে ইসলামী অর্থনীতি বা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব সরকারের আর তেমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সরকার ধর্ম-নিরপেক্ষ হলে, শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম-নিরপেক্ষ হলে, আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় ধর্ম-নিরপেক্ষ হলে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ হলে আমরা সব কিছু অর্জন করতে পারলেও ইসলামী পরিবেশ ও আমেজ সৃষ্টি করতে পারবো না।

এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলোর নির্দেশ মেনে চললে ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যগুলো হাসেল হতে পারে এবং দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হবে ঃ

- *'আল্লাহ বেচা কেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন'।* ২ ঃ ২৭৫
- *'আর মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ কর না'।* ২ ঃ ১৮৮
- *'যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী'।* ৮ ঃ ৩
- *'দানশীল পুরুষ ও নারী যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী ও তাদের জন্য রয়েছে মহা-পুরস্কার'।* ৫৭ ঃ ১৮

এ সব নির্দেশ ও উপদেশগুলো যদি আমরা মনে রেখে যাবতীয় কর্মকান্ড সমাধা করি তবে আমাদের পক্ষে বিশেষ কোন আর্থিক অনিয়ম করা সম্ভব নয়।

সমাধান কোরআন ভিত্তিক সংবিধানে ঃ

যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামী বিধি-বিধান মতে চললে কারোর কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় বরং এসব নির্দেশ পারস্পরিক সুবিধা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ-তায়লা কোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। আমাদের এখন দৃঢ়

www.pathagar.com

বিশ্বাস জন্মেছে যে কোরআনের নির্দেশ ও উপদেশসমূহ মানব জাতির জন্য অতিশয় কল্যাণকর এবং সত্যিকার অর্থে এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। বিধি-বিধান, উপদেশ ও নির্দেশ ইত্যাদি কোরআনের মধ্যে লিখা থাকলেও আমাদের কোন উপকারে আসবে না যতক্ষণ না আমরা এসব নির্দেশের আলোকে আমাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করি। কোরআনের নির্দেশাবলী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে হলে সেই মোতাবেক আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে এবং সেইরূপ আইন-কানুন ও বিধি-বিধান চালু করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সংবিধান রচনা করতে হবে। ইসলামী সংবিধান রচনা করতে হলে কোরআনকে মহা-সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

[৩]

সংবিধান সম্বন্ধে

মহা-পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে মন্তব্য, যুক্তি, তর্ক উপস্থাপন করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই সংবিধান সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা নিতে হবে, তবেই আমরা বুঝতে পারবো যে কোরআনকে একটা সংবিধান হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে সুবিধা-অসুবিধা কি কি। সাধারণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে অনেকগুলো বিধান এর সমাবেশ যে সব বিধান বা আইন মানুষ সময়ে সময়ে তৈরী করে থাকে নিজেদের স্বার্থে সমষ্টিগত চিন্তা থেকে। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, তাই তারা একা এবং বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না-এটা তাদের স্বভাবজাতও নয়। তাদেরকে স্বভাবজাত কারণে এবং প্রাকৃতিক নানা প্রতিকূল অবস্থা সামলানোর জন্য একত্রে সমাজবদ্ধভাবে থাকতে হয় এবং তারা এরূপ সমাজবদ্ধভাবে থেকে আসছে সেই আদিকাল থেকে। একত্রে একসাথে সমাজগতভাবে বসবাস করার ফলে নানা রকম সুবিধা আছে, সেই আদিযুগের কথা থেকেই শুরু করি যখন মানুষ একেবারে অসহায় অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ মানুষ জানতো না কোন যন্ত্রের ব্যবহার, আবার যন্ত্র ছাড়া একক শারীরিক শক্তি দিয়ে যে সব কাজ সমাধা করতে পারতো না যেমন খাদ্যের জন্য একটা গরুকে জবাই করা বা তাকে টেনে আনা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হতো। তেমনি নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থায় মানুষ একা একা ভয় পেত, কিন্তু একাধিক ব্যক্তি একসাথে থাকলে ভয় পেতো কম যেমন ঝড়ের সময়, প্রচন্ড তুষারপাতের সময়। তাছাড়া বন্য পশু-পাখি ইত্যাদি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যও মানুষকে একত্রে থাকতে হতো। তাই দেখা দিল দলগতভাবে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা, ছোট ছোট দল থেকে সৃষ্টি হলো বড় দল ,গঠিত হলো সমাজ। সমাজের মধ্যে একে অন্যকে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে মানুষ নিজের এবং সমষ্টিগতভাবে সকলের উন্নতি সাধন করতে করতে আজকের এ অবস্থায় পৌচেছে। এভাবে গঠন হলো জাতি,দেশ এবং দেশ শাসনের জন্য সরকার।

কিন্তু সমাজ জীবন এত মসৃনভাবে কখনো চলেনি এবং আজকের যুগেও চলছে না। আগের যুগে সমাজ চলতো মানুষের তৈরী নিয়মাচার ও

www.pathagar.com

রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে যা প্রায়ই লিখিত আকারে ছিল না। কিন্তু সমাজ যখন বড় হতে হতে দেশ এর সৃষ্টি হলো তখন দেখা দিল লিখিত আইনের প্রয়োজন। দেশ শাসন করার জন্য প্রয়োজন হলো প্রশাসন বাবস্থা, বিচার বাবস্থা,বন্টন বাবস্থা, অধিকার প্রশ্ন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, হিসাব সংরক্ষণ ও জবাবদিহীতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর আইনের রূপরেখা প্রণয়ন। এটা যে কিতাবে লিখা থাকে তাকেই আমরা সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে জানি। সংবিধানে এসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে এবং এসব বিষয়ে যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া থাকে। সংবিধানের এ সব বিধান এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এরূপ আইন সময়ে সময়ে পাশ করা হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনে সংঘাতবিহীনভাবে বা সংঘাত এড়ানোর জন্য এবং সংঘাত হলে এর প্রতিকারের জন্য নানা প্রকার আইন প্রণয়ন করে থাকে। এসব আইন প্রণয়ন করারও একটা আইন আছে এবং সেই আইন মোতাবেকেই আইন প্রণয়ন করা হয়। এটাই হচ্ছে বর্তমান কালের সংসদ বা পার্লামেন্ট। আইন পাশ করাই সব কথা নয়-আইনের প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা, কর্মচারী ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে যাকে বলা হয় নির্বাহী বিভাগ। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বা আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলোর সুরাহা হওয়া জরুরী নচেৎ আইনের শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার জন্য, সমাধান দেওয়ার জন্য, সুবিচার কায়েমের জন্য একটা বিভাগ থাকে যার নাম হচ্ছে বিচার বিভাগ। এগুলো অনেক আগে থেকেই দেশে দেশে নানাভাবে চালু রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন,পরিবর্ধন হতে হতে একটা সুষম অবস্থায় এসে ঠেকেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আইনের শাসন কায়েম করার জন্য সকল দেশে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের অস্তিত্ব বেশ জোরালো ভিত্তির উপর স্থাপিত।

সংবিধানের অন্যতম একটা প্রধান কাজ হচ্ছে আইনের শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে কর্মের পরিধি ঠিক করে দেওয়া যাতে করে সকল অঙ্গই দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বটুকু সমাধা করতে অসুবিধার সম্মুখীন না হন। তিনটি বিভাগই যেন স্বাধীনভাবে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সংবিধান সুনির্দিষ্টভাবে বিধি-বিধান ও নির্দেশনা প্রদান করে। সংবিধান আছে বলেই সমাজ একটা শৃংখলাবদ্ধ জীবন-যাপন করতে বাধ্য এবং সেই বাধ্য-বাধকতা পারস্পরিক সুখ ও শান্তির খাতিরেই।

www.pathagar.com

মূল বিষয়গুলো ঃ

সংবিধানের মূল বিষয়বস্তু ঠিক হয়ে থাকে বাস্তবতার নিরীখে,-মানুষ দেশে দেশে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ করে আসছে কখন, কি কারণে, কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে মানুষে-মানুষে, গোত্রে-গোত্রে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সংঘাত ঘটে। জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাই সব সময় চেষ্টা করেছে যেন সেই সংঘাত বন্ধ করা হয়, যেন ভবিষ্যতে এরূপ সংঘাত আর না ঘটে। এরই প্রেক্ষিতে মানুষ বিভিন্ন আইন-বিধানের কথা ভেবে সেই হিসেবে আইন প্রণয়ন করে আসছে। আইনকে কিভাবে বলবৎ করা হবে মানুষ সেটাও চিন্তা করেছে, আইনের লংঘন হলে তার প্রতিবিধানের জন্য আবার একটা আইন করেছে। শুধু যে সংঘাত এর প্রতিষেধক যা প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই আইন প্রণয়ন করে তা নয়, বরং এমন সব আইনও প্রণয়ন করা হয় যার দ্বারা মানুষ পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এসে একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে দেশ ও সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

সংবিধানের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

(ক) দেশ,দেশের ভাষা, লোক, সীমানা, রাজধানী, নাগরিক ইত্যাদি,
(খ) রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি সমূহ যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র,রাজতন্ত্র ইত্যাদি,
(গ) আইন প্রণয়ন, শাসনতন্ত্র পরিবর্তন, আইন সভা ইত্যাদি,
(ঘ) নির্বাহী বিভাগ — মন্ত্রী পরিষদ, আইন-শৃংখলা, কর্ম কমিশন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
(ঙ) বিচার বিভাগ, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট,নিম্ন আদালত
(চ) জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও তার মোকাবেলা
(ছ) মৌলিক অধিকার

সংবিধান হচ্ছে উপরোক্ত বিষয়ের উপর আইন এবং এ ব্যাপারে আরো আইন প্রণয়ন করার আইনগত ভিত্তি ও পথ-নির্দেশ।

কোরআন কি সংবিধান ঃ

'কোরআন আমাদের সংবিধান' এমন একটা কথা শুধুমাত্র দেওয়ালে লেখা একটা শ্লোগান মাত্র হিসেবেই দেখে আসছি। এর চেয়ে বেশী কিছু দেখা গেছে বলে মনে হয় না। এটা সত্য যে সনাতন অর্থে কোরআনকে অবশ্যই বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে নাযিল করা হয়নি ,শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর কোন দেশের জন্যই এটাকে সংবিধানরূপে প্রেরণ করা হয়নি।

www.pathagar.com

আবার অন্যদিকে এটাও সত্য যে কোন বিশেষ দেশের জন্য সংবিধানরূপে নাযিল না হলেও পবিত্র কোরআনকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য শাসন বিধান হিসেবেই নাযিল করা হয়েছে মহান আল্লাহর তরফ থেকে। যেহেতু বাংলাদেশ পৃথিবীর বাইরের কোন দেশ নয় এবং প্রচন্ডভাবে মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই কোরআনকেই শাসন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যেটা প্রয়োজন তা হলো আমাদেরকে সর্বোতভাবে স্বীকার করে নিতে হবে যে আমাদের সকল বিধান-আইন ও কর্ম পদ্ধতি হতে হবে কোরআনের মৌলিক বিধান এর প্রেক্ষিতে।

পবিত্র কোরআনেই বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে এটা (কোরআন) মানুষের জন্য পথ-নির্দেশ যেমন সুরাহ্ জাসিয়া এর ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"এ মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল আর নিশ্চিতবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও অনুগ্রহ "

একই সুরে সুরাহ্ আল-ইমরান এর ১৩৮ নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই এমন বর্ণনা ঃ-

"এ মানব জাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শিক্ষা "

কোরআন মহাসংবিধান ঃ

এসব আয়াত পর্যালোচনা করলে আমরা একটা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারি,-সেটা হচ্ছে মহান আল্লাহ-তায়লা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে পথ-প্রদর্শনমূলক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন যার সফল ও সর্বোৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণরূপ হচ্ছে কোরআন। কোন দেশের সংবিধান মানেই সেই দেশের আইন নয়। আইন সংক্রান্ত বিস্তারিত অনেকগুলো বই থাকে যেখানে বিভিন্ন রেগুলেশন , এ্যাক্ট ,বিধি, রুলস, কার্য-প্রণালী বিধি ইত্যাদি লিখা থাকে। সংবিধানে এমনি করে বিস্তারিতভাবে লিখা থাকে না, সংবিধানে যেটা লেখা থাকে তা হচ্ছে দিক-নির্দেশনা এবং সেই সব দিক-নির্দেশনার আলোকে বিস্তারিতভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়। তেমনিভাবে আমরা বলতে পারি কোরআন কোন আইনের কিতাব নয় কিন্তু সকল আইনের উৎপত্তিস্থল যদি আমরা কোরআন ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করে থাকি। সুতরাং কোরআন সংবিধান নয় কিন্তু সংবিধানের জনক, উৎপত্তিস্থল এবং প্রধান ও একমাত্র দিক-নির্দেশক। এ অর্থে কোরআনকে আমরা বলতে পারি মানব জাতির জন্য সুপার-সংবিধান বা মহাসংবিধান এবং এটা শুধু বিশেষ কোন দেশ,জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নাযিল হয়নি বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন দায়িত্ব মানুষের, কে এটাকে

www.pathagar.com

কিভাবে মেনে চলবে। যারা মেনে চলতে পারবে তারা সফলকাম হবেন আর না মানলে ইহকাল-পরকাল দু'সময় ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অনেকে মনে করে থাকেন যে আজকের এ বিজ্ঞানের যুগে, গতিশীল পৃথিবীতে, বিভিন্ন মত-ধারা ও মুক্ত মন ও মানসিকতার মানুষদের জন্য কোরআনকে সংবিধান হিসেবে অথবা কোরআনের আলোকে রচিত আইন দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাদের মত অনেকটা সেই রকম যেমন আমরা অনেক শক্ত-সামর্থ লোকও মনে করি যে রোযা রাখা কষ্টকর, রোযার পরে আবার তারাবীহ নামাজ শরীরগতভাবে অসম্ভব, ভোরে ঘুম ত্যাগ করে ফজরের নামাজ পড়া শারীরিকভাবে অসম্ভব, মধ্যরাতে সেহেরী খাওয়া চরম কষ্টকর ও স্বাস্থ্যহানীকর। অথচ একবার যদি ভেবে দেখি যে বৃদ্ধ ধার্মিক লোকজন এসব কাজগুলো সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে করে যাচ্ছে-তাঁদের কোন কষ্ট হচ্ছে না, স্বাস্থ্যহানী ঘটছে না কেননা তাঁরা মানসিকভাবে প্রস্তুত। কষ্ট হচ্ছে শক্ত-সামর্থ স্বাস্থ্যবান ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন মানুষদের কেননা তারা মানসিকভাবে ধার্মিক নয়, মুত্তাক্বীন নয় এবং আসলে এরা ইসলাম সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান রাখে না বা জ্ঞান রাখার সুযোগ পায়নি। কোরআনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে এবং সেই মোতাবেক আইন প্রণয়ন করতে মোটেই কষ্টকর হবে না, উন্নয়নের পথে এটা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না যদি আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলাম-মনা হই এবং প্রকৃত অর্থে ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালাই,-যেটা প্রয়োজন সেটা হলো মানসিক প্রস্তুতি এবং ইসলাম, কোরআন, হাদীস ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার সচেষ্ট প্রয়াস এর উপস্থিতি।

বাংলাদেশের সংবিধান ঃ

সংবিধান সম্বন্ধে আমরা ইতোমধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি-এখন দেখবো বাংলাদেশের সংবিধানে এমন কোন কোন বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো কোরআনের মূল নির্দেশ মোতাবেক সহজেই এবং সরাসরি রূপান্তরিত করা যায়, আবার এমন কোন বিষয় আছে কি যেগুলোকে কোনভাবেই কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক সরাসরি তো নয়ই, এমনকি পরোক্ষভাবেও পুনর্লিখন সম্ভব নয় অথবা পুনর্লিখনের প্রয়োজনও নেই। ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি এবং সাথে সাথে বুঝতে চেষ্টা করবো যে এগুলোকে কোরআনের আলোকে পুনর্বিন্যাস করা যায় কিভাবে।

www.pathagar.com

[৪]

প্রস্তাবনা

প্রায় সব দেশের সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনা অংশ দেখা যায়। হয়ে থাকে যে ১৭৮৭ সালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সংবিধান করেন তখন তাতে প্রস্তাবনা অংশ ছিল এবং সেই থেকেই এখন প্রা সংবিধানেই এটা লক্ষ্য করা যায়। শুধু সংবিধান কেন, বিশেষ বিশেষ চুক্তিনামা, দলিল বা মেমোরেন্ডাম ইত্যাদিতে প্রস্তাবনা অংশ পরি হচ্ছে।

প্রস্তাবনা অংশ হচ্ছে মূলতঃ ভূমিকা বিশেষ এবং এই ভূমিকা এমন কিছু লেখা থাকে যা পড়লে বুঝা যায় এটি কোন ধরণের দলি চুক্তিনামা, এটা গ্রহণের প্রয়োজন কি এবং এটি কোন উদ্দেশ্যে প্রস্তাবনা অংশকে অনেকে সংবিধানের মূল দিক-নির্দেশনার উজ্জ্বল বলে মনে করে থাকেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রস্তাবনা অংশ বিদ্যমান-এটি একটি ছোট কিন্তু সংবিধানের কথাগুলো বলার প্রচেষ্টা এখানে আছে। বাংলা সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ সংবিধানের উৎস ও উদ্দেশ্য খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে এই প্রস্তাবনা অংশে ইসলামী বিধি-বিধান এর বিশেষ অংশ সংযোজন করা প্রয়োজন কিনা এবং তা সম্ভব কিনা? সম্ভব প্রশ্নটি উঠেছে এই জন্য যে সাধারণভাবে বলা হয় যে প্রস্তাবনা অংশে প্রকার সংশোধনী আনা সমীচীন নয়। আবার এ সম্বন্ধীয় মামলার রা মতামত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে যেহেতু প্রস্তাবনা অংশ সংবিধা অংশবিশেষ তাই এর সংশোধনীও আনা যেতে পারে ----। আমাদের ব প্রচেষ্টা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে কোরআনের আলোকে ছে সংশোধনী এনে বা কিছু অংশ সংযোজন করে কিছুটা হলেও ইসলামি সম্ভব কিনা। সুতরাং এই অংশেও আমরা চাই কোরআনের আে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে এর আগেও কিছু কিছু প আনা হয়েছিল যেমন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' শব্দগুলো যোগ হ 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' শব্দগুলোর পরিবর্তে "

www.pathagar.com

স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে" ; কথাগুলো এইভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে,

"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে" ;

এ পর্যায়ে আমরা দেখতে চাই ইসলামী আইন বলবৎ করার বিষয়টি প্রস্তাবনা অংশে সংযোজিত করা যায় কিনা। তৃতীয় প্যারায় 'আইনের শাসন' কথাটির আগে 'ইসলামী' শব্দটি যোগ করতে চাই এবং সেক্ষেত্রে প্যারাটি এভাবে লিখা হবে,

"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা — যেখানে সকল নাগরিকের জন্য ইসলামী আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"।

www.pathagar.com

[৫]

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ 'বাংলাদেশ'কে দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা, জাতীয় সংগীত, রাজধানী, নাগরিকত্ব, সংবিধানের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা দেওয়া হয়েছে। তবে এসব বিষয়ের ঘোষনা দেওয়ার সময় মুসলমানদের সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে রাখা হয়েছে বলে মনে হয় না যদিও পরবর্তী এক পর্যায়ে ২ক অনুচ্ছেদে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আমরা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে ঘোষনা দিতে পেরেছি-এ কাজে আমরা যারা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পেরেছি তারা অবশ্য আল্লাহ্র রহমত পাবার যোগ্য বলে আমরা মনে করি। অন্যান্য যে সব বিষয়ে ইসলামী অংশ জুড়ে দেওয়া সম্ভব সেগুলো সীমিত আকারে এখানে আলোচনা করা হলো।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

এখানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যা যে কোন নাগরিকের একান্ত মনের কথা। এখানে আরো বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ হবে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ অর্থাৎ দেশের সব কিছু জনগণকে ঘিরে আবর্তিত হবে। যে কর্মকান্ডই গ্রহণ করা হোক না কেন তা হবে রাষ্ট্রের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে।

এখানে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়-সেটা হচ্ছে শুধু 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' না বলে 'ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' উল্লেখ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। নিম্নোক্ত কারণগুলোর ফলে এটা যুক্তিপূর্ণ হচ্ছেঃ-

(ক) সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে"।

রাষ্ট্রীয় ধর্ম যদি ইসলাম হয়ে থাকে (সাংবিধানিকভাবে হয়েই আছে) তবে রাষ্ট্রীয় সকল কাজ-কর্ম, আইন-কানুন ও রীতিনীতি পরিচালিত হবে ইসলামী নির্দেশাবলীর আওতায়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে ইসলাম ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন অবকাশ নেই অর্থাৎ ধর্ম-নিরপেক্ষতার কোন স্থান এখানে নেই। তাই যদি হয় তবে নামের মাধ্যমেই ইসলামী ভাবধারার উন্মেষ ঘটাতে হবে। তাই 'ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামটা সকলের কাছে আদরণীয় হবে সেটাই স্বাভাবিক।

(খ) আবার আমরা দেখি যে, আমাদের পবিত্র সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

"সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি"।

যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল চালিকা-শক্তি সেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত কোরআনের বিধি-বিধান ও রাসুলের সূন্নাহ-ই হবে আমাদের যাবতীয় আইন-কানুনের ভিত্তি। মহান আল্লাহ-তায়লা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন,

"এ (কোরআন) মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও অনুগ্রহ" (সুরাহ জাফিয়া ৪৫ ঃ ২০)।

www.pathagar.com

আমরা অবশ্যই মানি ও বিশ্বাস করি যে, কোরআন মহান আল্লাহ-তায়লার তরফ থেকে মানুষের হিদায়েতের জন্য নাযিল হয়েছে। তা হলে কোরআনকে জীবন-বিধান হিসেবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন-বিধান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তা হলে আমরা আমাদের এ সুন্দর, ছোট্ট দেশটার পরিচয় আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ও জীবন-বিধান এর পরিচায়ক হিসেবে দুনিয়ার বুকে পরিচয় করে দেব না কেন, বিশেষ করে যে দেশে ৮০-৮৫% মানুষ মুসলমান। যদি দেশটাকে ইসলামী ভাবধারার নমুনা হিসেবে তুলে ধরতে কুন্ঠাবোধ করি তবে যে আমরা বললাম 'ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ধর্ম' এবং 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি' — এ কথাগুলো আমাদেরকে শুধু ব্যঙ্গই করবে। মূখে এক কথা, বিশ্বাসে ও বাস্তব কর্মকান্ডে অন্যরকম-এটা তো মহা-মুনাফেকী, আর মুনাফেক এর শাস্তি অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

সুতরাং আমরা এ অনুচ্ছেদটিতে সামান্য একটা শব্দ যোগ করে লিখতে পারি -

"বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হইবে"।

www.pathagar.com

২(ক) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।

২(ক)-এ বর্ণিত বিষয়টি আমাদের সংবিধানে প্রথম অবস্থায় সন্নিবেশিত ছিল না। পরবর্তীতে, বলা চলে অনেকটা অস্বাভাবিক দেরীতে বিষয়টি সংবিধানে স্থান পায়। দেরীতে হলেও যারা কাজটি করেছেন তাঁরা বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠী অর্থাৎ প্রায় ৮৫% জনসংখ্যার বাহাবা পেয়েছেন বলেই আমার ধারণা। যে দেশের ৮০-৮৫ শতাংশ জনগণ মুসলমান সে দেশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম এবং সেজন্যই এ ব্যাপারে এত বিলম্ব।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম বাংলাদেশে শান্তিতে পালন করতে পারবেন এরূপ একটা সাংবিধানিক গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। এতে করে অন্যান্য ধর্মের লোকজন নিশ্চয় আশ্বস্ত হবেন। তাদেরকে আরো বেশী আশ্বস্ত করার জন্য বলা যেতে পারে যে, ইসলাম ধর্ম যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে অন্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলামই গ্যারান্টি দেয়। তবুও বিষয়টি সংবিধানে বলা ভাল হয়েছে কেননা অন্য ধর্মের লোকজন ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ সম্বন্ধে অবগত নন। তারা মুলতঃ সংবিধানের দিকে মুখ ফেরাবেন। কোরআনেই ঘোষণা করা হয়েছে যে ধর্মে কোন জবর-দস্তি নেই।

ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকার করাটাই সব কিছু নয়, যেটা প্রয়োজন তা হলো কাজকর্ম বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পালনের সময় আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যেন আমরা ইসলাম বিরোধী অথবা ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কোন কর্মকান্ড না করি বা এসব কাজের প্রতি রাষ্ট্রীয় কোন আনুকূল্য বা সমর্থন না থাকে। সংবিধানে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারের উপর দায়িত্ব এসে পড়ে যেন সকল আইন-কানুন, সাংবিধানিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতিসমূহ যথাসম্ভব ইসলামীরূপে ঢেলে সাজানো হয়। বর্তমানে প্রচলিত আইন-কানুন, রীতিনীতিসমূহ পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে এগুলো কতটুকু ইসলাম পরিপন্থী এবং এগুলোকে কিভাবে ইসলামীকরণ করা যায় এবং এসব কাজের জন্য অভিজ্ঞ আলেম সমাজ, সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন নিয়ে পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। কতকগুলো বিষয় যে কোন সাধারণ মানুষের কাছেও ধরা পড়ে যেগুলো অবিলম্বে রদ

www.pathagar.com

করে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য যেমন সুদ প্রথা বাতিল ঘোষণা করে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেওয়া, কোরআনে পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজকর্ম যেমন গণিকাবৃত্তি, মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি বন্ধ করা, অশালীন প্রচার প্রচারণা বন্ধ করা, রাষ্ট্রপ্রধানসহ অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে মুসলমান হওয়া প্রধান শর্ত হওয়া উচিৎ ইত্যাদি নানা বিধি-বিধান অবিলম্বে জারী করা যেতে পারে।

আমরা যদি খুব গভীরভাবে আমাদের সংবিধানকে পর্যালোচনা করি তবে দেখবো যে এর মধ্যে যথেষ্ট ইসলামী উপকরণ ও স্পিরিট বিদ্যমান যেমন,

'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম', 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি'

ইত্যাদির ন্যায় অকুণ্ঠ ঘোষণা। কিন্তু এর পরও আমরা দেখছি যে প্রকৃত কাজ-কর্মে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক অনেক কাজ আমরা করে যাচ্ছি যেগুলো ইসলামী স্পিরিট এর পরিপন্থী। এখন যেটা প্রয়োজন তা হলো প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন ও বর্তমান আইনগুলোকে সংশোধন বা বাতিল করা। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে আমাদের দেশে যদিও পারিবারিক আইন (Personal law) ইসলাম ভিত্তিক রচিত, তথাপি ক্রিমিনাল আইন (Criminal law) বিষয়ে আমরা ইসলামী মূল আইন ও নির্দেশ থেকে দূরে অবস্থান করছি। এখানে চুরির শাস্তি, যেনার শাস্তি, হত্যাকান্ডের শাস্তি ইত্যাদির কথা বলা যায়। চুরির শাস্তি ইসলামে বেশ কঠিন। আমাদের দেশে নানা ধরণের চুরি হয় যেমন সরকারী অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ, ব্যাংকের টাকা নানাভাবে পকেটস্থ করা হয়, বিভিন্ন ধরণের বিলে চুরি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও টেন্ডারে কারচুপি হয়। এসব চুরির বিচার ইসলামী আইনে করা হলে অপরাধীদের হাত কাটা যাবে। কেননা পবিত্র কোরআনের ছুরাহ মায়েদাহ এর ৩৮নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ এসেছে,

"যে কেউ চুরি করবে, চাই সে পুরুষ কিংবা নারী হোক, তোমরা তাদের হাত দু'টো কেটে ফেল। এ হচ্ছে তাদের কর্মফল। আল্লাহর কাছ থেকে উচিৎ শিক্ষা হিসেবে, যা তারা কামাই করেছে তারই ফল। আল্লাহ মহান পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী"।

ইসলামী আইনে বিচার করে অনেক ইসলামী দেশে সুফল পাওয়া গেছে। আমরাও এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারি।

www.pathagar.com

ক্রিমিনাল আইন সম্বন্ধে আরো ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে কোরআনে যেমন ছুরাহ মায়েদায় ৪৫নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"তাদের জন্য আমি তাতে নির্দেশ লিখে দিয়েছিলাম জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত আর সব রকমের যখমের বদলা ঠিক একই হিসেবে। কিন্তু, যদি কেউ তা মাফ করে দেয়, তবে সেটা তো তার জন্য কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক নির্দেশ দেয় না, এমন ধারার লোকগুলোই তো জালিম"।

এমতাবস্থায়, আমরা প্রচেষ্টা নিতে পারি যে, ২(ক) এর ধারাটি নিম্নরূপভাবে লিখার এবং ২(খ) অনুচ্ছেদটি যোগ করতে পারি।

২(ক) "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করিতে হইবে; প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন, বর্তমান আইনের সংশোধন অথবা বাতিল ইত্যাদি কাজ অবিলম্বে হাতে নেওয়া হইবে যে উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ইসলামী আইন কমিটি স্থাপন করা হইবে"।

২(খ) "অপরাধমূলক আইন **(Criminal law)** ইসলামী শরীয়া ও নির্দেশ মোতাবেক প্রণয়ন করিতে হইবে এবং পারিবারিক আইন **(Personal law)** কড়াকড়িভাবে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সাজানো হইবে"।

www.pathagar.com

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা

"প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা" — এ ছোট্ট বাক্যটি আমাদের সংবিধানে সংযোজিত হতে দেখে কার হৃদয় না আনন্দে উল্লসিত হয়? এ বাক্যটি সংবিধানে লেখার জন্যই তো আমাদেরকে অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে পুরস্কার হিসেবে এসেছে শুধু "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা" নয়, এসেছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

সত্যি, মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে আজ রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে পেয়ে আমরা যারপরনাই খুশী-রাষ্ট্রের সব কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে হবে এমন একটা সাংবিধানিক বিধি-বিধান আমাদেরকে অনেক স্বস্তি দিয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনের রেষ ধরে সম্প্রতি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে। এটা ভাষা আন্দোলনের বিশ্ব-স্বীকৃতি। মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অনেক কথা অনেক ভাবে বলার সুযোগ থাকলেও এখানে শুধু কোরআনের আলোকে কথাটি বলতে চাই। পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় এটা প্রকাশ পেয়েছে যেমন ছুরাহ মরিয়ম এর ৯৭নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই,

"আমি তো তোমার ভাষায় এ (কোরআন) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদের সুসংবাদ দিতে পার ও তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার"।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরবী ভাষায় কোরআন নাযিলের অন্যতম কারণ হচ্ছে এর মর্মার্থ রসুলের কাছে ফুটিয়ে তোলা। অন্য ভাষায় কোরআন নাযিল হলে রসুলের (সঃ) পক্ষে এটা বুঝা সম্ভব হতো না এবং সেক্ষেত্রে তিনি জনগণের কাছে সেটা পৌঁছে দিতে সক্ষম হতেন না।

আবার অন্যদিকে সাধারণ জনগণ যেন কোরআন সহজে বুঝতে পারেন সে জন্যও আরবী ভাষায় (মাতৃভাষায়) কোরআন নাযিল করা আবশ্যক ছিল যেমন ছুরাহ তা'হা-য় ১১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"এভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর এতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে ওরা ভয় করে বা ওরা স্মরণ করে"।

www.pathagar.com

স্ব-জাতির ভাষা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ১৪নং ছুরায় চতুর্থ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

"আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্ব-জাতির ভাষা-ভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষা ছাড়া জ্ঞান চর্চা প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়। কিন্তু এর পরও কথা থেকে যায়-এ কোরআন আমাদেরকে বুঝতে হলে আমাদেরকে আরবী জানতে হবে নতুবা এর সঠিক অর্থ বুঝা যাবে না। বাংলা ভাষায় কোরআন পড়তে চাইলেও আমাদেরকে প্রচুর আরবী ভাষা জানতে হবে নতুবা কোরআন বঙ্গানুবাদ হবে কি করে? বাংলা ভাষায় অনূদিত যে সব আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করলাম সেগুলো অবশ্যই কোন না কোন বাংলা-ভাষী জ্ঞানী ব্যক্তি বঙ্গানুবাদ করেছেন যিনি বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষা খুব শুদ্ধতার সাথে শিখেছিলেন। আর যেহেতু কোরআন ছাড়া আমাদের এক পাও চলা সম্ভব নয় সেই কারণে আমাদেরকে কোরআন সম্যকভাবে বুঝার জন্য আরবী ভাষা কিছুটা হলেও শিখতে হবে। কোরআন তেলওয়াৎ এর ফজিলত সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনেই বলা হয়েছে,

"সুতরাং সহজভাবে যতটুকু পারা যায় কোরআন শরীফ থেকে ততটুকু — তিলওয়াৎ করতে থাকুন। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর কেউ কেউ আল্লাহর কাছ থেকে ফজল-রুজী রোজগার-লাভের আশায় নানান দেশ ঘুরে বেড়ায়। আবার কিছু লোক আল্লাহর রাহে লড়াই করে থাকে। সুতরাং সহজে আসানভাবে যতটুকু পার কোরআন শরীফ থেকে তোমরা তিলওয়াৎ করতে থাক" ছুরাহ মুজাম্মিল -

তাই সাংবিধানিকভাবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ কোন এক পর্যায় পর্যন্ত আরবী ভাষা শিক্ষাদান আবশ্যিক হতে হবে।

তাছাড়াও কোরআন তেলাওয়াৎ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্যই কর্তব্য এবং কোরআন তেলওয়াৎ করতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষা শুদ্ধভাবে, শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার জ্ঞান থাকতে হবে। আর যদি অর্থ বুঝে বুঝে তেলওয়াৎ করা যায় তবে এর সওয়াব অত্যধিক বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আরবী ভাষা শিক্ষা করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক যদি আমরা পরকালের কথা একটু ভাবি। মুসলমান পরকালের কথা চিন্তা না করে পারে না।

www.pathagar.com

এমতাবস্হায়, আমরা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩নং একটু পরিবর্তন করে এমনটি করে লিখার প্রয়াস পেতে পারি ঃ-

"প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হইবে বাংলা। তবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যেহেতু আমাদেরকে সকল কাজ-কর্ম করিতে হইবে সেই কারণে কোরআন বুঝিবার জন্য আমাদেরকে আরবী শিখিতে হইবে। এই প্রেক্ষিতে প্রজাতন্ত্রের সকল স্কুল কলেজে একটা বিশেষ মানের আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্হা থাকিবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্হা থাকিবে"।

www.pathagar.com

৫(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা
(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

প্রত্যেক দেশের জন্য একটি রাজধানী থাকে। দেশের শাসন কার্য এ রাজধানী শহর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রাজধানী থেকে দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী দেশের অন্যান্য সকল স্থানে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজধানী শহরের চেহারা দেখে দেশের চেহারা অনেক সময় বুঝা যায় বিশেষ করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক মুল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ যেখানে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ হচ্ছেন মুসলমান। সুতরাং আমাদের দেশের রাজধানী ও তার রূপ-সজ্জা, কর্মকান্ডের ধরণ, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ইত্যাদি এমন হওয়া উচিৎ যেন সেটা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে যে এটি একটি মুসলমান অধ্যুষিত দেশের রাজধানী। এটা বুঝানোর জন্য অনেক বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে যেমন ঃ

(ক) নগরীর স্থাপত্য শিল্প এমন হতে হবে যেন এগুলো ইসলামী ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারা প্রকাশ করে;

(খ) এমন কোন স্থাপত্য বা ভাস্কর্য এখানে শোভা পাবে না যা কিনা পৌত্তলিকতার চিন্তা বহন করে ;

(গ) নগরীর সাইন বোর্ডসমূহ, বিজ্ঞাপন বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে কোনভাবেই যেন অশ্লীলতা প্রকাশ না পায় যা ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেমন ছুরাহ্ আরাফ এর ২৭-২৮নং আয়াতদ্বয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে,

"হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রলুব্ধ না করে যেমন করে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বের করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের দেখাবার জন্য তাদের উলঙ্গ করেছিল। সে নিজে ও তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি যারা বিশ্বাস করে না। যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমাদের পূর্ব পুরুষদের এ করতে দেখেছি ও আল্লাহও আমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন'। বলো, 'আল্লাহ অশ্লীল ব্যবহারের নির্দেশ দেন না। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে কি এমন কিছু বলছ, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই'' ?

www.pathagar.com

আবার ছুরাহ বনী ঈসরাইল এর ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"জ্বিনার কাছে যেও না, এ অশ্লীল আর মন্দ কাজ"।

ছুরাহ আযহাব এর ৩৫নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

"যৌন-অঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী — এদের জন্য ক্ষমা ও মহা-প্রতিদান রেখেছেন"।

এসব আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে অশ্লীলতা মূলতঃ যৌন সম্পর্কিত। সুতরাং আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এমনভাবে চলতে হবে যেন এর থেকে আমরা দুরে থাকতে পারি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আমরা এমন সব কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছি যেন আমরা খুব দ্রুততার সাথে অশ্লীলতার কাছে পৌঁছে যেতে পারি। এসব থেকে রক্ষা পেতে চাইলে সাংবিধানিক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া অত্যাবশ্যক যেমন,

এমন কোন সভা সমাবেশ আমরা যেন না করি যেগুলো ইসলামী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বা যেগুলো আমাদেরকে বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠানের কাছাকাছি নিয়ে যায়। এসব খারাপ কাজ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা সরকারী পদক্ষেপের মাধ্যমেই করতে হবে।

এসব বিষয় আলোচনা করে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে ৫নং অনুচ্ছেদটি আরও একটু বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন। এমনভাবে লিখলে কেমন হয় ?

(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরগুলির স্থাপত্য, মঞ্চ, প্রদর্শনমূলক সাইন বোর্ড ইত্যাদি এমন নমুনার হইবে যেন মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে এই শহরগুলি বহুলভাবে মুসলিম অধ্যুষিত। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

www.pathagar.com

(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

এমন কতগুলো শব্দ আছে যেগুলো মানুষের কোন শক্তি,গুণ বা ক্ষমতা প্রকাশের জন্য বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখলে খুব একটা ভালো দেখায় না-বরং মনে এমন একটা প্রশ্ন জাগে যে মানুষ এত ক্ষমতার অধিকারী কি, মানুষ এত গুণে গুণান্বিত কি বা এসব গুণ দীর্ঘ সময় বা যতক্ষণ ইচ্ছে ধরে রাখতে পারে কি? মন থেকে আপনা-আপনি উত্তর চলে আসে যে, না এগুলো মানুষের মত দুর্বল জীবের পক্ষে মানায় না। এটা শুধু আল্লাহর সাথে মানায়।

এসব শব্দের মধ্যে 'মালিক', 'সার্বভৌমত্ব', 'সর্বোচ্চ' ইত্যাদি প্রধান। এ শব্দগুলো শুনলেই মনে হয় এগুলো শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য-মানুষের বেলায় বড়ই বে-মানান। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কোন মানুষই এ শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেন না। এ অনুচ্ছেদের (১) অংশে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। এখানে এমন একটা ভাব প্রকাশ পায় জনগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক এবং প্রজাতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্রের জনগণের মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি জনগণ সংবিধানের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এখানে আল্লাহর ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্বের সাথে মানুষের ক্ষমতার অবশ্যই তুলনা করা হয়নি। তবুও যখন কোরআনের আয়াত যেমন,

"বলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক,আল্লাহ। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর"।

- *(ছুরাহ আল-ই ইমরান (২৬))* পড়ি তখন নিজেদেরকে অবশ্যই অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন মনে হয়। এটা অবশ্যই সত্যি, আসলে প্রজাতন্ত্রের মালিক আল্লাহ। আমরা প্রজাতন্ত্রের জনগণ প্রজাতন্ত্রটিতে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি)

www.pathagar.com

হিসেবে নানারূপ দায়িত্ব পালন করে যাই মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্রের জনগণের কোন অকল্যাণ হতে পারে না।

অন্যদিকে এ অনুচ্ছেদের (২) অংশে বর্ণিত বিষয়টি নিয়েও কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আমি যতখানি বুঝতে পেরেছি (ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী) তাতে মনে হয়েছে যে সংবিধান হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি এবং সেই কারণে এ সাংবিধানিক আইন সর্বোচ্চ এবং আরো বলা হয়েছে যে, যে সকল আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হবে সেই আইন ততটুকু বাতিল হয়ে যাবে।

এ সংবিধাখানা যদি পরিপূর্ণভাবে কোরআনের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই কোন কথা থাকবে না। কথাটি যদি এমনভাবে বলা হতো, এ সংবিধানের কোন আইন যদি কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয় তবে যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সংবিধান ততটুকু বাতিল বা সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হবে। কথাগুলো বলতে হচ্ছে কোরআনের কয়েকটি আয়াতের কারণে যেমন-ছুরাহ বাকারায় বলা হয়েছে,

"এই যে সেই কিতাব, যাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ যে পরহিজগারদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান"।

আবার ছুরাহ আল-ইমরান এর ৮৫নং আয়াতে বলা আছে,

"যে কেউ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু মেনে চলবে-তার সে কাজ কবুল হবে না। আখিরাতেও সে ক্ষতিগ্রস্থদের সামিল হবে"।

এমতাবস্থায়, আমরা এ অনুচ্ছেদটি একটু ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করতে চাই যেমন,

৭ঃ(১) প্রজাতন্ত্রের শাসন ক্ষমতার অধিকার দেশের জনগণের এবং জনগণের পক্ষে জনপ্রতিনিধিগণ সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এ সংবিধানের কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে;

(২) কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়া আইনের প্রতি জনগণের আগ্রহ ও অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন ; এবং কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত বিশেষ করিয়া যদি শরীয়া আইনের বিষয়ে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

www.pathagar.com

[৬]

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ নির্দেশিত হয়েছে যা রাষ্ট্র যতটুকু সম্ভব অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন-এখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা, গণতন্ত্র, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি, পল্লী উন্নয়ন, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ে দিক নির্দেশ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করার বিষয় এটা যে এসব মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে বলা হয় যে যেহেতু এগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা বা আইনের আশ্রয় লাভের সুনির্দিষ্টভাবে সুযোগ নেই, তা হলে এগুলো সংযোজনের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। রাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক নির্দেশনাসমূহ সাধারণত আর্থিক, সামাজিক, প্রশাসনিক বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সকলকে পথ নির্দেশ দিতে পারে। মৌলিক নির্দেশনাগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎ না হওয়ার কারণ হচ্ছে এসব ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই যেমন দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে বলা হলেও এর কোন শেষ সীমা নেই এবং সেই প্রেক্ষিতে আদালতের পক্ষেও সুনির্দিষ্ট কোন রায় প্রদান করা কষ্টকর। মূলনীতিগুলো 'আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যাবে না' শুধু এ কারনে এ অংশটিকে প্রখ্যাত লেখকগণ নানাভাবে সমালোচনা করেছেন যেমন কেউ বলেছেন আদর্শ বিলাস (beau Ideal) যা শুধু ছাপার অক্ষরে শোভা পেতে পারে বাস্তব কার্যকারীতার ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। আবার কেউ বলেছেন এগুলো হচ্ছে সুন্দর সুন্দর মনোবৃত্তির স্তুপ, অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছেন এগুলো শুধুমাত্র সংবিধানের অলংকার বিশেষ। তবে যত সমালোচনাই করা হোক না কেন এগুলোর প্রয়োজনীয়তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এসব নির্দেশনামূলক বাক্যগুলো আমাদেরকে মানুষের সেন্টিমেন্ট বুঝতে সাহায্য করে, সমাজকে চিনতে সাহায্য করে, দেশের প্রয়োজন কি সেটা জানতে নীতি নির্ধারক মহলকে সচেতন করে। ফলে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা সহজতর হয়। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ তরান্বিত ও কার্যকর হয়।

www.pathagar.com

এখানে এমন কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে যেগুলো নির্দেশনা (Directive) পর্যায়ে না রেখে কার্যকরী (Operative) বিভাগে স্থানান্তর করা অধিকতর যুক্তিসংগত। উদাহরণস্বরূপ আমরা ১৮নং অনুচ্ছেদের উল্লেখ করতে পারি যেখানে 'মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্য হানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য ---- এবং "গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এগুলো ইসলামী আইনে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে সরাসরি হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের পর্যায়ে এগুলো সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা না করে এগুলো 'নিরোধ বা অবসানের জন্য চেষ্টা করা হবে' এমন বক্তব্য সত্যিকারের মুছলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া এ বিভাগের নির্দেশনা বা ঘোষণা যেহেতু কোন আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য নয় সেই কারণে এটা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

অন্য আর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করার যোগ্য যা ২২নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যেমন, *"রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন"*। এই ব্যবস্থাটিও নির্দেশনা (Directive) অংশে সংযোজিত হওয়ার কারণে দীর্ঘসময়েও বিষয়টি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এটা সকল রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ ও বিচার বিভাগসহ সকলেই কামনা করেন। এ অংশটিও জোরালোভাবে কার্যকরী (Operative) অংশে স্থানান্তর করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

www.pathagar.com

৮(১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস,জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১(ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

অষ্টম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কথাগুলো ইসলাম-পছন্দ যে কোন মানুষকে খুশী করতে পারবে সন্দেহ নেই। যদি বর্ণিত কথাগুলোর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে আমাদের সকল কর্মকান্ড (ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) করতে পারতাম তবে আমাদের ইহকাল ও পরকাল দু'টোকেই অধিকতর সুখের আকর হিসেবে পেতাম। দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্রকাশ্য বিশ্বাস ও বক্তব্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে বলার সময় খুবই সাবধান হওয়া প্রয়োজন কেননা মুখে এক প্রকার ঘোষণা আর বাস্তব কর্মক্ষেত্র অনেক দূরে বা তার উল্টো, এমনটি হলে আমরা মুনাফিক, বিশ্বাসঘাতক বা মিথ্যাবাদী ইত্যাদি দোষে অভিযুক্ত হতে পারি। অভিযোগ সত্যি হলে শাস্তি অবশ্যই মর্মন্তদ হবে এটা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

ছুরাহ বাকারা এর প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত (৮-১০) এখানে উল্লেখ করতে হয় যেখানে বলা হয়েছে,

"মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী' কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ ও বিশ্বাসীদেরকে ওরা ঠকাতে চায়, অথচ

www.pathagar.com

তারা যে নিজেদের ছাড়া কাউকে ঠকাতে পারে না এ তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যধি বাড়িয়েছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী"।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি-এমন একটা ঘোষণা সকল মুছলমানের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক কারণ ইসলামের মর্মবাণীই হচ্ছে এটা। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে এ ভাবটি ব্যক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সুরাহ ফাতির এর ৩৯নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

"তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন। তাই কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে ; আর ওদের অবিশ্বাস ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে"।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষকে আল্লাহ-তায়লা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের একমাত্র দায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও নির্দেশ পালন করা। প্রতিনিধি নিজ খেয়ালবশতঃ কোন কাজকর্ম করার ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়, সে শুধু মূল মালিকের নির্দেশ ও সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কাজ করবে। এ ভাবটিই আমাদের সংবিধানের এ অনুচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ও প্রকাশকৃত ভাব মোতাবেক কাজ করতে হলে মাত্র একটি নির্দেশ মেনে চললেই হবে আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত কোরআন মোতাবেক জীবন যাপন করা। কোরআন সম্বন্ধে কোরআনেই বলা হয়েছে অনেক কথা, সেগুলো অনুধাবন করতে পারলে আমরা সহজভাবে জীবন যাপনের প্রণালী খুঁজে পাবো। কোরআনের পরিচিতি কোরআনে এসেছে যেমন,

"আলীফ-লাম-মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ সাবধানীদের জন্য পথ-নির্দেশক"। (২ঃ১-২)

"মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে পথের নির্দেশ, দয়া ও সুখবর হিসেবে তোমার উপর আমি আজ কিতাব অবতীর্ণ করলাম"। (১৬ ঃ ৮৯)

" এ তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য । (৮১ সুরাহ তাকভীর ২৭-২৮)

www.pathagar.com

"এ মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ"।(৪৫ঃ ২০)

এমনি আরো আয়াত রয়েছে পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে যেগুলোর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে মানুষের জন্য নির্দেশ, দয়া ও পথের দিশারী হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এটা মেনে চলা বা না মানা সেটা মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে না মানলে যে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে মানুষকে সেটাও কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, সুরাহ যুমুর এর ৪১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আমি তোমার কাছে সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছি মানুষের জন্য। তারপর যে সৎপথে চলবে সে তার নিজের ভালোর জন্যই তা করবে আর যে বিপথে যাবে সে বিপথগামী হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য আর তুমি তো ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও"।

কিন্তু এর পরও আমরা সঠিক পথে চলছি না। ঔদ্ধতভাবে প্রত্যাখান না করলেও আমরা নির্দেশিত পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। এটা কখনো অভিপ্রেত হতে পারে না। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে-এর মধ্যে এ অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত কিছু দুর্বল দিক আছে যা এ অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী।

এ অনুচ্ছেদের দুর্বল দিক ঃ

আমাদের সংবিধানে এমন সুন্দর একটা অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত,তবুও এর কিছু দুর্বল দিক আমাদের চোখে পড়ে এবং সেজন্য আমরা কিছুটা ব্যথিতও বটে।

প্রথম দুর্বল দিক হচ্ছে-এ অনুচ্ছেদটি অষ্টম অনুচ্ছেদ হওয়া সঠিক মনে হয় না। এটা একেবারেই প্রথমে সংযোজিত হওয়া উচিৎ, কারণ এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের সকল কর্মকান্ড আবর্তিত হওয়ার কথা। অষ্টম অনুচ্ছেদ হিসেবে স্থান পাওয়ায় অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, তা হলে কি এর পূর্ববর্তী সাতটি অনুচ্ছেদ মহান আল্লাহ-তায়লার উপর আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রচিত নয় ? আমরা বিশ্বাস করি সকল অনুচ্ছেদই আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই রচিত হয়েছে।

অন্য দুর্বল দিকটা বুঝতে হলে এ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদ আবার বর্ণনা করছি যা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত ঃ

"এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য

www.pathagar.com

আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না"।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে এ সকল নীতিসমূহ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না- এটা গ্রহণযোগ্য হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হয়। সংবিধান কিংবা আইনের বই-পত্রে লিপিবদ্ধ থাকাটাই বড় ও শেষ কথা নয়। এর প্রয়োগ এবং সঠিক প্রয়োগ বিবেচ্য বিষয়।

আর প্রয়োগ না হলে বা কোন কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হলে তার প্রতিকার হিসেবে আদালতের সাহায্য চাওয়া অপরিহার্য। আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য না হলে দেখা যাবে যে অনেক সময় অনেকে এসব নীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন। আমরা যদি এ ব্যাপারে অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনে পরিপূর্ণভাবে আস্থাশীল হই তবে এটা যে কোনভাবেই হোক বলবৎ করতে হবে। আমাদের ব্যর্থতা বা আন্তরিকতার অভাব দেখা দিলেই তবে আদালতের মাধ্যমে 'বলবৎযোগ্য' করার প্রশ্ন উঠবে। সুতরাং 'আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না' কথাগুলো না থাকাই শ্রেয় বরং আইনের বই-পত্রে আমাদের কাজের বিস্তারিত ফিরিস্তি থাকা উচিৎ যাতে করে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন কাজগুলো করলে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ পায় আর কোন কোন কাজগুলো করলে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে ঘাটতি প্রকাশ পায়।

যে অন্যায় করে চলেছি ঃ

আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা মোতাবেক যদি চলতে হয় তবে আমাদেরকে সকল কর্মকান্ড কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করতে হবে। কোরআন হাদীসে যে সকল বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে বা নিরুৎসাহ করা হয়েছে সে সকল কর্মকান্ড থেকে আমাদেরকে সরে থাকতে হবে। কোন আইন, বিধি ও ধারা যদি কোরআন-হাদীসের পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হয় তবে তৎক্ষণাৎ সে সব আইনসমূহ বাতিল করতে হবে। মূল কতকগুলো নির্দেশ কোরআনে রয়েছে যেমন, সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে ; মদ, জুয়া ও মূর্তিপূজাকে জঘণ্য পাপ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ; জেনা ও অশ্লীলতার ধারে কাছেও না যাওয়ার জন্য নির্দেশ এসেছে। এসব বিষয়ে যেসব আয়াত খুবই পরিচিত সেগুলো এখানে দু'একটা হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সুদ প্রসংগে ঃ

ছুরাহ বাকারায় ২৭৫-২৭৬নং আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে,

"যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়িয়ে থাকবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মত। আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে তারপর সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে।

আর যারা আবার (সুদ) দিতে আরম্ভ করবে তারাই অগ্নিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও দানকে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না"।

এ যদি হয় আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং আল্লাহর উপর যদি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকে তবে আমরা সুদের ব্যবস্থা কখনোই রাখতে পারি না। নতুন আইন করে সুদ ব্যবস্থার বদলে ইসলামী ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আমরা এখনও সেটা করতে পারিনি। তবে যদি কেউ আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন সেটা কি খুব অমূলক হবে ?

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা প্রসংগে ঃ

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে এগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য যেমন সুরাহ মায়িদাহ এর ৯০-৯১নং আয়াতদ্বয়ে বর্ণনা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ। মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও পাশা খেলা ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় ও আল্লাহর ধ্যানে ও নামাযে তোমাদের বাধা দিতে চায়, তা হলে কি তোমরা বিরত হবে না"?

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পাপপূর্ণ কাজ থেকে কোরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ-তায়লা মানুষকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু আমরা দেশের সংবিধানের মাধ্যমে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি যে আমাদের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। সুতরাং উপরোক্ত তিন-চারটি কাজ যা আল্লাহ-তায়লা ঘৃণ্য কাজ

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য তা নিষিদ্ধ করেছেন, এগুলো যাতে আমাদের মাঝে না থাকে সে ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখি অন্যরকম। এসব কাজের জন্য আমরা কোন কোন সময় সরকারের তরফ থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে অনুমোদন দিয়ে থাকি। এসব ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধানী হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অন্যেরা আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবে।

মূর্তির ব্যাপারে একটা কথা বলা বোধ হয় প্রাসংগিক হবে যে এখানে মূর্তিপূজা সম্বন্ধেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মূর্তি ভাঙ্গার জন্যই ইসলাম এসেছে, বস্তুতঃ কাবাগৃহে রক্ষিত তৎকালীন ৩৬০টি মূর্তি ভাঙ্গার কাজটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আজকাল যে সব মূর্তি মুসলমানদেরকে তৈরী করতে দেখি সেগুলো অবশ্যই পূজার নিমিত্তে তৈরী হয় না। তবুও আমরা বলবো মুসলমানদের এগুলো তৈরী শোভা পায় না, এটা বিধর্মী ও ধর্মহীনদের কাছে প্রিয় কাজ। সুতরাং এ কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের কাছে আমরা হেয় প্রতিপন্ন হতে পারি।

ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রসংগে ঃ

এটা এমন একটা পাপের কাজ যেটা সম্বন্ধে কোরআনে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে অনেক জায়গায় এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যেমন, সুরাহ বনী ইসরাইল এর ৩২নং আয়াতে আমরা দেখি,

"অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ"।

ব্যভিচারের শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশ কষাঘাত করবে ; আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাসীদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"।

এতসব কঠোর নির্দেশ পাবার পরও আমরা গণিকালয় স্থাপনের জন্য আইনগত অনুমোদন দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। এটা, 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো নয়ই, একেবারে অন্যায়।

www.pathagar.com

আমাদের করণীয় ঃ

এ অষ্টম অনুচ্ছেদটি আলোচনাকালে আমরা দেখলাম যে, আমাদের কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে, তওবা করে এমন সব কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাতে করে পূর্ববর্তী পাপমোচন ও আগামীতে এসব পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়। আমাদের এক্ষণে যা করণীয় সেগুলো হচ্ছেঃ-

(ক) এ অনুচ্ছেদটি সংবিধান বই এর একেবারে প্রথমে সন্নিবেশন করতে হবে ;

(খ) এ ধারার সাথে সংগতি রেখে আমরা কাজকর্ম চালাতে পারছি কিনা সেটা দেখার জন্য অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী আলেম ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষ পরামর্শ সভা গঠন করতে হবে ;

(গ) আমাদের সংবিধানে বর্ণিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইন ও অন্যান্য সকল আইনগত বিধান, ধারা ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে সে সকল আইন ইত্যাদি আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে প্রয়োজনীয় আইন পাস করে সংশোধন করে নিতে হবে।

(ঘ) এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী বলবৎ করার ক্ষেত্রে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে ; কখনো ব্যত্যয় ঘটলে প্রয়োজনে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এরূপ বলবৎ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ অনুচ্ছেদটি প্রথমেই উপস্থাপন করবো যা একটু সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে এবং একটা নতুন উপ-অনুচ্ছেদ যোগ করা যেতে পারে। ফলে পুরো অনুচ্ছেদটি এমন রূপ গ্রহণ করতে পারে ঃ-

১। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

www.pathagar.com

১। (ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

২। এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে। আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।

৩। এই সংবিধানের ধারাসমূহ ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনসমূহ এবং পরবর্তীতে প্রণীতব্য আইনসমূহ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' এই মূল নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা বিবেচনার জন্য একটি উপযুক্ত পরামর্শ কমিটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত হইবে। কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী রীতি-নীতি ও সকল আইনের ধারাসমূহ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হইবে।

www.pathagar.com

৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

এ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানে কারা থাকবে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে সত্য। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে কোন ধরণের প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা হবে বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার স্বরূপ কি হবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসন, ছোট-খাটো বিচার, স্থানীয় উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে জড়িত থাকবে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান হবে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত। যেহেতু গোটা শাসন ব্যবস্থা আমরা চাই ইসলাম ভিত্তিক সেহেতু স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাও ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী হবে এটাই স্বাভাবিক। ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক কাজকর্ম চালাতে হলে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে এসব বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে। এদিক বিবেচনা করে আমরা বলতে চাই যে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে অবশ্যই একজন প্রতিনিধি হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসনকে জোরদার করতে হলে স্থানীয়ভাবে এটার সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের কার্যালয় আলাদাভাবে না হয়ে এগুলো মসজিদের মধ্যে হতে পারে। মুসলমানদের জন্য মসজিদ হচ্ছে প্রধান মিলন কেন্দ্র। এখানে বসে শলা-পরামর্শ করে স্থানীয় সমস্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে মসজিদের সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এর ফলে মসজিদের স্থানাভাব দূর হবে এবং মসজিদের জায়গার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে।

এসব বিষয় বিবেচনা করে আমরা এ অনুচ্ছেদটি একটু ভিন্নরূপে লিখতে পারি যেমন,

www.pathagar.com

রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদিগকে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থানীয় মসজিদ বা তৎসংলগ্ন ভবনে স্থাপন করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

১০। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানটি আল্লাহ পাক আল-কোরআনে যে সুরে মহিলাদের কথা বলেছেন যেন সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি। পবিত্র কোরআন থেকে কয়েকটি আয়াত পর্যালোচনা করলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো কোরআন তথা ইসলামের মাধ্যমে মহিলাদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা সর্বাধিক। মহান আল্লাহ পাক নারীকে প্রথমতঃ তার অনন্য সৃষ্টি মানুষ রূপে দেখেছেন। মানুষের মর্যাদা ও সম্মান তাদের জন্য সংরক্ষিত করার পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা করেছেন। তবে যেহেতু পুরুষ ও নারী একটু ভিন্ন ধাঁচ ও শারীরিক গঠনের তারতম্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেই কারণে পুরুষ ও নারীদের জন্য আচার ব্যবহার, কর্ম পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। এটি করা হয়েছে নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, তাদের মর্যাদা ও সম্মান যাতে ভূ-লুণ্ঠিত হতে না পারে সেই জন্য। অথচ আমরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে গ্রহণ করে থাকি।

আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী জাতি কখনোই হেয় নয়। কোরআনের কয়েকটি আয়াত বিশ্লেষণ করলে আমরা অবশ্যই এর স্বপক্ষে বক্তব্য পাবো। শুধু নারী হওয়ার কারণে আল্লাহ নারীকে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন বিশ্বাসীরা কখনোই এমনটি বিশ্বাস করতে পারে না। শুধুমাত্র দৈহিক, মানসিক কয়েকটি কারণে আল্লাহ নারীদের জন্য জীবন-বিধানে সামান্য হেরফের করেছেন। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটা পুরুষদের সুবিধার জন্য নয় বরং নারীদেরকে অধিকতর সুবিধা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এমনটি করা হয়েছে। সুরাহ নাহল এর ৯৭নং আয়াতটি স্মরণ করতে পারি, সেখানে বলা হয়েছে,-

"বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে আমি তাকে নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব। আর তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করব"।

আবার সুরাহ নিসা এর ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আর নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর"।

এ দু'টো আয়াতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। পার্থক্য করা হয়েছে 'বিশ্বাস' এর ক্ষেত্রে, পার্থক্য হবে কর্মের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

(সৎকর্ম করলে সকলে সমান)। পার্থক্য করা হয়নি অর্জনের ব্যাপারে কেবল নারী হওয়ার কারণে।

কতকগুলো গুণের অধিকারী হলে নারী-পুরুষকে আল্লাহ নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করে ক্ষমা প্রদর্শন ও মহাপ্রতিদান প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন যেমন সুরাহ্ আহযাব এর ৩৫নং আয়াতে উল্লেখ আছে,

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌন অঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা-প্রতিদান রেখেছেন"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ পাকের কাছে পুরুষ ও নারী সমানভাবে মর্যাদাশীল, ক্ষমা পাবার যোগ্য ও পুরস্কার পাবার অধিকারী। তবুও নারী ও পুরুষকে আল্লাহ পাক দেহ গঠন, শক্তি-সামর্থ, মন-মানসিকতা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে কতিপয় নির্দেশ দান করেছেন যেন তারা পরস্পর সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারেন। নারীদের পর্দার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে, নারীরা কোন অবস্থায় বন্দি জীবন যাপন করবে এটা ইসলাম বলে না। প্রয়োজনে, আবারো বলছি প্রয়োজনেই শুধু মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবেন এবং সেই যাওয়াটাও নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। এখানে পর্দার কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে কেননা এটা মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে নারীদের দু'টো হাতের তালু, পায়ের তালু ও চেহারা ছাড়া সমস্ত শরীরটাকে আবৃত রেখে চলাচল করার নামই পর্দা। বিনা প্রয়োজনে লোক চক্ষুর আওতার মধ্যে না আসাটাই পর্দা। কোরআন শরীফে মেয়েদের পর্দার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ এসেছে যেমন ছুরাহ আহযাব এর ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, তোমার কন্যাগণ এবং মুমীন স্ত্রীগণকে বলে দাও যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপরে টেনে নেয়"।

আবার সুরাহ নূর এর ৩১নং আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে নির্দেশ এসেছে যেমন,

"বিশ্বাসী নারীদের বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে, তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তাছাড়া তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তাদের গ্রীবা বা বক্ষ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।

www.pathagar.com

"তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভগ্নীর পুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারোর নিকটে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে"।

নারীদের জন্য পর্দার ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহর নির্দেশাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হলো সেগুলো অবশ্যই পালনীয়। অন্যথা করলে চরম গোণাহের কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে এ ব্যাপারে কারোর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নারীদেরকে জীবনের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করার কথা আমাদের সংবিধানের ১০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে বৃহত্তর পরিসরে নারী-পুরুষ সমান এবং প্রায় সবক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবী রাখে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমরা নারীদেরকে নিবৃত্ত করতে চাই না, কিন্তু এটা করতে হবে পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। পর্দা রক্ষা করে নারীরা যদি ফুটবল খেলতে চায় বা খেলতে পারে তবে আমাদের আপত্তি নেই ; সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও আমাদের কিছু বলার নেই তবে ডুবে মরলে দায়িত্ব শুধু তাঁদেরই। পর্দা রক্ষা করে তাঁরা প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারেন, চাকুরী করতে পারেন এবং বিশেষভাবে বারণ করা হয়নি অথবা অশালীন নয় এমন সব কাজই করতে পারেন। তবু অনেক কথা থেকে যায় যেমন পর্দা সম্বন্ধে একটা হাদিস থেকে জানা যায় যে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন যে বোরখাওয়ালীরা মসজিদে নবাবীতে এসে নামাজ না পড়ে ঘরের মধ্যেই নামাজ পড়লে ভালো। কেননা বোরখাওয়ালীদেরকে পুরুষরা না দেখলেও বোরখাওয়ালীরা ঠিকই পুরুষদেরকে অবলোকন করতে পারছে। এমনই কঠিন যে পর্দা সেটা রক্ষা করে নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন এটা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। নারীরা পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলছেন বা চলছেন না এ বিষয়ে আমরা যারা পুরুষ অভিভাবক রয়েছি তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে গাফলতি করলে সংশ্লিষ্ট পুরুষ অভিভাবকরা গোণাহের অংশীদার হয়ে যাবে।

সুতরাং এ অনুচ্ছেদটি এমনভাবে লিখলে অনেকের পছন্দ হবে,

কোরআন হাদীসের আলোকে পর্দা ও চাল-চলনের সমুদয় অনুশাসনগুলি পরিপূর্ণভাবে পালন সাপেক্ষে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

www.pathagar.com

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।

এ অনুচ্ছেদে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যেমন (১) গণতন্ত্র (২) মানবাধিকার(৩) স্বাধীনতা (৪) মানবসত্ত্বার মর্যাদা যেগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সকলের কাম্য। কিন্তু এসব বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে এবং সে হিসেবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ হয়ে থাকবে। আমরা এখানে আলোচনা করতে চাইবো এসব বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইসলাম সম্মত উপায়ে আমাদের করণীয় কি। প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা দরকার।

গণতন্ত্র ঃ

গণতন্ত্র কথাটি শুনলেই আমরা সবাই খুশী হই কেননা এখানে সাধারণ জনগণ মর্যাদা পায় এবং এর ফলে আমরা বলবো যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গোল বাধে এর বাস্তবায়নে। আমরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই আমাদের জন্য গণতন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে। আমরা যারা বৃটিশ কলোনীভূক্ত ছিলাম তাদের কাছে বিলেতী গণতন্ত্রই যেন শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা এতটা অন্ধ ও মোহগ্রস্থ যে আমরা অন্য কিছু অর্থাৎ গণতন্ত্রের অন্য কোন রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করতেও রাজী নই। অন্য কোন ব্যাপারকে গুরুত্ব না দিলেও আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখতে হবে। পশ্চিমা গণতন্ত্রে বহু দল ও বহু মতবাদ চালু আছে, তাদের মধ্যে মেয়েদের জন্য কোন পর্দা প্রথার ব্যবস্থা নেই। সুদ-প্রথা হচ্ছে পশ্চিমা অর্থনীতির প্রাণ, পশ্চিমা সমাজে অবাধ যৌনাচার ও অশ্লীলতা বিরাজমান যে বিষয়গুলো ইসলামী দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। সুতরাং তাদের গণতন্ত্র আর বাংলাদেশের গণতন্ত্র এক হতে পারে না কেননা বাংলাদেশের জনগণের ৮০/৮৫ শতাংশ হচ্ছে মুসলমান।

আমাদের দেশে আমরা নাস্তিকদের 'কম্যুনিজম' ভিত্তিক দল রাখতে পারি না। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির প্রবক্তাদের সমর্থন জানাতে পারি না। মেয়েদেরকে পর্দাহীন করার ব্যবস্থা নিতে পারি না, পারি না অশ্লীলতা কায়েম করতে। ইসলামী মতবাদের পাশাপাশি অন্য কোন মতবাদকে যুগপৎভাবে সমর্থন করতে পারি না। মুসলমানরা ছাড়া অন্যেরা ভিন্ন ধর্ম ও

www.pathagar.com

মতবাদে বিশ্বাস করলে তাদের উপর মুসলমানরা চড়াও হবে না ঠিকই তবে মুসলমানদের কোন অংশকে অনুরূপ হতে দেয়া চলবে না। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যাপারটিও আমাদের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয় মনে হয় কেননা আমাদের দেশের শিক্ষার হার বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার হার ও গুণগতমান সার্বজনীন ভোটাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক গ্রামাঞ্চলের কোন এক নিরক্ষর দরিদ্র মহিলা ঢাকায় বসবাসরত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর পক্ষে ভোট দিচ্ছেন। সেই নিরক্ষর মহিলা বুঝেন না প্রেসিডেন্ট পদটি কি, চেনেন না প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে।

এমতাবস্থায়, আমাদের অন্যরকম কিছু ভাবতে হবে। ভোটারের বিদ্যা-বুদ্ধি, ভোটের সাথে তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি বিচার করে ভোটারের ভোটাধিকারের পরিধি নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামে মসজিদ-ভিত্তিক প্রশাসনের কথা বলা আছে। মসজিদের মুসল্লিরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার ঠিক করবেন পরবর্তী পর্যায়ের ভোট পর্ব সম্পাদনের জন্য। কয়েকটি ছোট মসজিদের নির্বাচিত নির্বাচক মন্ডলীর সভ্যগণ বড় একটি মসজিদে জমায়েত হয়ে বৃহত্তর অঙ্গনের জন্য নির্বাচক মন্ডলী নির্বাচন করতে পারেন। ইসলামে গণতন্ত্রের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশী, ইসলামী শাসনকর্তা কখনো স্বৈরাচারী হতে পারেন না কেননা তাকে অবশ্যই পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

এভাবে কয়েকটি নির্বাচক মন্ডলী নির্বাচন করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে জাতীয় পরিষদ জাতীয় কিছু একটা থাকবে যেটার সদস্যগণ দেশের মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করবেন। প্রতিটি নির্বাচক মন্ডলীর জন্য কিছু কিছু বিচার ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড নির্দিষ্ট করে রাখা হবে। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধারা ও ইসলামী ধারার ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে নারীর কর্মপরিধি নিয়ে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মহিলারা যে কোন পদপ্রার্থী ও পদ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী শরিয়াহ ও প্রথা মতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষে মত রয়েছে কারণ মেয়েদের শরীরের গঠন ও আকৃতি ঐ সব কাজের জন্য সুবিধাজনক নয়। তাছাড়াও পর্দার বিষয়টি সব সময় মেয়েদেরকে মনে রাখতেই হবে।

নারীদের আর্থিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হলে ইসলামী বিধান মোতাবেক তাঁদের ন্যায্য পাওনাসমূহ যথাযথভাবে এবং

www.pathagar.com

যথাসময়ে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন দেন-মোহর উসুল,পিতার সম্পত্তিতে তাঁদের অংশ নিয়ম-মাফিক বন্টনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ঃ

মৌলিক মানবাধিকার ও মানুষের স্বাধীনতা বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষ সমাজে বাস করে, গঠন করে রাষ্ট্র ও সরকার এবং একটা সুনির্দিষ্ট পথে চলার চেষ্টা করে যেন সবাই সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে। সবার জন্য রয়েছে কিছু কিছু অধিকার ও দায়িত্ব, আমরা যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি এবং একে অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকি তবে কারোর অধিকার ক্ষুন্ন হবে না এবং ফলে সবাই শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পাবে।

মৌলিক মানবাধিকার বলতে অনেকগুলো অধিকারের মধ্যে, জীবন ধারণের অধিকার, উপার্জনের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের অধিকার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি ব্যবহারের অধিকার ইত্যাদি বুঝায়। এ সুন্দর ভুবন মহান আল্লাহ্-তায়লা তৈরী করেছেন মানুষের জন্য এবং মানুষের প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে অন্যান্য জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি। মানুষ দুনিয়ার উপকরণাদি নিয়ে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করার জন্য মহান আল্লাহ্-তায়লা সময়ে সময়ে নবী-রাসুলদের মাধ্যমে নির্দেশ, উপদেশ পাঠিয়েছেন যেগুলো মেনে চললে মানুষ নিজ নিজ অধিকার ভোগ করে সুখে থাকতে পারে। আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দেশাবলীর উপর নির্ভর করে আমরা যদি আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান চালু করি তবে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু আমরা প্রায়ই এসব নির্দেশ থেকে দূরে সরে গিয়ে এমন সব নিয়মাদি তৈরী করি যার ফলে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে শোষণ করার সুযোগ পায়। একজন অন্য একজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

মানবাধিকারের প্রশ্ন আসলেই আমরা আজকাল শুধু যেন একটা বিষয়ই বুঝি,-সেটা হচ্ছে নারীর অধিকার। নারী অধিকারের প্রবক্তারা এ ব্যাপারে কোরআন হাদীসের আলোকে কথা বলতে রাজী নন বরং এ সবের বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

মনে হয় এসব প্রবক্তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে দেশের নারীদের বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদেরকে বাড়ী থেকে কোন না কোন ভাবে বের করে আনা এবং স্বামী ও অন্যান্যদের কাছে অনেকটা প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো। দরিদ্র বলে এসব মহিলারা সামান্য ঋণের টাকা পেয়ে স্বভাবসুলভ

www.pathagar.com

নারীত্ব বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসছে। এদের কাছে পর্দা ও অন্যান্য ইসলামী শরিয়া ইত্যাদির কোন আবেদন থাকে না। যেখানে কোটি কোটি দরিদ্র ছেলেরা কর্মহীন অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে ঘরের মেয়েদেরকে কাজের জন্য রাস্তায় বের হওয়ার দরকার হচ্ছে কেন ? এর ফলে নারীদের মধ্যে অহমিকা বেড়ে যাচ্ছে, সংসার সুষ্ঠুভাবে চলছে না, বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না ইত্যাদি নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। নারীদেরকে এরা পুরুষদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান হিসেবে দেখছে অথচ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একেকে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর (এ জন্য যে) পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে"। (৪ ঃ ৩৪)

এবং অন্যত্র বলা হয়েছে,

"নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে, আর আল্লাহ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী"। (২ ঃ ২২৮)

মানুষের স্বাধীনতা সম্বন্ধেও একই রকম ব্যাপার,-মানুষ যে স্বাধীন নয় এ কথাটি আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে চান না। এমন অনেক বুদ্ধিজীবীকে বলতে শুনেছি যে মানুষ নাকি সার্বভৌম জীব অর্থাৎ মানুষ তার ভাল মন্দ সব কিছু নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। অতি নিম্নমানের বুদ্ধি নিয়ে যার জন্ম সেও এ রকম বক্তব্য শুনে শুধু হাসবে কারণ মানুষ আল্লাহর দয়া ও রহমতের ওপর ভর করেই বেঁচে আছে, কাজকর্ম করছে। মানুষ যেমন খুশী তেমন করতে পারে না,-তাকে অনেক বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হয়, না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে ইহকালে ও পরকালে। মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর দেয়া সীমারেখার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করা চলবে না কারণ তার ফলে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেকে এ স্বাধীনতার কথা বলে 'বাক-স্বাধীনতার' সুযোগ অপব্যবহার করে 'আযান যেন বেশ্যার চিৎকার' ; ছুরাহ ফিল এর বিষয় 'কল্প কাহিনী', টিভিতে আযান শুনলে 'মনটাই খারাপ হয়ে যায়', 'জরায়ুর স্বাধীনতা চাই' এমনি অনেক উক্তি করে জঘণ্য পাপের কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার এসব ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করে না।

অথচ মুসলমানদের জন্য মানবাধিকার ও স্বাধীনতা বলতে আরো অনেক কিছু বুঝায়। মুসলমানরা চাইবে আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ যেন মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে আয়-ব্যয় করে। অপব্যয় না করে। অন্যের হক যেন ভূলুণ্ঠিত না হয়। যেমন যাকাতের কথাই ধরা যাক,-যাকাত যদি সবাই সঠিক হিসেব

www.pathagar.com

করে প্রদান করে তবে জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং জীবনের মৌলিক উপকরণাদির অভাবে কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে গরীবদের অধিকার ও হক, এটা কোন দয়া-দাক্ষিণ্য নয়। যেহেতু, মানুষ এমন জীবন ধারার মধ্য দিয়ে চলে যাতে করে সম্পদ অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে। এ উদ্বৃত্ত অংশ অবশ্য গরীবদের অংশ থেকে আসা। সুতরাং গরীবদের অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে যেন পাই পাই করে যাকাত আদায় করা হয়, সে ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। এ মানবাধিকার কখনো লংঘিত হতে দেয়া যাবে না।

অন্য মানবাধিকার হচ্ছে মানুষকে সুদের ছোবল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাষ্ট্র যদি সুদ প্রথা বাতিল করে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে তবে ধনী-গরীব সবাই উপকৃত হবে,-ধনীরা সুদের আয় থেকে রক্ষা পেয়ে পরকালীন জীবন সুখময় করতে পারবেন আর দরিদ্ররা সুদের যাতাকল থেকে রক্ষা পেয়ে আর্থিক দৈন্যদশা থেকে রেহাই পাবে। সুদ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে যে সব কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তারাই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বৃদ্ধি করেছে"।

"যারা সুদ খায় তারা সেই লোকের মত দাঁড়িয়ে থাকবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে"।

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা না ছেড়ে দাও তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই"।

এসব শক্ত কথাগুলো দ্বারা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি যে দেশে সুদ ব্যবস্থা থাকার কারণে আমরা পরকালের জীবনের জন্য দুঃখ কষ্ট ক্রয় করে চলছি। অথচ এ জীবনটা হচ্ছে পরকালের জন্য সওয়াব কামানোর জায়গা এবং এ সওয়াব কামানোর অধিকার আমার-আপনার সবার আছে। এ মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে।

একই রকমের কথা বলা চলে ঘুষ এর বিষয়টি নিয়ে। ঘুষ আজ আমাদের সমাজে রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করেছে এটা একটা চরম সত্য। এ সত্যটি সবাই অনুধাবন করেন,-সরকার, সরকারী দল, বিরোধী দল, বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

ও দেশী-বিদেশী সব সংস্থা। কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য সত্যিকার অর্থে কোন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, এমন কি 'ন্যায়পাল' পদটি সাংবিধানিক বাধ্য-বাধকতা হলেও সেটা পূরণ করা হচ্ছে না। অথচ কোরআনে ছুরাহ বাকারায় ১৮৮নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আর মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের (প্রশাসক) কাছে পেশ কর না"।

এমনিভাবে আরো অনেক বিষয় আমাদের নজরে আসবে যেগুলোর কারণে আমাদের মানবাধিকার ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে শুধুমাত্র কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়া আইন প্রবর্তন না করার কারণে। সত্যিকার অর্থে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে হলে এসব বিষয় নিয়েই প্রথমে আন্দোলন করা উচিৎ।

মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্য ঃ

অন্য যে বিষয়টি নিয়ে এ অনুচ্ছেদে কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে "মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্য" যা কিনা সকল মানুষের কাম্য। মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্য সম্বন্ধে স্বয়ং মহান আল্লাহ-তায়লা পবিত্র কোরআন শরীফে যথেষ্ট উল্লেখ করেছেন যেমন,

(ক) *"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি, স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য ওদের বাহন দিয়েছি, ওদের জীবনের জন্য উত্তম উপকরণ দিয়েছি, আর আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপরে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।* (১৭ ঃ ৭০)

(খ) *"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"।* (২ঃ ২৯)

(গ) *"আমি মানুষের জন্য কোরআনে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ বেশীর ভাগ ব্যাপারেই তর্ক করে"।* (১৮ঃ ৫৪)

(ঘ) *"তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট ও তোমাদের দান করেছেন উত্তম জীবনের উপকরণ"।* (৪০ ঃ ৬৪)

(ঙ) "তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন"। (৩৫ঃ ৩৯)

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মহান আল্লাহ-তায়লা মানুষকে মর্যাদাবান ও মূল্যবান হিসেবে তৈরী করেছেন। শুধু তৈরী করেছেন কেন বলবো, মানুষ যেন সবসময় ইহকাল ও পরকালে মর্যাদাবান হিসেবে থাকতে পারে সে জন্য তিনি মানুষদের জন্য নবী-রাসুলদের মাধ্যমে উপদেশ ও নির্দেশ পাঠিয়েছেন যার মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সর্বশেষ হচ্ছেন মুসলমানদের নয়নের মণি মোহাম্মদ(সঃ) যার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন মানুষের মাঝে প্রচার করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহর তরফ থেকে মানবসত্ত্বার মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে যদি মানুষ নিজেরা নিজেদের অর্থাৎ একে অন্যের এবং নিজের মর্যাদা , মূল্য ধূলিসাৎ করে বসে তবে দোষ দেব কাকে? মানুষ মানুষের হাতে যেমন নিগৃহিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে, এমনটি হচ্ছে না অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার বা শক্তির দ্বারা।

এখানে আমরা একটু ভেবে দেখতে পারি যে মানুষের কোন কোন কাজে মানুষ তার মর্যাদা ও মূল্য হারাচ্ছে এবং এই হারানোটা পুনরুদ্ধার করা যায় কিভাবে। নিম্নোক্ত কাজগুলোর কারণে মানুষ মানুষের মর্যাদা হারাচ্ছে ঃ

(ক) মানুষ আল্লাহর মনোনীত খলিফা হয়েও মহান স্রষ্টার নির্দেশ ও মনোনীত পথে না চলে. অন্যায় করছে ও নিজেদের মর্যাদা ও মূল্য হারাচ্ছে ইহকাল ও পরকাল দু'কালের জন্যই। খলিফা বা প্রতিনিধির যে রকম কর্মনিষ্ঠা, আস্থা, বিশ্বাস থাকার কথা সেটা হারিয়ে আমরা আমাদের মর্যাদা হারাচ্ছি ;

(খ) আমরা অনেকেই আল্লাহর অগণিত ও অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করেও আল্লাহর শুকরিয়া গুজার করছি না, আমরা অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞ মানুষের মর্যাদা মানুষের কাছেও নেই, আল্লাহর কাছে তো নয়ই ;

(গ) আল্লাহর নির্দেশ ও উপদেশ মান্য না করে আমরা একজন অন্যজনের হক, মর্যাদা, অধিকার নষ্ট করে চলছি , যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি যাকাত ও সদকা প্রদান না করে আমরা একজনকে গরীব করে রাখছি। এতে শুধু যে ঐ গরীব শ্রেণীর মর্যাদা ও মূল্য কমে যাচ্ছে তা নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির মর্যাদাহানী ঘটছে ;

(ঘ) ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ও প্রশাসন ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু রেখে আমরা যেন অনেকটা আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে আছি। এটা মর্মান্তিক। এসব থেকে আমাদেরকে দূরে সরে আসতে হবে। সরকারী সিদ্ধান্ত এখানে মুখ্য।

www.pathagar.com

এসব আলোচনার পরে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা নিজেরা নিজেদের অধিকার, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্য নষ্ট করে চলছি। সুতরাং আমাদের সংবিধানের এ অনুচ্ছেদটি একটু সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে লেখার প্রয়াস পেতে পারি ঃ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশে কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়া অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হইবে যেখানে কোরআন -সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ মোতাবেক মানুষ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে এবং সেই মতে মানুষের মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্য সর্বোতভাবে রক্ষা করিবার নিশ্চয়তা থাকিবে।

www.pathagar.com

১৩। উৎপাদন যন্ত্র,উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালী সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ;

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা ; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

এ অনুচ্ছেদটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে এখানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা সেই বিষয়টির সুষ্ঠু ও সাবলীল গতি জীবনের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের সুষ্ঠুতা ও সাবলীলতাকে প্রভাবিত করে। এখানে অর্থনীতির মূল কথাগুলো নিয়ে নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে যেমন সম্পদের মালিকানা, সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদিত সম্পদের বিলি বন্টন ইত্যাদি। এসব বিষয় নিয়ে কোরআনে আলোকপাত করা হয়েছে অতি সুক্ষ্মভাবে এবং সেই সুক্ষ্ম নির্দেশনার ভিত্তিতে আমাদেরকে চিন্তা করে বের করতে হবে সত্যিকার অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা কি হওয়া উচিৎ। শুধু সময়ের প্রয়োজনে সুবিধা মতো বিধি-ব্যবস্থার অধীনে কর্মকান্ড চালিয়ে গেলে চলবে না। ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং সে সীমানার বাইরে গেলে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শামিল হবে।

মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি, সুতরাং আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে চেষ্টা করতে হবে যেন আমাদের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ না করে বসি।

www.pathagar.com

এখানে জনগণকে সম্পদ, সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মালিক বলা হয়েছে। এটা ইসলামী মতে একটু দোষণীয় কেননা সকল সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ্-তায়লা এবং জনগণ আল্লাহ নির্দেশিত পথে এসবের ব্যবহারকারী মাত্র। মহান আল্লাহ্-তায়লা বিশ্বব্রহ্মান্ডের যাবতীয় সম্পদ মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরী করেছেন,-এটা স্মরণ রাখতে হবে যে মানুষ বলতে সমস্ত মানব জাতিকে বুঝায়, বিশেষ কোন জাতি, গোষ্ঠি বা ব্যক্তিকে বুঝায় না। সুতরাং সকল মানুষের অধিকার রয়েছে এ সম্পদে এবং কার কি রকম অধিকার বা হক সেটা মহান আল্লাহ্ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেন আমরা একজন অন্য জনের হক বা অধিকার হরণ না করি।

এ অনুচ্ছেদে তিন ধরণের মালিকানা (ব্যবহারকারী) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যথা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানা। মালিকানার এ রকম প্রকারভেদ বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ। তবে ইসলামের দৃষ্টিতেও বিষয়টি যে সংগত সেটা বলা প্রয়োজন এবং সকলকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে ইসলামী নীতির যেন কোন প্রকার বরখেলাপ না হয়।

প্রধান প্রধান কয়েকটি খাত নিয়ে সরকারী মালিকানার কথা বলা হয়েছে যেগুলো সাধারণতঃ ব্যক্তি মালিকানায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কষ্টকর। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সম্পদ রাখা হয় এর সুন্দর ও পরিপূর্ণ পরিচালনার জন্য। এ খাতে সাধারণতঃ খনিজ সম্পদ, বন-সম্পদ, সামদ্রিক সম্পদ ইত্যাদি প্রধান। এগুলো সরাসরি আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ যাতে আপামর জনগণের হক রয়েছে। সুতরাং এগুলোর ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যেন একজন নিরীহ, নিঃস্ব ব্যক্তিও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কেউ যেন তার সত্যিকারের অধিকার বা হক এর চেয়ে বেশী ভোগদখল না করতে পারে।

সমবায়িক মালিকানা নিয়ে একটা কথাই বলার আছে,-সেটা হচ্ছে অংশীদারীগণ যেন নিজ নিজ অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমবায়ের মালিকগণ শুধু যে নিজেদের হক সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন তা নয়, তাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে তাদের কারণে যেন অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণী।

ব্যক্তি মালিকানা নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা একটা স্বীকৃত ব্যবস্থা, তবে নির্ধারিত সীমার মধ্যে। ব্যক্তি মালিকানার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যত বেশী সম্ভব সম্পদের মালিক বনে যেতে পারেন ইসলাম নির্দেশিত হালাল পদ্ধতিতে। অবশ্য এটা জানা কথা যে হালাল উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়া সম্ভব নয় এবং ইসলামী নৈতিকতা যার মধ্যে কাজ করে সে কখনো সম্পদের পাহাড় গডার কথা চিন্তাও করে

www.pathagar.com

না কেননা সে জানে সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও শুধুমাত্র এ দুনিয়ার মধ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা। সত্যিকার অর্থে যে মুসলমান, সে সম্পদের পাহাড় গড়ার সময়ই পায় না কারণ তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হয়, হজ, রোযা ইত্যাদির জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। গরীব জনগণের কথা চিন্তা করতে হয় এবং পরকালের চিন্তা তাকে সম্পদ আহরণের পথ থেকে একটু হলেও দূরে সরিয়ে রাখে।

এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে সামান্য রদ-বদল করার প্রয়াস পেতে পারি যেমন ঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকনা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা। রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্পদ থেকে আয়কৃত নতুন সম্পদ 'বায়তুলমাল' এ জমা করা হইবে যেন তাহা হইতে অধিকতর দরিদ্রগোষ্ঠি আর্থিক সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিতে পারে।

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা। সমবায় মালিকানার ক্ষেত্রে এই রূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যেন সমবায়ের কারণে কোন অংশীদার বা সমবায়ের বাহিরের কেহ অহেতুক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। আরো নিশ্চিত করিতে হইবে যে সমবায়ী ব্যবস্থা পুরাপুরিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে হইতে হইবে এবং ইহাতে কোন প্রকার সুদ এর অস্তিত্ব থাকিবে না।

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে এবং এমন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যেন একজনের ব্যবসা ইত্যাদির কারণে অন্য একজনের বা সমাজের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না হয়। ব্যক্তি মালিককে অবশ্যই বিধি মোতাবেক 'বায়তুলমাল' এ দান করিতে হইবে।

www.pathagar.com

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

এ অনুচ্ছেদে মোটামুটিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে মানুষকে বিশেষ করে সমাজের অনগ্রসর গোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখানে যদিও শোষণের ক্ষেত্র ও ধরণ সম্বন্ধে বা শোষণের কারণ ও শোষণকারী কারা এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত প্রদান করা হয়নি, তবুও এটা বলা চলে যে মানুষ সমাজে শোষিত হয় মানুষ দ্বারা এবং মানুষের তৈরী বিভিন্ন আইন, প্রথা ও ত্রুটিপূর্ণ বিচারের মাধ্যমে। এসব বিষয় লক্ষ্য রেখেই মহান আল্লাহ্ পাক এর তরফ থেকে ইসলাম ধর্ম মানুষের জন্য এসেছে। ইসলাম ধর্ম মোতাবেক কিভাবে মানুষকে শোষণ থেকে রক্ষা করে সকলকে সুন্দর জীবন-যাপন করার ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ ও বিধি-বিধান দেওয়া আছে। এ অনুচ্ছেদে এসব নিয়ে কোন কথা বলা হয়নি। এখানে যেটা বলা হয়েছে তা হলো শোষিত হয়ে থাকে সাধারণতঃ কৃষক ও শ্রমিক এবং সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠি। তবে এরা ছাড়াও অনেক শ্রেণীর মানুষ শোষিত হয়ে আসছে যেমন দরিদ্র মানুষ, ছোট ব্যবসায়ী, ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, নারী সমাজ ইত্যাদি। এখন দেখা যাক কি কি পন্থায় ও কি কি কারণে একদল মানুষ অন্যদল কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে হউক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হউক শোষিত হয়ে আসছে এবং আমরা এটাও বুঝতে চেষ্টা করবো এসব থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে কি না বিশেষ করে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হলে।

সুদ ঃ

সুদ প্রথা মানুষ গ্রহণ করেছে সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে এবং সেই প্রাচীনকাল থেকেই এর বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করে আসছে কেননা মানুষ দেখেছে সুদের মারপ্যাচে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ বিষয়টি নিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক এর তরফ থেকে পবিত্র কোরআনে মানুষকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং সুদ থেকে দূরে থাকার জন্য বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন সুরাহ রুম এর ৩৯নং আয়াতে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তারাই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বৃদ্ধি করেছে"। অথবা,

"হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা দ্বিগুণ-বহুগুণ সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। তবেই তোমরা সফল হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুণকে ভয় কর যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে"।

সুদ শুধুমাত্র ইসলামেই যে নিষেধ করা হয়েছে তা নয়, যারা ইসলামের ধার ধারে না তারাও সুদের বিভীষিকা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। শেক্সপিয়ারের নাটকে যেমন সুদের বিভীষিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তেমনি বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদগণও এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন। মানুষ মানুষের জন্য অর্থাৎ একজন মানুষ অন্যজনকে দুঃখ ও বিপদের সময় সাহায্য করবে ও সহমর্মিতা দেখাবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। অথচ একজন মানুষ যখন বিপদে পড়ে ধার গ্রহণ করে তার থেকে তার দুর্বলতার সুযোগে ঋণের অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ করা অমানবিক। তাই কোরআনে সুদকে সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ আমরা দেখছি যে সুদ নামক শোষক যন্ত্রের প্যাঁচকলে মানুষ নিগৃহীত হচ্ছে, ঋণ গ্রহণের আগে যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ঋণ গ্রহণের পরে সুদের কারণে তার অবস্থার আরও অবনতি হয় এমনকি অনেকে নিঃস্ব হয়ে যায়। বাংলাদেশে সুদ নামক ষড়যন্ত্রের জাল নিয়ে অনেক বলা হয়েছে, সুদের বিভীষিকা সম্বন্ধে মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। গ্রাম্য দাদনকারী সম্প্রদায়কে মানুষ এখন আর মানুষের পর্যায়ে দেখে না, কাবুলীওয়ালা আমাদের দেশে মানুষকে কেমন নিঃশেষিত করেছে সেটাও নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ঋণ ও সুদ থেকে গরীবদেরকে রেহাই দেওয়ার জন্য ঋণ শালিসী বোর্ড গঠন করে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সকলের কাছে এখনও মহা-মানবের স্তরে বিরাজ করছেন। সুদ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে যদি আমরা শোষণ বন্ধ করতে চাই। সুদের প্রসংগ উল্লেখ করার সাথে সাথে আল্লাহর তরফ থেকে কোরআনে যাকাত এর মাহাত্য সম্বন্ধে ঘোষণা এসেছে।

এটা চরমভাবে সত্য যে যদি বিত্তবানরা আল্লাহর বিধান মোতাবেক যাকাত প্রদান করেন তবে সাধারণভাবে এটা হিসেব করে দেখা গেছে যে সত্যিকার অর্থে কোন গরীব মানুষ থাকবে না। গরীব না হলে কেউ সুদে অর্থ সম্পদ কর্জ করে না। সুতরাং সমাজ জীবনে বিশেষ করে সরকারী পর্যায়ে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন যাকাত সম্পূর্ণভাবে আদায় করা হয় এবং যাকাতের অর্থ সুষ্ঠুভাবে গরীবদের মাঝে বিরতণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতদের

www.pathagar.com

অধিকার বা হক রয়েছে। এটা আমরা সবাই অনুধাবন করি যে ধনীদের ধন-সম্পদ আহরণে বা অর্জনে অবশ্যই গরীবদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ধনী ভূ-স্বামী, জমিদার, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী যেই হোক না কেন তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গরীব শ্রমিক ও মেহনতী মানুষই কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের শ্রমের ফলেই ধনীর ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটা সাধারণ প্রক্রিয়া এবং এটা অবৈধ বা হারাম নয়। তবে যেটা হারাম তা হচ্ছে এই কর্মজীবী শ্রমিকদের উপযুক্ত পাওনা অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে। উপযুক্ত পাওনা কি সেটা নিজের মনকে প্রশ্ন করলেই সঠিক উত্তরটা পাওয়া যাবে। আর যারা এ কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তারাও ধনীদের ধন-সম্পদের কিছু অংশের অধিকারী কেননা যাবতীয় সব ধন-সম্পদের একমাত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্-তায়লা। তাই আল্লাহ্ পাক যাকাতের মাধ্যমে গরীবদের হক আদায়ের ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে করে গরীবরা বঞ্চিত ও শোষিত না হয়।

সম্পত্তি বন্টন ঃ

সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে বন্টন না হওয়ার কারণে অনেকে বঞ্চিত হচ্ছে , অথচ আল্লাহ্ পাক সম্পত্তি বন্টনের জন্য নির্দিষ্ট আইন জারী করে রেখেছেন। কোন ব্যক্তি তার জীবিত থাকা অবস্থায় বৈধভাবে অর্জিত সম্পদের একক অধিকারী থাকতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পর সেই সব সম্পত্তি কারোর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকতে পারবে না যেমন কোন কোন অনৈসলামিক সমাজে জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা স্ত্রী বা এমন কেউ এককভাবে সকল সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। মানুষের মৃত্যুর পর সম্পদের উপর তার কোন হক থাকে না এবং আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে সেই সম্পদ তার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী বন্টন করা হয়। সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে ছুরাহ্ নিছা তে পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দেওয়া আছে। সেই নির্দেশনা মোতাবেক সম্পত্তি বন্টন হলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক কমে যাবে। কিন্তু আমাদের দেশে এর বরখেলাপ হচ্ছে,-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছেলে সন্তানরা জোর-জবরদস্তি করে সম্পত্তি নিজেদের আয়ত্বে রেখে দিচ্ছে, বোনদের এমনকি বৃদ্ধা মাকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা বড় ধরণের অর্থনৈতিক শোষন-এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন কড়াকড়িভাবে ইসলামীকরণ করতে হবে এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিৎ হবে না।

ঠিক একইভাবে আমরা দেখছি যে তালাক প্রাপ্তা নারীরা নিয়ম অনুযায়ী দেন-মোহর ও খরপোষ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে অন্য একটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেটা প্রয়োজন তা হলো এসব

www.pathagar.com

ইসলামী বিধি-বিধান যেন কড়াকড়িভাবে পালিত হয় সে ব্যাপারে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে সরকারের কোন অর্থ ব্যয় হবে না কিন্তু সমাজে সুশাসন কায়েম হবে।

অসম শিক্ষা-নীতি ঃ

একটা দেশের জন্য শিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন কতখানি সেটা বুঝিয়ে বলার কোন অবকাশ নেই, আর সাথে সাথে এটাও সকলের কাছে পরিষ্কার যে একটা সুষ্ঠু শিক্ষা-নীতি ছাড়া সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। শিক্ষাকে দেখা হয় মানুষের অধিকার হিসেবে। কিন্তু সেই অধিকারকে মানুষের কাছে সুষম ভিত্তিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি। যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে মোটামুটি একটা অভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি ভিন্ন চিত্র,-এখানে আছে ইংরেজী মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা, বাংলা মিডিয়ামে সাধারণ শিক্ষা, আছে ধর্ম-ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা। এর ফলে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি সকলে চাকুরী, ব্যবসা বা পেশাগতভাবে সমান সুযোগ পাচ্ছে না। ইংরেজী মাধ্যমে যারা লেখাপড়া শিখছে তারা অন্যদের থেকে ইংরেজীতে অধিকতর অগ্রগামী এবং সেই কারণে বিদেশে বা বিদেশী সংস্থা ইত্যাদিতে তাদের কদর বেশী, আবার অন্যদিকে মাদ্রাসা থেকে পাশ করা লোকজন অনেক ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ সমস্যা দূর করা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। শিক্ষা-নীতি, সিলেবাস, ভাষাগত বৈষম্য ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করলে একটা সুষম ব্যবস্থা অবশ্যই গড়ে তোলা সম্ভব। এর ফলে মানুষে মানুষে বৈষম্য বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সম্প্রদায়গত বৈষম্য ইত্যাদি দূর করা সম্ভব হবে।

নারী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ ঃ

এখানে সমাজের অনগ্রসর অংশের কথা বলা হয়েছে আর সবচেয়ে অনগ্রসর অংশ বোধ হয় আমাদের নারী সমাজ। একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে ইসলামের মাধ্যমে নারী সমাজকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। বিষয়টি ইসলাম পন্থী লোকজনের নিদারুণ মনোকষ্টের কারণ হয়ে আছে দু'কারণে। প্রথমতঃ কথাটি একেবারে মিথ্যা অর্থাৎ বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত ; আর দ্বিতীয়তঃ নারী জাতির দুঃখকষ্ট দর্শনে সত্যিকার মুসলমানরা কষ্ট না পেয়ে থাকতে পারে না। ইসলাম নারীদেরকে যে বিশেষ ধরণের মর্যাদা দান করেছে সেটা আর কোন ধর্মে দেখা যায় না অথচ বলা হচ্ছে অন্যরকম। এটা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়েদেরকে আমরা অনেকভাবে বঞ্চিত করছি যার কারণে তারা আজ এমন সব কাজ করতে বাধ্য হয় যা কিনা মেয়েরা কখনোই

www.pathagar.com

করেনি যেমন মাঠে ফসল কাটা, ইট পাথর ভাঙ্গা, রাজমিস্ত্রীর সাথে যুগালীগিরী করা, মাটি কাটা আরো কত কি! এসব অন্যায় ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন করতে হবে যেন মায়ের জাতের কোনরূপ মর্যাদাহানী না ঘটে। দু'একজন গুণবতী নারী মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা বড় অফিসার হওয়া মানে নারী জাতির অগ্রগতি নয়। মেয়েদের অধিকার স্ত্রী হিসেবে, জননী হিসেবে, ভগ্নি হিসেবে কড়াকড়া হিসেব করে মিটিয়ে ফেলতে হবে যা মহান আল্লাহ-তায়লা তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ঘুষ প্রথা ঃ

ঘুষের আদান-প্রদানকে ঠিক 'প্রথা' বলা ঠিক হবে না, তবে এটা যে আকারে ও প্রকৃতিতে আমাদের সমাজে সম্প্রসারিত হচ্ছে সেটা সকলের কাছে দুঃশ্চিন্তার কারণ। ঘুষের কারণে আমরা দেখছি যে সমাজে একজনের দুর্ভোগের ফসল হিসেবে আর একজন অবৈধ সম্পদের অধিকারী। অবশ্য এ সম্পদ দিয়ে আমরা ক্রয় করে চলছি দোজকের শাস্তি। সুতরাং এসব বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকেই বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এসব আলোচনার পর এটা পরিষ্কার হয়েছে যে আমাদের সমাজে যে সব অসংগতি, বৈষম্য, অনগ্রসরতা বিরাজ করছে সেগুলোর নিরসন করা সম্ভব হবে যদি আমরা ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নির্দেশ কড়াকড়িভাবে মেনে চলি। এসব মেনে চলার জন্য উপযুক্ত আইন থাকা প্রয়োজন এবং সংবিধানে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। তাই আমরা সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদটিকে আরো একটু সম্প্রসারণ করে লিখার প্রয়াস পেতে পারি যেমন,

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে — কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্তির জন্য সুদ ব্যবস্থা হারাম ঘোষণা, ঘুষের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু, ইসলামিক পারিবারিক আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ, সরকারী পর্যায়ে যাকাত উসুল ও এর সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং সর্বোপরি মানুষের মধ্যে ইসলামী চেতনা সর্বোতভাবে জাগরিত করিবার সমুদয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন।

www.pathagar.com

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

১৫নং অনুচ্ছেদে বেশ কিছু কল্যাণমূখী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে গরীব-দুঃখী, বেকার, আশ্রয়হীনদের জন্য অনেকটা স্বস্তি আনয়ন করা সম্ভব হবে। এসব কল্যাণমূখী কর্মকান্ড গ্রহণের তাগিদ ইসলাম ধর্মে নানাভাবে প্রদান করা হয়েছে। এখানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মান উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে যার ফলে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সরকার নীতিগতভাবে রাজী হয়েছে।

www.pathagar.com

এ কথা অনস্বীকার্য যে পূর্ণ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা ইসলামী শাসন ব্যতিরেকে সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ, মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গ্রহণ করে হয়তো বা বিশেষ কোন গোষ্ঠি বা এলাকার সাময়িক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব, কিন্তু সকল সময়ের জন্য ও সবার জন্য সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নয়ন করতে হলে আল্লাহর আইন মোতাবেক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে এমন অর্থনীতি চালু করতে হবে যা কিনা সততা ও সুবিচারের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত এবং এটা সম্ভব আল্লাহ নির্দেশিত বিধি-ব্যবস্থার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যেখানে ঃ

(ক) ব্যাংক ও অন্যান্য দাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সুদের মাধ্যমে মানুষকে বিশেষ করে দরিদ্র জনগণকে শোষণ করছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সুদের যন্ত্রণা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য সরকারকে মাঝে মধ্যেই সুদ/দন্ডসুদ ইত্যাদি মাফ করার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

(খ) ধনী-দরিদ্র ব্যবধান অস্বাভাবিক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। একমুঠো পান্তা ভাতের জন্য দুই সতীন ঝগড়া করে এবং ফলস্বরূপ একজন আত্মহত্যা করতে এগিয়ে যায়। এমন খবর খবরের কাগজে বেরোয়, আবার অন্যদিকে লক্ষ/কোটি টাকার অপচয় ও বিলাসিতার খবরও অহরহ শুনে আসছি। আরো দুঃখজনক এটা যে, খবর নিলে দেখা যাবে যে যারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে এদের অনেকেই যাকাত প্রদান করছেন না এবং সরকারী তহবিলে যে কর ও শুল্ক প্রদান করার কথা সেটা দিচ্ছেন না। এদেরকে সততা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শেখানোর কেউ যেন নেই।

(গ) যারা দরিদ্র তারা এমন দারিদ্রের মধ্যে রয়েছে যে তাদের যেমন নেই দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা তেমনি নেই মাথার উপরে সামান্য ছাউনি। শিক্ষার কথা তো এদের জন্য যেন প্রযোজ্যই নয়। এমনি একটা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে এরা বংশ পরম্পরায় দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে, দারিদ্রের অতল গহ্বর থেকে এদেরকে টেনে তোলার কোন ব্যবস্থাই যেন নেই।

www.pathagar.com

এ সব সমস্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে ধরণের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটা সবক্ষেত্রে গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অনেক মহল থেকেই অভিযোগ করা হয়। ইনসাফপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা না থাকার কারণে সম্পদ অনেক সময় স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে পুঞ্জীভূত থাকছে যার ফলে উৎপাদন যন্ত্রসমুহ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারছে না। আর একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যে অতিরিক্ত সম্পদ ও অর্থ কুক্ষিগত করে সেটা প্রায় ক্ষেত্রেই হারাম উপায়ে অর্জিত। যদি মানুষকে নৈতিকতা, ইসলামী মূল্যবোধের উন্মেষ ও সততা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে এ অবৈধ অর্থ সঞ্চয় করার প্রাণপণ প্রয়াস হ্রাস পাবে।

এ অনুচ্ছেদের (খ) দফায় নাগরিকদের কর্মের অধিকার ও উপযুক্ত মজুরীর কথা বলা হয়েছে যদিও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর সংখ্যক লোক কর্মবিহীন অবস্থায় থাকছে অথচ বেকার-ভাতা ইত্যাদি কোন কিছুই প্রদান করা হচ্ছে না। আসলে অপচয় ও অবৈধ কাজ-কর্ম বন্ধ করতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ আশা করা যায় এবং অধিকতর বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে দারিদ্র কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। এর ফলে একটা সুষম সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হবে। একটা মুসলিম প্রধান দেশে অপচয় থাকতে পারে না কেননা পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে,

"হে আদম সন্তান। প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরবে, পানাহার করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অবশ্যই অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না"। ছুরাহ্ আরাফ ঃ ৩১

(গ) দফায় একটা ভালো বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং মানুষের জন্য বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের কথা বলা হয়েছে। বিশ্রাম ও অবকাশ মানুষের জন্য অতীব জরুরী বিষয়। তবে বিশ্রাম এর বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে এখানে সুস্থ বিনোদন ও বিশ্রাম ভোগ করা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত টেলিভিশন উপভোগ করি, সারারাত ধরে নাচগান ইত্যাদি চলে। বিদ্যুতের অভাবে সবকিছু বন্ধ থাকলেও লক্ষ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ ব্যয় করে রাত্রিকালীন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা খেলি। মধ্যরাত বা তারও বেশী রাত ধরে নাচ-গানের মধ্যে ডুবে থাকার ফলে ফজরের নামাযের আযান আমাদের কানে পৌঁছায় না এবং আমরা দিনের অধিকাংশ বা অনুরূপ সময় ঘুমিয়ে থাকি যে সময় সাধারণতঃ কুকুর ঘুমায়। মুসলমানদের জন্য এ ব্যবস্থা

www.pathagar.com

কখনও অনুমোদিত হতে পারে না কেননা পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে,

"ওরা কি বুঝে না যে, আমি ওদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছি রাত্রিকে এবং দিনকে করেছি আলোয় উজ্জল"। ছুরাহ্ নমল ঃ ৮৬

অন্যত্র, অর্থাৎ ছুরাহ্ ফুরকান এর ৪৭নং আয়াতে বলেছেন,

"আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ করেছেন,বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা ও কর্মের জন্য দিয়েছেন দিন"।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা রাতের কাজ যেমন দিনে করি বা দিনের কাজ রাতে করি সেটা আল্লাহ্ অনুমোদিত পথ নয় এবং আল্লাহ্ যেটা অনুমোদন করেন না সেটা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। সুতরাং আমাদের আইন কানুন ও সাংবিধানিক বিধি-বিধান এমন হওয়া উচিৎ যাতে করে আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ না করি। মহাসংবিধান কোরআনের আলোকে আমরা সংবিধান রচনা করবো এটাই আমাদের জন্য স্বাভাবিক।

(ঘ) দফায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য কথা বলা হয়েছে যেমন পিতৃমাতৃহীনতা, বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব, বৈধব্য ও বার্ধক্যজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধান পাবার নাগরিক অধিকার এবং এক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এসব সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলা হয়েছে সংবিধানের এমন একটা অংশে যে অংশের বিধানাবলী নিয়ে আদালতে মামলা করা যায় না। সুতরাং তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়াও কঠিন।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এসব ব্যাপারে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। পিতৃমাতৃহীন এতিম বালক-বালিকাদের সম্পত্তি রক্ষা করা যেমন অন্যদের জন্য বিরাট আমানতস্বরূপ তেমনি তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা সকলের জন্য বিরাট কর্তব্য যেমন ছুরাহ্ নিসাহ্ এর ২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে দেবে এবং তোমরা উত্তম বস্তুর সাথে নিকৃষ্ট বস্তুকে বিনিময় করো না। নিজেদের ধন-সম্পত্তির সাথে তাদের ধন-সম্পত্তি মিশিয়ে গ্রাস করো না। এরূপ কর্ম গুরুতর পাপ"।

একই ছুরার ৯-১০ আয়াতদ্বয়ে আরো জোরালোভাবে বলা হয়েছে,

"আর পিতৃহীনদের সম্পর্কে মানুষের ভয় করা উচিৎ, যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত (তবে) তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতো অতএব

www.pathagar.com

লোকের উচিৎ (এতিম-অনাথ-সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুণে জ্বলবে"।

এমনিভাবে বিভিন্ন আয়াতে বিধবা, বৃদ্ধ ও অভাবগ্রস্থদের যত্ন নেওয়া ও সাহায্যের জন্য আকারে ইঙ্গিতে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিৎ ব্যক্তিগতভাবে এসব উপদেশ মোতাবেক কাজ করা। তবে যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগ সব সময় নেওয়া সম্ভব হয় না তাই সরকারীভাবে এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য এবং সে সব কার্যক্রম কি হবে তা বিধি-বিধানে লেখা থাকা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, আমরা ১৫নং অনুচ্ছেদটি আরো বিস্তারিতভাবে লেখার প্রচেষ্টা নিতে পারি যেমন,

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে কোরআন ও ছুন্নাহর আলোকে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার ইনসাফপূর্ণ বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক) অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের সুষম উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ;
(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ইনসাফপূর্ণ মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;
(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, হালাল বিনোদন ও অবকাশের অধিকার। রাত হইবে বিশ্রামের জন্য আর দিন হইবে কর্মের জন্য এ নীতি মানিয়া চলিতে হইবে;
(ঘ) কোরআন ও ছুন্নাহর আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ মোতাবেক সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীন বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য

www.pathagar.com

পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার। এ উদ্দেশ্যে সরকার যাকাত আদায় করিয়া ও অন্যান্য কর আদায় করিয়া 'বায়তুল মাল' সৃষ্টি করিবে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র

১৭ (ক) একই পদ্ধতির গণমূখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এ অনুচ্ছেদে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার সুযোগ সকল নাগরিকের জন্য সৃষ্টি করা একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সহানুভূতি, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নাগরিকদের জন্য সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর নয়। রাষ্ট্রীয় আর্থিক আনুকূল্য ছাড়া হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনা করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু দেশের নাগরিকদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষা এমন একটা বিষয় যা কিনা 'যেমন খুশী তেমন' ভাবে চলতে পারে না কারণ শিক্ষার ধরণ, শিক্ষার গভীরতা ও বিস্তৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিকরা কোন ধরণের হবে। শিক্ষার ব্যবস্থাদি অর্থাৎ বস্তুগত সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করাই মূল বিবেচ্য বিষয় নয়, প্রধান বিষয় হচ্ছে শিক্ষা-নীতি।

এ অনুচ্ছেদে শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি মৌলিক নীতির উল্লেখ রয়েছে যা সাধারণভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয়। এখানে 'গণমূখী', 'সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা', 'অবৈতনিক' ও 'বাধ্যতামূলক' শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যাতে করে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়। এখানে আরো বলা হয়েছে যে শিক্ষাকে সময়ের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ করার চেষ্টা নেওয়া হবে। যে কথাগুলোর উল্লেখ নেই সেটা হচ্ছে কোরআন-হাদিস শিক্ষা

www.pathagar.com

সম্বন্ধে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোরআন-হাদীসের আলোকে সংগতিপূর্ণ করে তোলার কথা বলা হয়নি, বলা হয়নি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও জোরালো করার কথা।

যারা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও রাখেন তাঁরা অবশ্যই অনুধাবন করেন যে জীবনের সকল অঙ্গনের কাজকর্মই ইসলাম ভিত্তিক হতে হবে,- এটাই ইসলামের মূলকথা। শিক্ষা বিষয়ক কাজকর্ম অবশ্যই ইসলাম ভিত্তিক হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না কেননা বাংলাদেশের ৮০-৮৫% জনগণ হচ্ছেন মুসলমান। কিন্তু আজকাল আমরা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে শুনছি, এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকে এমন পর্যন্ত বলে চলছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু যে ধর্ম-নিরপেক্ষ হবে তা নয় এখানে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কোন কিছু পড়ানো যাবে না এবং মক্তব মাদ্রাসাগুলো অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে।

এ অনুচ্ছেদে যা কিছু বলা হয়েছে তা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য- অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসার করা এর লক্ষ্য। নিরক্ষরতা দূর হলে একজন সাধারণ মানুষের জীবনবোধ একটু উন্নত হবে, চিন্তার প্রসারতা ঘটবে। মানব-জীবন সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা তার মধ্যে জন্মাবে। সুতরাং নিরক্ষরতা তথা সাধারণ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর ফলে মানুষ বুঝতে পারে মানুষ কি ও কেন, মানুষের মনুষ্যত্ব কিসে বাড়ে। আর এসব অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে যদি এমন শিক্ষা প্রদান করা হয় যেমন অভিযোগ উঠে ছিল যে একটা এন,জি,ও পরিচালিত গণশিক্ষা কেন্দ্রে এক শিক্ষিকা এক শিশু ছাত্রের হাতে চকলেট তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করছিল চকলেটটা কে দিয়েছে — শিক্ষিকা, না আল্লাহ? ছাত্রটি ও শিক্ষিকা বলেছিল-শিক্ষিকা, আল্লাহ নয়। এমন শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করার চেয়ে চিরকাল নিরক্ষর থাকাই শ্রেয়তর।

তাই আজকে অনেকের দাবী হবে যে, 'খ' উপ-অনুচ্ছেদের পূর্বে আরো একটি উপ-অনুচ্ছেদ লিখতে হবে যা হতে পারে নিম্নরূপ ঃ-

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগাইয়া তোলার জন্য ও ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করিবার জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে -

www.pathagar.com

(ক)রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য,

(খ)সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ)আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

www.pathagar.com

১৮ (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৮নং অনুচ্ছেদে সুন্দর সুন্দর কথা উচ্চারিত হলেও বাস্তব চিত্র অনেকাংশে সম্পূর্ণ বিপরীত আমাদের এই মুমিন-মুসলমানদের দেশ বাংলাদেশে যেমন গত ১০-৪-৯৯ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় একটি আলোচনা সভার সংবাদ ছাপা হয়েছিল নিম্নরূপভাবে ঃ

"জাতিসংঘ স্বীকৃতি না দিলেও আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তি স্বীকৃতির চেষ্টা দুঃখজনক"।

-নারী অধিকার আন্দোলন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ শবমেহের দিবস উপলক্ষ্যে নারী অধিকার আন্দোলনের উদ্যোগে গতকাল (শুক্রবার) বিকেলে মোহম্মদপুর গজনবী রোডস্থ প্রত্যাশা প্রাংগণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারী অধিকার আন্দোলনের সাহিত্য সম্পাদিকা সালমা রহমানের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর হোসনে আরা কামাল। এ ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক রওশন আরা কবীর ও বিশিষ্ট লেখিকা ডঃ লুলু আক্তার বানু সুগন্ধা। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে কর্ম জীবনের বিভিন্ন জরিপের আলোকে পতিতাবৃত্তির বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরে বলেন, জাতিসংঘ যেখানে পতিতাদের যৌনকর্মী বলে স্বীকৃতি দেয় না, সেখানে আমাদের দেশে কেউ কেউ পতিতাদের এ নামে অভিহিত করছে এবং পৃথিবীর আদিমতম অমানবিক এ পেশাকে স্বীকৃতি দিতে চাইছে, যা দুঃখজনক।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, *"আমাদের দেশে পতিতাদের পুনর্বাসন এবং এ বৃত্তি রোধ করা সম্ভব। কারণ আমাদের সামাজিক কাঠামো পতিতাবৃত্তির অনুকূল ধারায় প্রবাহমান নয়। তিনি বলেন, অতীতে দেখা গেছে অমুসলিম মহিলারাই পতিতাপল্লীর একটি বৃহৎ অংশ"।*

এ সেমিনারটি যতই ছোট হোক না কেন যে বিষয়টি এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কিছুদিন ধরে দেশের নানাস্থানে পতিতাদের সম্মেলন/মহা-সম্মেলন হয়ে আসছে যেখানে পতিতারা মাথা উঁচু করে জোর গলায় তাদের কাজকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য দাবী তুলে আসছে তাদেরকে যৌনকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাতে করে তারা নানা সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। এমন দাবী করা হচ্ছে অহরহ অথচ পবিত্র সংবিধানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে পতিতাবৃত্তি নিরোধের জন্য সরকার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পতিতাদের দাবী সংবিধানের (১৮(২) ধারার ঘোষণার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত বরং বলা চলে সংবিধানের ধারাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তো কোন ব্যবস্থা নেওয়াই হয় নাই বরং দেখা গেছে পতিতারা যাতে নির্বিঘ্নে সভা সম্মেলন করতে পারে তার জন্য নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা সরকারী তরফ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

ঠিক একই কথা বলা হয় মদ, জুয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে মদ এর ব্যবহার শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে বিশেষ কোন কোন রোগ নিবারণের জন্য সীমিত আকারে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে ঘোষণা এসেছে এবং স্বাস্থ্যহানীকর অন্যান্য সব ভেষজ জাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ করণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। জুয়াখেলা নিরসনের জন্যও রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে মদ, জুয়া ও গণিকাবৃত্তিকে রাষ্ট্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। শুধু এগুলো বন্ধ বা নিরসনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মদ, জুয়া ও পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণে এগুলো কেউ করলে সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। রাষ্ট্র এসব অপকর্ম নিরসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সরকার করছেন অন্য রকম ব্যবস্থা। সরকারী লাইসেন্স ইত্যাদি নিয়ে চলছে মদের ব্যবসা, চলছে জুয়া ও হাউজির মত খেলা, চলছে পতিতাবৃত্তির ব্যবসা। সরকারী লাইসেন্স পাওয়া গেলেও এগুলো কোরআনের বাণীতে লিপিবদ্ধ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সেই কারণে এর সাথে জড়িত সকলকে দোযকের শাস্তি ভোগ করতে হবে এটাই আমাদের স্বাভাবিক ধারণা। এখানে রাষ্ট্র এবং প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

মদ, জুয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে মহান আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশনামা জারী করা হয়েছে যেমন,

"হে বিশ্বাসীগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য পরীক্ষার তীর নিক্ষেপ ঘৃণ্য বস্তু- শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং আল্লাহর ধ্যানে ও নামাযে তোমাদের বাধা দিতে চায়। তা হলে তোমরা কি বিরত হবে না"? ৫ ঃ ৯০-৯১

আর গণিকাবৃত্তির সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ অনেক ও সুস্পষ্ট যেমন,

"জ্বিনার (অবৈধ যৌনসংগমের) কাছে যেও না ; এ অশ্লীল আর মন্দ পথ"। ১৭ ঃ ৩২

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশো কষা মারবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে ওদের উপর দয়ামায়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহয় ও পরকালে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"। সুরাহ নূর

উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে মদ, জুয়া ও গণিকাবৃত্তি ইসলামী আইনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ কেননা পবিত্র আল-কোরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ-তায়লা এগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং এ অনুচ্ছেদটি পুনর্লিখন করে অপরাধযোগ্য আইনে রূপান্তরিত করতে হবে,-এটা শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি হিসেবে থাকলেই চলবে না। এ পর্যায়ে আমরা এ অনুচ্ছেদটি এভাবে লেখার প্রচেষ্টা রাখতে পারি ঃ

১৮ (১) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন;

(২) মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইল যেহেতু কোরআনে এগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে ; তবে বিশেষ কোন কোন রোগের আরোগ্যের প্রয়োজনে

www.pathagar.com

কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজনে সরকার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২ (ক) গণিকাবৃত্তি ও সকল প্রকার জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করা হইল।

www.pathagar.com

১৯(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২)মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এ অনুচ্ছেদে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছে যেগুলো সত্যি বাস্তবায়ন করতে পারলে মানুষের জীবন অনেক সুন্দর, স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ও অর্থবহ হতে পারে। কিন্তু কথাগুলো সুন্দর হলেও সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরী করার বিশেষ কোন নির্দেশনা এতে পাওয়া যাচ্ছে না। ইসলামের মূল সুরের সাথে এ কথাগুলোর জোরালো মিল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলা হয়নি যাতে করে এ সুন্দর ইচ্ছাগুলো বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

১৯নং অনুচ্ছেদের (১) অংশে খুবই ইনসাফপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ এর ব্যবস্থা করা আজকের যুগের সব রাষ্ট্রেরই একটা প্রধান কাজ। সত্যিকার ইনসাফ এর কথা যদি বলি তবে এটা আমাদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় কেননা সকল সম্পত্তির মালিক মহান আল্লাহ-তায়লা, মানুষ শুধুমাত্র সাময়িকভাবে এসব সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ পায়। সুতরাং যে জিনিষ সত্যিকার অর্থে আমার নিজের নয় সেটা থেকে অন্যকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার নেই। অন্যের জন্যও এটা ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। তবে একটা বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কাজ সমাধা করতে হয় নতুবা শৃঙ্খলা থাকে না এবং তখন দেখা যাবে যে সকলের সম্পত্তি মানে কারোরই সম্পত্তি নয়। সেক্ষেত্রে কারোরই অধিকার বা সুযোগ থাকবে না। এসব ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে মানুষের পারস্পরিক অধিকার, দান খয়রাত এর গুরুত্ব, হালাল হারাম এর পার্থক্য, অপচয় ও অপব্যয় এর কুফল ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে নৈতিক জ্ঞান বিতরণ করাও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এগুলো সাধারণ মানুষ যদি অনুধাবন করতে পারে এবং সেমতে জীবন-যাপন করে তবে নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত হয়ে যাবে আপনা-আপনি।

www.pathagar.com

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ১৯(২) উপ-অনুচ্ছেদে মোটামুটিভাবে এ ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে যে আমাদের নীতি, আইন ও ব্যবস্থাদির কারণে যেন মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি না পায় এমন ধরণের ব্যবস্থার কথা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসংগতি দূর করে মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে সব সময় লক্ষ্য করা যায়।

সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড, শ্লোগান ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল কথা ও লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের দরিদ্রতা বিমোচন বা দরিদ্রতা কমিয়ে এনে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা বা কম্যুনিষ্ট প্রশাসনে সবাই একটা কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে তাদের শাসন কায়েম হলে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচন হবে বা দারিদ্রের প্রকটতা অনেক কমে আসবে। ধর্মীয় ব্যবস্থাদির মধ্যে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে নানা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং সুস্পষ্ট কতকগুলো নির্দেশ দেয়া আছে যার ফলে সাধারণভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, আর্থিক বৈষম্য দূর হবে ও বন্টন ব্যবস্থা সুষম হবে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম আমাদের দেশে রাষ্ট্র ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অসুবিধার কারণে আমরা ইসলামী জীবন বিধান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। তবুও আমাদেরকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে।

এ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য সম্পদের সুষম বন্টনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ —সুবিধা দানের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে । কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে প্রায় এর বিপরীত - অর্থাৎ বিশেষ কোন কোন শ্রেনী বিশেষ সুযোগ — সুবিধা পাচ্ছেন আর অন্য দিকে বিপুল জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার ; ফলে বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করছে । ইসলামের ইনসাফপূর্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে এমনটি হতে পারে না । সম্পদের সুষম বন্টনের কথা উঠলে আমাদের মনের কোলে এ কথাটিই ভেসে আসে যে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত দুনিয়াবী সম্পদের উপর সকলের হক রয়েছে । এ ব্যাপারে বন্টন ব্যবস্থা আল্লাহ-তায়ালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন । সুষম বন্টন সুসম্পন্ন হওয়ার পথে প্রধান পদক্ষেপ হওয়া উচিৎ,পিতার মৃত্যুর পর ছেলে -মেয়ে ও অন্যান্য উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়া । কিন্তু আজকাল এ বিষয়টি খুব সততা ও সুবিচার সহকারে করা হয় না । মেয়েদেরকে সম্পত্তি থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে । ফলে ভাই বোনের

www.pathagar.com

মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য শুরু হয়ে যায়। যা পরবর্তীতে সমাজে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টনের কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু কি উপায়ে তা করা সম্ভব সে বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রধান কার্যক্রম হতে পারে যাকাত ব্যবস্থা যদি তা পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাত আদায় ও পরিচালিত হলে একটা বড় সুবিধা পাওয়া যাবে তা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে হাতে নেওয়া যাবে যাতে করে দরিদ্র জন গোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হতে পারবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে ছোট-খাট কল-কারখানা, খামার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্রদের হাতে সমবায়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যেতে পারে। এ সব কর্মকান্ড গ্রহন করতে হলে রাষ্ট্রকে বায়তুল-মাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

এ অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের কথা বলা হয়েছে, এটা খুবই যুক্তিযুক্ত চিন্তা ভাবনা — এটা বাস্তবায়নের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো এমন একটা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যার শাখা-প্রশাখা প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র বিরাজ করবে। তা হলেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার সুবাদে প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক সুফল পৌঁছে যাবে। এমন প্রতিষ্ঠান হতে পারে বায়তুল-মাল এর অফিস। মসজিদ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেও অনেক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মূলতঃ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, এখানে মানুষের কতকগুলো গুণাবলীর কথা এসে যায়, সেগুলো অর্জন ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষম ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। এখানে মানুষের নৈতিকতার কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। মানুষ নৈতিকতার শিক্ষা পেলে সমাজ থেকে অনেকগুলো দুষণীয় কাজ বন্ধ হতে পারে যেমন ঘুষ গ্রহন, আমানত নষ্ট, সুদী কারবারের প্রসার, অন্যের সম্পত্তি দখল ইত্যাদি। এর জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার একান্তভাবে কাম্য।

শুধু এসব বিষয় নিয়ে ভাবলেই চলবে না অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দু'চার জন এমন পথে চললে আমাদের কাজ সম্পন্ন হবে না। যেটা প্রয়োজন তা হলো এসব ব্যাপারে সরকারকে শরীয়া মোতাবেক আইন পাস করতে হবে, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করতে হবে এবং কর্মকান্ড বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

জন্য সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সরকারকে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে 'বায়তুল মাল' জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে দারিদ্র কমানোর কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। ইসলামের আলোকে সম্পদ ও সম্পত্তি বন্টনের সুষম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, ব্যবসায়িক জালিয়াতি, মুনাফাখোরী, চোরাচালানী ইত্যাদির মত গর্হিত কাজ কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, সুদ ব্যবস্থা বর্জন করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।

উপরে যে সব আলোচনা করা হলো এবং ইসলামী মতে যে সব সমাধানের কথা উল্লেখ করা হলো সে সব নির্ভর করে সমাজে একটা ইসলামী পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টি করার উপর। একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ অবস্থানে বসবাস করে এসব ইসলামী সমাধান পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আমেজ থাকা প্রয়োজন যেটা সম্ভব হবে শিক্ষা নীতি ইসলামী হলে। মহান আল্লাহ-তায়লার কাছে আমাদের বিনীত আরজ যেন তিনি আমাদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামিক স্পিরিট জাগিয়ে দেন।

এমতাবস্থায়, আমরা এ অনুচ্ছেদটিতে আরো কিছু শব্দ যোগ করে লেখার প্রয়াস পেতে পারি যেমন,

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার, যাকাত, সদকা, হালাল-হারাম এর পার্থক্য, অপচয় ও অপব্যয়ের কুফল ইত্যাদি নৈতিক বিষয়ে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করিবেন।

(২) এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্র বায়তুল-মাল ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবেন,যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা নিবেন, সুদ ব্যবস্থা বিলোপ করিয়া ইসলামী অর্থনীতি চালু করিবেন।

www.pathagar.com

২০ (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক,-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

এ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মানুষকে কর্মনির্ভর করার ধারণা দেওয়া হয়েছে। কর্মের সুযোগ লাভ প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং কর্মকে সকলের জন্য সম্মানের বিষয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটা ইসলামী আইন ও অন্য যে কোন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য। কর্ম মানুষের অধিকার এ জন্য যে জীবিকা অর্জনের অধিকার সকলের রয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু না কিছু 'হক' রয়েছে এবং এ সম্পদ সে ভোগ করতে পারছে না কেননা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কিছু নিয়ম-কানুনের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ তার নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। রাষ্ট্র ও সমাজের শক্তিশালী মানুষগুলো অনেক সম্পদ তাদের করায়ত্ব করে রাখে যে সম্পদে নিঃস্ব, দরিদ্র ও কম শক্তিশালী ব্যক্তিদেরও অধিকার রয়েছে যা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যেমন ছুরাহ যারিয়াত এর ১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক বা অধিকার রয়েছে"।

সুতরাং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সম্পদ থেকে তারা কিছু অংশ ভোগ করার সুযোগ পাবে এটাই তো স্বাভাবিক ও এটা একটা মৌলিক মানবাধিকার।

এ অনুচ্ছেদের (১) অংশে যে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" কথাগুলো মুছে ফেলা প্রয়োজন কেননা এ কথাগুলো সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে শাসন-ব্যবস্থা মানুষ দেরীতে হলেও আবর্জনা হিসেবে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে

www.pathagar.com

ফেলে দিয়েছে। এ কথাগুলোর মারপ্যাচে মানুষকে শোষণ করা হয়েছে, ক্রীতদাসের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল এবং গুটিকয়েক শোষণকারী সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রয়াস পেয়েছিল। যে শাসন ব্যবস্থার বিধি-বিধান মানুষকে আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, ইসলামের পতাকা তলে জড়ো হয়ে উন্নততর জীবন-যাপন করতে বাধা দিয়েছিল। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি মুসলমানদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এখানে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে" অর্থাৎ প্রত্যেককে বাধ্য করা হবে তার যোগ্যতা ও সমর্থ অনুযায়ী শ্রম দেওয়ার জন্য, কর্ম প্রদানের জন্য। এখানে জোর-জবরদস্তিমূলক শ্রম প্রদানের মত একটা বিষয় এবং এতে রেজিমেন্টাশনের প্রশ্ন এসে পড়ে। জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায় আমাদের সংবিধানের ৩৪নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক নিষিদ্ধ। ইসলাম কাউকে বিশেষ কোন কাজ করতে বাধ্য করে না, শুধু উৎসাহিত করে। সুতরাং এখানে বলা যেতে পারে 'ইনসাফপূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করার ব্যবস্থা করা হবে'।

এ অনুচ্ছেদের ২নং অংশে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না। এটা ইসলামী নীতি সম্মতও বটে। ইসলাম চায় না যে কেউ শুধু অলসভাবে জীবন-যাপন করবে,-দেশ ও দশের জন্য কোন কাজ করবে না। এখানে যে অবস্থা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সেটা করতে হলে কিছু আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। এখন আমাদেরকে বুঝার চেষ্টা করা উচিৎ যে কোন কোন পরিস্থিতিতে মানুষ অনুপার্জিত অর্থ-সম্পদ ভোগ করার সুযোগ পায় এবং দেখতে হবে সে সব পরিস্থিতি ইসলাম অনুমোদন করে কিনা। যদি ইসলামের দৃষ্টিতে এসব কর্মকান্ড অনুমোদিত হবার যোগ্যতা না রাখে তবে সে সব বিষয় নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করতে হবে।

প্রথমেই আমাদের স্মরণ হয় জুয়া ও লটারীর মত কর্মকান্ড যা কিনা আমাদের সমাজে সরকারীভাবে ও বেসরকারীভাবে বেশ জমজমাটের সাথে বিরাজ করছে যেমন বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিরাট আকারের লটারীর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লটারীর ব্যবস্থা করেন। এগুলো অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয় কেননা এতে সবাই একই মানের ত্যাগ স্বীকার করে কিন্তু ফলাফল চরম বৈষম্যমূলক। হয়তো এক মিলিয়ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন পুরস্কার পাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ বা মিলিয়ন জনসাধারণ কষ্টার্জিত অর্থ লটারীতে ব্যয় করে আরো গরীব হচ্ছে এবং পুরস্কার না পেয়ে অনেকে

www.pathagar.com

নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে। অন্যদিকে যে দু'চারজন বিপুল অংকের পুরস্কার পান তারা অনুপার্জিত অর্থ পেয়ে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে,-অনেকে বিপুল অর্থ পেয়ে নানা রকম কুকাজেও জড়িয়ে পড়ে। লটারী ছাড়াও রয়েছে নানা প্রকারের জুয়ার ব্যবস্থা অথচ আমাদের সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে এটাও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এসব ঘোষণা পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেমন ছুরাহ মায়েদায় ৯০-৯১ আয়াতদ্বয়ে ঘোষণা এসেছে,

"হে বিশ্বাসীগণ। মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য পরীক্ষার তীর ঘৃণ্য বস্তু-শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় ও আল্লাহর ধ্যানে ও নামাযে তোমাদের বাধা দিতে চায়। তাহলে তোমরা কি বিরত হবে না"?

আবার ছুরাহ বাকারায় ২১৯নং আয়াতেও অনুরূপ ঘোষণা দেখতে পাই যেমন বলা হয়েছে,

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো, 'দুয়ের মধ্যেই মহাদোষ, মানুষের জনা উপকারও আছে, কিন্তু উপকারের চেয়ে ওদের দোষই বেশী"।

সুতরাং মুসলমানরা কখনোই লটারী ও জুয়াখেলা সমর্থন করতে পারে না এবং সেই কারণে এগুলো সাংবিধানিকভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন, শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি নীতি হিসেবে অবস্থান করলে অবস্থার উন্নতি হবে না। উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে এসব ব্যবস্থা বলবৎ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই এই অনুচ্ছেদের মর্মকথা বাস্তবে সুফল বয়ে আনতে পারবে।

অনুপার্জিত সম্পদ ও অর্থের আর একটা জঘণ্য পথ হচ্ছে ঘুষ। ঘুষ সম্বন্ধে কোরআনে একটা তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত রয়েছে সেটা এখানে উল্লেখ করতে চাই-ছুরাহ বাকারায় ১১৮নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আর মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘুষ দিও না"।

এই ছোট্ট আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে ঘুষের মাধ্যমে দু'পক্ষের সমুহ ক্ষতি হয় এবং দু'পক্ষের ক্ষতির উপর ভিত্তি করে তৃতীয় পক্ষের (ঘুষগ্রহণকারী) অনুপার্জিত আয় হয়। এখানে বুঝা যাচ্ছে যে

www.pathagar.com

ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে কেউ কেউ অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করার প্রয়াস পায় এবং এক্ষেত্রে অনেক সময় বিচারক/প্রশাসক/মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের ঘুষ প্রদান করা হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাসকারী ও মধ্যস্থতাকারী প্রশাসক এই দু'পক্ষের অনুপার্জিত আয় হয়। এটা শুধু অনুপার্জিত নয়, এটা হারাম ও আল্লাহর বিচারে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং অনুপার্জিত আয় যাতে না করা যায় সেই লক্ষ্যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সুস্পষ্টভাবে এটা ঘোষণা করতে হবে যে লটারী, জুয়া ইত্যাদির মত অবৈধ কাজ-কর্ম হচ্ছে হারাম, অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অনুচ্ছেদটি পুনর্লিখন করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল বিষয় অংশে না রেখে উপযুক্ত কোন অংশে সন্নিবেশিত করতে হবে যাতে করে আইন -আদালতের মাধ্যমে এক্ষেত্রে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়।

এমতাবস্থায় আমরা সংবিধানের ২০নং অনুচ্ছেদকে নিম্নোক্তভাবে লিখার প্রয়াস পেতে পারি,

২০(১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেককে যোগ্যতানুসারে ও কর্মানুযায়ী ইনসাফপূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয় রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক,-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে। এই প্রেক্ষিতে লটারী, জুয়া ইত্যাদির মত ব্যবস্থা নিষিদ্ধ বা হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হইল যাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

এ অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা হবে বিষয়টি অনেক পূর্ব থেকেই ঘোষণা দেয়া হলেও পরিপূর্ণভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগসমূহ থেকে পৃথক করে রাখা না হলে বিভিন্ন ধরণের প্রভাব দ্বারা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা বিঘ্ন হতে পারে এমন আশংকা অনেকে করে থাকেন। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে আলাদা না হলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক ক্ষেত্রে এটা আলাদা ও পৃথক হয়ে আছে। যেটুকু বাকী রয়ে গেছে সেটা সমাধা করার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আইনবিদ, প্রশাসক, বিচারক ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আর একটি বিষয় এখানে এসে পড়ে,-সেটা হচ্ছে গোটা বিচার ব্যবস্থা কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়া মোতাবেক হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে। যেহেতু ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা সে কারণে মানুষের বিচার ব্যবস্থা ও বিচারে শাস্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিচার কার্য পরিচালনার জন্য কোরআনেই নির্দেশ রয়েছে যেমন,

"আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা বিচার কার্য করে না তারাই সীমালংঘন করে"। ৫ঃ৪৫

একই সুরাহতে একটু পরেই উল্লেখ আছে,

"আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসেবে আমি তোমার উপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের মধ্যে বিচার কর ও যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শিরআত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি"। ৫ ঃ ৪৮

উপরোক্ত দু'টো আয়াত পর্যালোচনা করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে কোরআন মোতাবেক বিচার কার্য পরিচালনা না করলে বা এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমরা সীমালংঘনকারী হিসেবে পরিগণিত হবো। সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ খুব অপছন্দ করেন এবং এদের জন্য জাহান্নাম

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এখানে অবশ্য একটা কথা বলা আবশ্যক যে এর জন্য বিচারকগণ বোধ হয় সীমালংঘনকারী হবেন না কেননা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক বিচার কার্য পরিচালনা করতে হলে আগে ইসলামী আইন প্রণয়ন করতে হবে যে কাজের দায়িত্ব বিচারকগণের উপর পড়ে না। আইন প্রণেতাগণকে এ ব্যাপারে অবশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে নইলে তাদেরকে আল্লাহর কাছে সীমালংঘনকারী হিসেবে জবাবদিহী করতে হবে।

যে বিষয়টা আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা পুরাপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করি তবে বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও পুরো ইসলামী কায়দা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইসলামী আমেজ সৃষ্টি হবে। অন্য একটা অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করেছি যে অনেকগুলো আইন যেমন সম্পত্তি বন্টন,বিবাহ আইন অর্থাৎ Personal law ইসলামী শরীয়া মোতাবেক করা হয়ে আছে সেই বহু পূর্ব থেকেই। শুধু Criminal law অর্থাৎ অপরাধ আইনের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক কিছু পরিবর্তন আনতে হবে এবং তা হলে আমাদের আইনগুলো অধিকতর ইসলামী ছোঁয়া পাবে। পুরাপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা করা হয়ে গেলে বিচার ব্যবস্থাও অনেকটা আপনা-আপনিভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে যাবে কেননা সেই পরিস্থিতিতে নির্বাহী বিভাগ সুবিচারের স্বার্থে সব কিছু করতে সচেষ্ট থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে পৃথক করাটাই মূল বিষয় নয় যদিও এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা কত দ্রুত আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিবর্তন করে নিতে পারি। সুতরাং সংবিধানের এ অনুচ্ছেদটি একটু ভিন্নভাবে লিখা যেতে পারে যেমন,

বিচার ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ঢালিয়া সাজাইতে হইবে যেন কোরআন-হাদীস নির্দেশিত পথ ব্যতিরেকে কোন বিচার কার্য না করা হইতে পারে এবং বিচার বিভাগকে নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

www.pathagar.com

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

এ অনুচ্ছেদে এমন একটা বিষয়ে বলা হয়েছে যা কিনা জাতি হিসেবে আমাদের পরিচিতি, সমাজ পরিচালনা ও জাতীয় ইতিহাস জানা ও তদানুসারে ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করবে। এখানে সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যেন জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা ও এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে জনগণ অবদান রাখতে পারেন সে ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে সে ব্যাপারে বিশেষ কারোর কোন আপত্তি নেই বা থাকতে পারে না। তবে এখানে একটা বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে,-সেটা হচ্ছে 'সংস্কৃতি' শব্দটির সঠিক অর্থ খুঁজে বের করা। সংস্কৃতি সম্বন্ধে সমাজ বিজ্ঞানী ই,বি, টেলরের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

"সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল একটি পূর্ণ ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান,ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, শিল্প, আইন-আদালত, নীতিকথা, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস ও মূল্যবোধ প্রভৃতি যা সমাজবাসী বংশানুক্রমে অর্জন করে থাকে"।

অন্য একটি সংজ্ঞায় আমরা দেখতে পাই,

"Culture is the sum-total of the transimittable result of living together" যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় এ রকম, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজ জীবন প্রণালীর প্রতিফলন যা বংশপরম্পরায় উৎকীর্ণ"।

এ প্রসংগে আমরা প্রথম সংজ্ঞাটি যেখানে ই,বি, টেলর বলেছেন,

www.pathagar.com

"সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল একটি পূর্ণ ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান,বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, শিল্প, আইন-আদালত, নীতিকথা, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি যা সমাজবাসী বংশানুক্রমে অর্জন করে থাকে" — আলোচনা করছি,

এ সংজ্ঞাতে লেখক প্রায় প্রতিটি বিষয়েরই উল্লেখ করেছেন যা দিয়ে সংস্কৃতি বুঝায়। কিন্তু ইসলামের আলোকে যদি এটা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখবো যে সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে তবে বিষয়গুলো সঠিকভাবে সাজানো হয়নি অর্থাৎ কোনটা আগে আর কোনটা পরে হবে সেটাই প্রশ্ন। এ সংজ্ঞানুসারে সংস্কৃতি হচ্ছে অনেকগুলো বিষয় যেমন শিক্ষা,বিজ্ঞান,ধর্ম,আচার-ব্যবহার,বিশ্বাস,আইন ইত্যাদির সমষ্টি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে ধর্ম অর্থাৎ ধর্মকে সংস্কৃতির ভগ্নাংশরূপে দেখানো হয়েছে। যদি ইসলামের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করি তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এ সংজ্ঞাটি ভুল, চরমভাবে ভুল। ইসলামের আলোকে আমরা বলবো যে ধর্মের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃতিও একটি। টেলর সাহেবের সংজ্ঞা অনুসারে সংস্কৃতি হচ্ছে গোটা বৃত্তটি এবং এর মধ্যে অনেকগুলো বিন্দু রয়েছে যেগুলোর নামকরণ করা হয়েছে এভাবে যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, পোশাক, খাদ্য ও এমনি আরো অনেক। এর থেকে বুঝা যায় ধর্মকে অনেক খাটো করে দেখা হয়েছে। অন্য ধর্মের অনুসারীরা এটাকে কেমন চোখে দেখবেন বা দেখেছেন জানি না তবে ইসলামপন্থীরা এটাকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারবেন না। ইসলামপন্থীরা ব্যাপারটা বলবেন এভাবে,-ধর্ম হচ্ছে গোটা বৃত্তটি যার মধ্যে শুধু যে সংস্কৃতির উপাদানগুলোই রয়েছে তা নয় বরং রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সমস্ত বিষয়াবলী। ইসলাম ধর্মের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আমরা পাবো সংস্কৃতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃতির সনাতন সংজ্ঞা এবং ইসলামের আলোকে সংস্কৃতির সংজ্ঞার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ যেমন আমরা সবাই স্বীকার করবো যে সমুদ্রের মধ্যে মাছ থাকে, কিন্তু কেউ যদি বলে বসেন মাছের মধ্যে সমুদ্র থাকে, তবে কেমন হবে ? ইসলাম সম্বন্ধে যারা একটু জ্ঞান রাখেন তাদের কাছে টেলর সাহেবের বক্তব্য অর্থাৎ ধর্মকে সংস্কৃতির একটা মামুলী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা 'মাছের মধ্যে সমুদ্র' বলার সামিল। সমুদ্রের মধ্যে যেমন মাছ, তিমি, হাঙ্গর, জলজ উদ্ভিদ, পাথর, মণি-মুক্তা সবই রয়েছে তেমনি ইসলাম ধর্মের মধ্যে সংস্কৃতির সকল উপাদান তো রয়েছেই, তাছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সকল বিষয়। সংস্কৃতির সকল উপাদান ইসলাম ধর্মের মধ্যে কিভাবে বিদ্যমান রয়েছে সে বিষয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা শুরু করতে পারি।

www.pathagar.com

"সংস্কৃতি হচ্ছে সমস্ত জীবন প্রণালীর প্রতিফলন যা বংশ পরম্পরায় উৎকীর্ণ"।

এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত, তবে কিছু চেপে রাখা মনের ভাব অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। ইসলাম যাদের ধর্ম তারা অবশ্যই মত দেবেন যে এর সাথে নতুন কয়েকটি শব্দ যোগ করে দিতে হবে যার ফলে সংজ্ঞাটি লিখিত হবে নিম্নরূপভাবে,

"সংস্কৃতি হচ্ছে কোরআন-সুন্নাহ এর উপর ভিত্তি করে সমস্ত জীবন প্রণালীর প্রতিফলন যা বংশ পরম্পরায় উৎকীর্ণ"।

অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"একটি জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার সার্বিক রূপ-কাঠামো হলো সংস্কৃতি"।

বক্তব্যটিকে সঠিক বলে স্বীকার করতে হবে তবে যারা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি তারা অবশ্যই বলবো যে জীবন যাত্রার সার্বিক রূপ-কাঠামো হবে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায়। তেমনি অন্য এক লেখকের ভাষায় ফুটে উঠেছে সংস্কৃতির স্বরূপ এমনি, *"আমরা যা, তাই আমাদের সংস্কৃতি"।* এখানেও আমাদের বক্তব্য হলো এটা সঠিক কথা কিন্তু আমরা হবো তা যেমনটি আমাদেরকে কোরআন ও হাদীস হতে বলে। কোরআন ও হাদীস আমাদেরকে কেমনটি হতে বলে সেটা আমরা পরবর্তীতে বিশদভাবে পর্যালোচনা করে দেখবো।

এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সংস্কৃতি পুরোপুরিভাবে ধর্মের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এ অনুচ্ছেদটিতে আমরা একটা নতুন বাক্য যোগ করতে পারি যার ফলে অনুচ্ছেদটি লিখা যেতে পারে এভাবে ঃ

রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে যেহেতু আমাদের সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত সেই কারণে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেন এমন কিছু না করা হয় যাহা কিনা ইসলাম বিরোধী বা ইসলামী শরীয়া মতে নিষিদ্ধ ; ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জোরদার করিবার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

www.pathagar.com

২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই অনুচ্ছেদ অতীত শিল্পকলা ও ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং স্মৃতি নিদর্শনমূলক বস্তু ও স্থানসমূহের ক্ষতি বা বিনাশ বা অপসারণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, এখানে যুগে যুগে সমাজ-সংস্কৃতি বদল হয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম ও কর্ম পরিপালন করা হয়েছে এবং সবশেষে ইসলাম ধর্ম পাকাপোক্তভাবে স্থান লাভ করেছে বিধায় ইসলামিক ঐতিহ্য দৃঢ়ভাবে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালে কিছু কিছু স্মৃতি নির্দশন দেখা যাবে যেগুলো হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি বহন করে। এসব স্মৃতি প্রধানত মূর্তির আকারে স্থান পেয়েছে যা কিনা ইসলামের শিক্ষার বিপরীতমূখী। এগুলো যেহেতু ধর্মানুভূতির সাথে সম্পর্কিত তাই এসব জোর করে ধ্বংস বা অপসারণ করা সমীচীন হবে না কেননা ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বাধা দেয়। তাছাড়া এগুলো তৎকালে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজে স্থান পেয়েছিল, ইসলামের বিরুদ্ধে ভাব প্রকাশ করার জন্য তৈরী হয়নি। এসব স্মৃতি নিদর্শন যা কিনা ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, রক্ষার জন্য মুসলমানবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হতে পারে না। তবে বিশেষ কোন গোত্র বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান যদি এগুলো রক্ষা ও পরিচর্চার কাজে নিয়োজিত হতে চায় তবে তাদেরকে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। সাথে সাথে এটাও বলার প্রয়োজন যে এ ধরণের বিশেষ কোন স্মৃতি নিদর্শনমূলক বস্তু ও স্থান নির্মাণ করা থেকে সকলকে নিবৃত্ত করা হবে যাতে করে ইসলামী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণ বিব্রত বোধ না করে।

অন্যদিকে ইসলামী ঐতিহ্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শনমূলক বস্তু বা স্থানের অভাব নেই বাংলাদেশে। এসব ঐতিহ্য ধরে রেখেছে সাধারণ মুসলমান জনগণ এবং তাদের প্রচেষ্টায় এগুলোর সুরক্ষণ, পরিচর্চা ও পরিবর্ধনের কাজ করা হয়ে আসছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মহান আল্লাহকে খুশী করার নিমিত্তে সরকার তথা রাষ্ট্র এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যেন এগুলোর পরিচর্চা ও পরিবর্ধন সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামে-গঞ্জে অনেক মসজিদ,মাদ্রাসা ও মাজার ইত্যাদি

www.pathagar.com

রয়েছে যেগুলো সরকারী ও রাষ্ট্রীয় সাহায্য-সহযোগিতার অভাবে নষ্ট হতে চলছে কিংবা প্রয়োজনানুযায়ী সুরক্ষা ও পরিবর্ধন হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অতীব জরুরী। ছুরা তওবা এর ১৭-১৮নং আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে,

"অংশীবাদীরা যখন নিজেদের অবিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরাই সাক্ষ্য দেয় তখন তাদের আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ না করাই উচিৎ। এরাই তারা যাদের কাজকর্ম ব্যর্থ, আর এরা আগুণে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই তো আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না ; ওদেরই সৎপথ পাওয়ার আশা আছে"।

সুতরাং একটা মুসলিম দেশের সরকার হিসেবে এটা সরকারী দায়িত্ব যে তারা মুসলমাদের স্মৃতিসমূহ, স্মৃতি নিদর্শনমূলক বস্তু ও অবস্থানসমূহের পরিপূর্ণ যত্ন নেবে, ঐ সব নিদর্শনকে কেন্দ্র করে অন্যান্য স্থাপনা তৈরী করবে যেমন মাদ্রাসা,এতিমখানা,ইসলামী পাঠাগার ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় আমরা সংবিধানের ২৪নং অনুচ্ছেদটি আরও বিস্তারিতভাবে লিখার প্রয়াস পেতে পারি যেমন,

(১) বিশেষ শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে ইসলামী ঈমান আকীদা ও ঐতিহ্যের বিপরীতমূখী কোন স্থাপনা, বস্তু বা নিদর্শন নতুনভাবে নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) পুরানো ইসলামী নিদর্শনসমূহের সুরক্ষা,যত্ন ও পরিচর্চা করিবার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। পুরানো ইসলামী স্মৃতি নিদর্শনসমূহের সুরক্ষার পাশাপাশি ইসলামী কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্থাপনা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই গ্রহণ করিবেন।

www.pathagar.com

২৫। (১) জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ঃ

(ক)আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন ;

(খ)প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন ; এবং

(গ)সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

(২)রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক এ অনুচ্ছেদকে প্রায় সর্বাঙ্গ সুন্দর বলা চলে কারণ সাধারণভাবে যা কিছু একটা সভ্য সমাজে কাম্য তা এখানে বলা হয়েছে। যে সব বৈষম্যমূলক নীতি দুনিয়ার বুকে অশান্তি সৃষ্টি করছে সেগুলোকে বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জাতিতে জাতিতে যে সব বিষয় সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও পারস্পরিক সুখ-শান্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক সেই সব বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদার ও

www.pathagar.com

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুসংহত ও সংরক্ষণ করার উপর জোর দেয়া হয়েছে-এটা মুসলিম দেশ হিসেবে যথার্থ হয়েছে।

তবে এখানে আর একটি উপ-অনুচ্ছেদ যোগ করলে বোধ হয় ভালো হতো,-সেটা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী যে সব দেশ ও শক্তি মুসলিম দেশসমূহের উপর আক্রমণ, অত্যাচার ও বিরূপ আচরণ করে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে জোরালো দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। বিষয়টি এমন হতে পারে যে, যে সব দেশ ও শক্তি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে মুসলিম দেশসমুহের ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছে সে সব দেশের সাথে বাংলাদেশ কূটনৈতিক বা অন্য কোন রকম সম্পর্ক রাখবে না। এ বিষয়ে যদি সবাই একমত হন তবে একটা নতুন উপ-অনুচ্ছেদ লিখে সংযোজন করা যেতে পারে যার ফলে অনুচ্ছেদটি লিখা হবে এভাবে ঃ

(১) জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন ;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন ; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

www.pathagar.com

(২)রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

২(ক)যে সকল দেশ ও শক্তি মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া আক্রমণ চালায় অথবা ইসলামী মূল্যবোধের উপর সরাসরি আঘাত হানে সেই সব দেশ ও শক্তির সহিত কূটনৈতিক বা অন্য কোন রকম সম্পর্ক না রাখিবার জন্য বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

www.pathagar.com

[৭]

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'মৌলিক অধিকার' অংশটি সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেননা এই অংশে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয় যে অধিকারগুলো সংরক্ষণ না হলে মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন বিষয়ক বই-পত্রাদি পড়ে আমরা জানতে পারি যে মানুষের অধিকার মূলতঃ দু'ধরণের,-নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার। মানুষ সমাজে বসবাস করার কারণে পারস্পরিক সুবিধার্থে কয়েকটি অধিকার মেনে নেয়, এগুলো কোন আইনের মাধ্যমে তৈরী হয় না। এ সকল অধিকার যখন আইনের মাধ্যমে গ্যারান্টি প্রাপ্ত হয় তখনই সেটা আইনগত অধিকারে রূপ নেয় এবং আইনগত অধিকার ক্ষুন্ন হলে আইনের মাধ্যমে তার রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ দু'ধরণের অধিকার ছাড়াও অধিকার অন্য একটা অর্থে ব্যবহৃত হয় যাকে আমরা 'মানবাধিকার' বলে থাকি। মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছে সেই সুবাদে কতকগুলো অধিকার ভোগ করে যা কোন আইনের মাধ্যমে রদ করা যায় না। মানবাধিকার সর্বকালে সর্বদেশে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে স্বীকৃত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মাধ্যমে কতকগুলো মানবাধিকার চিহ্নিত করেছে যেগুলো সকল দেশে স্বীকৃত। মোট ২৫ প্রকারের মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ৬টি হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত এবং বাকী ১৯টি হচ্ছে মানুষের নাগরিক অধিকার অর্থাৎ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার কারণে মানুষের পারস্পরিক অধিকার। এসব অধিকার সকলকে মেনে চলতে হয় এবং একজনের অধিকার সম্বন্ধে অন্যজনকে সচেতন হতে হয় নতুবা মানবাধিকার রক্ষা করা যায় না।

ইসলাম ধর্মে মানবাধিকার বিষয়টি বেশ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। এমন বিশেষ বিশেষ আইন, নির্দেশ ও বিধি-বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে করে মানুষ সমাজে একজন মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে

www.pathagar.com

পারে। ইসলামে মানুষ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন প্রাণী এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ছুরাহ বাকারায় ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, *"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"* এই ছোট আয়াত দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও নেয়ামত সকল মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের তাতে অধিকার রয়েছে। এই অধিকার ভোগ করার জন্য মহান আল্লাহ- তায়লা অনেক বিধি-বিধান ও নির্দেশ জারী করেছেন যেগুলো মেনে চললে মানুষের পারস্পরিক অধিকার রক্ষা হবে। এই ভাগের কয়েকটি অনুচ্ছেদ কোরআনের আলোকে বিশ্লেষিত হলো।

www.pathagar.com

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

এখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং প্রত্যেক মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে সুবিচার পাওয়া যাবে এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সব মানুষই সবদিক দিয়ে একেবারে সমান এমন ধারণা করা মোটেই ঠিক নয়। মানুষকে মহান আল্লাহ-তায়লা বিভিন্নভাবে ভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন-দেহের আকার-আকৃতি,বর্ণ,মেধা,রুচি,মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটু ভাবলেই সেটা বুঝা যায়। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মোটামুটিভাবে এমন একটা ধারণা দেওয়া হয় যে মানুষ মাত্রই সমান এবং সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী। আসলে সেটা অর্থাৎ সবাই একই ধরণের ও একই মাপের সুবিধা ভোগ করবেন এটা হয় না যেমন আল্লাহ-পাক ছুরাহ যুখরুফ এর ৩২নং আয়াতে বলেছেন,

"এরা কি আপনার পালনকর্তার রাহমাতকে ভাগ করে ফেলতে চায় ? এদের পার্থিব জীবনের রুজী-রোজগার আমিই তো ভাগ করে দিয়েছি। আর আমিই তো ওদের মধ্যে এককে অন্যের তুলনায় বেশী মর্যাদা দান করেছি যেন একে অন্যের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে। আর আপনার পালনকর্তার রাহমাতই তো অনেক উত্তম-ওরা যা কিছু সঞ্চয় করে যাচ্ছে সে তুলনায়"।

যেটা মানুষের দেখার বিষয় তা হলো তারা ইনসাফপূর্ণ কাজ-কর্ম করছে কিনা। অন্যের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করছে কিনা। আসলে এ স্পিরিটই আমাদের সংবিধানের এ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে। তবে সংবিধানে লিখা থাকলেই সব কিছু হয়ে যায় না। সংবিধানের আইনকে কেন্দ্র করে আইনের অনেক ধারা ও উপ-ধারা রচনা করা হয় যার মাধ্যমেই হয়তো মূল স্পিরিটটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথাই ধরা যেতে পারে। একদিকে ইংরেজ শাসনের কারণে সৃষ্ট শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল নাগরিক তৈরী হচ্ছে, আবার মাদ্রাসা মক্তব থেকে আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত অন্য ধরণের একদল শিক্ষিত নাগরিক তৈরী হচ্ছে। এ দু'টো শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করার মত কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই দেখা যাচ্ছে যে চাকুরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বঞ্চিত হচ্ছে কারণ চাকুরীর পরীক্ষায় ইত্যাদিতে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে না। একইভাবে দেখা

www.pathagar.com

যাবে যে সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকান্ডেও ইসলাম বিষয়ে বেশী কিছু করা হয় না। তাই প্রচার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতরা সমান সুযোগ পাচ্ছে না। সুতরাং *'আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী'*-এটা পালিত হচ্ছে না।

এছাড়াও আর একটা বিষয় আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে-সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতার কারণে। দেশে সংবিধান আছে, সুসংগঠিত বিচার বিভাগ রয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রাজপথে অহেতুক বাড়াবাড়ি করা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবনতা দেখা যায়। যুদ্ধাপরাধী, দেশদ্রোহী, বিশেষ কোন চেতনা বিরোধী বা বিশেষ কোন চেতনার সমর্থক ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গোষ্ঠি অন্য কোন গোষ্ঠির বিরুদ্ধে মারমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন যা কিনা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কাজ। এক গোষ্ঠি এমন কি বিরুদ্ধ গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিচার-বিভাগের বহির্ভূত ইচ্ছামত রাজপথের আদালত বসিয়ে ফেলে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত ঘোষণা করে রায় প্রদান করে ফেলে। এরকম আদালতের বিচার কার্য ও রায় প্রকাশ্যে চলে অথচ সরকার ও বিচার বিভাগ এর বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয় না। এসব 'গণ-আদালত' বা জনতার আদালত অথবা এমন জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এমন একটা ভাবের উদয় হতে পারে যে বিশাল আকারের জনতা সংগ্রহ করতে পারলে যে কোন কার্যক্রমই নেওয়া যায় তা বৈধ বা অবৈধ যাই হোক না কেন। এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে তা হবে সত্যিই ভয়ঙ্কর যা কারোরই কাম্য নয়। ফলে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে কি ঘটছে বা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে কি প্রভাব পড়ছে সে বিচার না করেও অন্ততঃ এ কথা বলা চলে আলোচ্য ২৭নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য আইনের সমান আশ্রয়ের যে কথা বলা হয়েছে, তা ক্ষুন্ন হয়।

এমতাবস্থায় এ অনুচ্ছেদটি আরো একটু বিস্তারিতভাবে লিখার চেষ্টা করা যেতে পারে যেমন,

(১) সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান (যদিও ইহা দ্বারা বুঝায় না যে সকল নাগরিক একই ধরনের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন) এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। আইনের ধারা উপ-ধারাগুলি এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যেন কোন বিশেষ গোষ্ঠি,শ্রেণী বা স্তরের নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

সমান ব্যবহার পাইতে বাধাগ্রস্থ বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

(২) দেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন আদালতী ব্যবস্থা ঃ যেমন গণ-আদালত বা জনতার আদালত কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা সেইরূপ কোন আলোচনা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

২৮।(১)কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২)রাষ্ট্র ও গণ-জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩)কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্য-বাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪)নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

এখানে যে বিষয়টি নিয়ে লিখা হয়েছে সেটা মুলতঃ মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখিত। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও বিষয়টি সমর্থনযোগ্য। তবে কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন বোধে সংশোধনী আনয়নের কথা বলা যেতে পারে।

আমাদের সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানসমূহ নাগরিকদের ব্যক্তি অধিকার, সামাজিক সাম্য ও সুবিচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তবে এরূপ সাম্য সব সময় রক্ষা করা কঠিন কেননা ইসলাম ঠিক একই সুরে কথা বলছে না। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ ভেদের কারণে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। আমরা যদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে চাই, তবে ৮০-৮৫% মুসলমান অধ্যুষিত দেশে রাষ্ট্র

www.pathagar.com

প্রধান ও সরকার প্রধানকে মুসলমান হতে হবে এমন একটা শর্ত আরোপ করা বিশেষ দোষের হবে না।

এ অনুচ্ছেদের ২নং উপ-অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষকে প্রায় সমান করে দেখা হয়েছে যা কোরআনের আলোকে সম্পুর্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না। ছুরাহ নিসা-তে ৩৪নং আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ,

"নারীদের পরিচালক হচ্ছে পুরুষরাই। কারণ, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে অন্যের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আর পুরুষরা তো নিজেদের বিষয়-সম্পদ থেকে খরচ করেছে। সুতরাং এসব মেয়েই তো নেককার যারা পুরুষদের অবর্তমানে আল্লাহ যা কিছু হিফাযতের ব্যবস্থা করেছেন, সে সবের যত্ন নেয়। আর যে স্ত্রীর বদমেজাজী সম্পর্কে তোমাদের আশংকা রয়েছে-তাদেরকে বুঝিয়ে বল, তাদেরকে বিছানা থেকে আলাদা রেখ, তাদেরকে মার দাও। কিন্তু তারা যদি তোমাদেরকে মেনে চলে, তা হলে আর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পথ তালাশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে মহান মর্যাদার অধিকারী "।

এ ছাড়াও আরো কয়েকটি আয়াত রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে মহান আল্লাহ-তায়লা নারীদেরকে সম্পূর্নভাবে পুরুষদের মত সমান অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেননি যেমন ছুরা বাকারা-তে ২৮২ নং আয়াতের একাংশে বলা হয়েছে,

" ---- নিজেদের মধ্যে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী করে নাও। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তা হলে একজন পুরুষ, আর তোমাদের মর্জি মোতাবেক দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী করে নাও। যদি তাদের মধ্যে কেউ ভুলে যায়-তা হলে অপর স্ত্রী লোকটি যেন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে ---"।

এখানে নারী ও পুরুষকে একই মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়নি - কেন করা হয়নি সেটা নিয়ে আমাদের কোন প্রকার প্রশ্ন করার অবকাশ নেই কেননা মহান আল্লাহ-তায়লার নির্দেশ। আবার অন্য আয়াতে আমরা দেখতে পাই পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারেও একইভাবে বিচার করা হয়নি যেমন ছুরাহ নিছা এর ১১নং আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তোমাদের হুকুম দিচ্ছেন-তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে: একজন পুরুষের অংশ হচ্ছে দু'জন মেয়ে লোকের অংশের সমান ----"।

এ রকম নির্দেশ সম্বন্ধে আজকাল অনেকে বুদ্ধির বাহুল্য প্রকাশের জন্য নানা রকম মন্তব্য করছেন। অথচ তারা এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে না এবং এটাও বুঝে না যে এ ব্যাপারে মানুষদের কোন কিছু করার নেই শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মানা করা ছাড়া। আরো দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে নারী

www.pathagar.com

অধিকারের ব্যাপারে যারা জোরালো সমর্থন যোগাচ্ছেন তারা কিন্তু অন্য ধর্মের নির্দেশ সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না যে ধর্মে নারীদের পিতার সম্পত্তিতে কোন অধিকারের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই।

৩নং উপ-অনুচ্ছেদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে এটা প্রয়োগ করতে গেলে অনেক প্রতিষ্ঠান, স্থান ও সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে যেমন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে ভোগ করবেন এটা হতে পারে না। যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,মসজিদ,মন্দির ইত্যাদির কথা উল্লেখ করতে পারি। নিশ্চয়ই কোন অমুসলমান ছাত্র-ছাত্রীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা ঠিক হবে না কেননা এতে করে মহাপবিত্র গ্রন্থ কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষা হবে না। একজন অমুসলমান বিনা অযুতে মসজিদে ঢুকে পড়বে এটা চিন্তা করা যায় না। তেমনি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের স্থানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ২৮নং অনুচ্ছেদের ৩নং উপ-অনুচ্ছেদ শর্ত বিহীনভাবে প্রয়োগ করার অবকাশ নেই যদি আমরা ইসলামী মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হই।

৪নং উপ-অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে এর উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ। নারী-শিক্ষা ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির উন্নতির জন্য ভাবা অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেন আমরা কোনভাবেই ইসলামী মূল পথ-নির্দেশ থেকে দূরে সরে না যাই। যেমন আমরা অবশ্যই এমন আইন পাশ করতে পারবো না যাতে করে মেয়েদেরকে পিতার সম্পত্তিতে ছেলে সন্তানের সমান অংশীদারী করে ফেলবে কেননা সেটা হবে আল্লাহর আইনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা এবং এরূপ বিদ্রোহ এর শাস্তি সম্বন্ধে আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা করেছেন ;

"এ তো হচ্ছে তাদের পারিশ্রমিক জাহান্নাম যা তারা অস্বীকার করেছে। তারা তো আমার আয়াত-নিদর্শনসমূহ এবং আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের জিনিষরূপেই গ্রহণ করেছে" (ছুরাহ্ কাহ্ফ ঃ ১০৬নং আয়াত)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ২৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানসমূহ মানবাধিকার,সামাজিক সাম্য ও সুবিচারের স্বার্থে প্রণয়ন করা হলেও কোন কোন অংশ বিশ্লেষণ করলে এগুলোকে ইসলামী নির্দেশ ও বিধি মোতাবেক সঠিক বলে মনে হয় না। সুতরাং আমরা এ অনুচ্ছেদটিকে সামান্য পরিবর্তন করে এমনভাবে লিখতে পারি ঃ

www.pathagar.com

(ক)ইসলামী শাসন কায়েম, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার কারণ ব্যতিরেকে কেবল ধর্ম,বর্ণ,নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

(খ)কোরআন-ছুন্নাহ ও ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র ও জন-জীবনের ক্ষেত্রসমূহে নারী-পুরুষ নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিবেন।

(গ)ধর্মীয় পবিত্রতা, স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল ধর্ম,গোষ্ঠি,বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(ঘ)ইসলামী বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ রক্ষা করিয়া নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

www.pathagar.com

২৯।(১)প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২)কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

এই অনুচ্ছেদে ব্যক্ত কথাগুলো সকলের কাছে সুন্দর বলে প্রতীয়মান হবে তাতে সন্দেহ নেই কেননা এতে দেখা যাচ্ছে যে সরকারী চাকুরী লাভে সুযোগের সমতা থাকছে এবং ধর্ম, গোষ্ঠী বা নারী-পুরুষভেদের কারণে চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এমন যে সুযোগের সমতা থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও আসলে সম-সুযোগ লাভের সুযোগ অনেকেরই নেই।

চাকুরী ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারী পদ লাভ এর ক্ষেত্রে প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলতা। এসব পরীক্ষায় যে সব বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হয় সে সব বিষয়বস্তু সব শিক্ষা ব্যবস্থায় একই রকম গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না, অন্যভাবে বলা যায় সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ানো বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় না। পরিষ্কার করে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষায় পড়ানো হয় এমন সব বিষয়বস্তু থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন তৈরী হয় না। সাধারণ জ্ঞানের বহর যাচাই করার জন্য ইউরোপ আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ছোট-বড় অনেক যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু কদাচিৎ বদর, ওহোদ ইত্যাদি যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ; ম্যাগনা কার্টা সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে কিন্তু বিদায় হজের ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয় না, অথবা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, 'A thing of beauty is a joy for ever' কিন্তু কম সংখ্যক পরীক্ষায় "লা-ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মাদুর রাসুলিল্লাহ" সম্বন্ধে আলোচনা নিয়ে প্রশ্ন তৈরী হতে দেখি। আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন অঙ্ক জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য অবৈধ ব্যবসার অঙ্ক দেওয়া হয় যেমন এক সের দুধের সাথে কি পরিমাণ পানি

www.pathagar.com

মেশালে শতকরা বিশভাগ লাভ বেশী হবে : অথবা বলা হয় একটা বানর একটি তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উপরে উঠছে কিন্তু প্রতি মিনিটে তিনফুট উঠার পর একফুট নীচে পড়ে যায় এমন অবস্থায় ২০ ফুট দীর্ঘ বাঁশটির চুড়ায় উঠতে কত সময় লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আমরা কখনো দেখিনা এমন অঙ্ক যেখানে বলা হয় এক ব্যক্তি ৭ বিঘা জমি রেখে মারা গেলেন, তার দু'ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক বন্টন করে দিলে ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকে কতটুকু জমি পাবেন ?

এমনি যদি হয় অবস্থা সেখানে সরকারী পদ লাভ করার ক্ষেত্রে যত সমান সুযোগের কথা বলা হউক না কেন সত্যিকার অর্থে সমান সুযোগের সুযোগ খুব কমই থাকে। আসলে যেটা প্রয়োজন তা হলো সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, সুষম সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। তা হলে সত্যিকার অর্থে সকলে সমান সুযোগের সুবিধা ভোগ করবে।

এই অনুচ্ছেদের (২) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন আপত্তি না থাকলেও একটি বিশেষ বিষয়ে মন্তব্য করা একটু প্রয়োজন। এখানে 'নারী-পুরুষভেদ' এর কথা বলা হয়েছে, নারী-পুরুষকে মহান আল্লাহ-তায়লা বেশ কিছু ক্ষেত্রে আলাদা ধরণের করে তৈরী করেছেন যদিও মৌলিকভাবে তারা সকলে মানুষ। নারীকে আল্লাহ্-তায়লা একটু ভিন্ন আকৃতিতে ও ভিন্ন মেজাজের অধিকারী করে তৈরী করেছেন। এ কথাটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং চাকুরী ব. সরকারী পদলাভ এর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষভেদ কিছুটা হলেও থাকবে। এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো আমরা নারী অথবা পুরুষদের জন্য আলাদা করে রাখতে আগ্রহী। নারীদের শারীরিক গঠনের কারণে কায়িক পরিশ্রম বেশী হয় এমন কাজগুলো মেয়েদেরকে দিয়ে না করানোই শ্রেয়, আবার এমন কিছু কাজ রয়েছে যার জন্য প্রয়োজন বেশী ধৈর্য, সুক্ষ্ম অনুভূতি যা মেয়েরা ভালো করতে পারে।

সুতরাং কাজের ধরণ বুঝে তা নারী অথবা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া ভালো। তাছাড়া মেয়েদের পর্দার ব্যাপারটি উপেক্ষা করা চলবে না। যে সকল কাজে মেয়েদের পর্দা নষ্ট হয় সে সকল কাজ থেকে মেয়েদেরকে নিস্কৃতি দেওয়া উত্তম। বাস্তবে আমাদের দেশে এসব দেখা হচ্ছে না, কিন্তু এটা অত্যন্ত জরুরী। অন্য আর একটা ভুল আমরা করে যাচ্ছি- যেটা হচ্ছে চাকুরীর ক্ষেত্রে জেলা-কোটা নীতি, কেননা এটা এ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কাজ।

এমতাবস্থায় আমরা এই অনুচ্ছেদটি একটু ভিন্নভাবে লেখার কথা চিন্তা করতে পারি যেমন,

www.pathagar.com

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হইবে যেন সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা বিশেষ করিয়া যেন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা এবং নারী-পুরুষ সকলে যেন সত্যিকার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন।

(২) কর্মে নিয়োগ, পদ-লাভ করার ক্ষেত্রে মেয়েদের পর্দার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বিবেচনায় আনিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ বিশেষ কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং কিছু কিছু কাজ মেয়েদের জন্য নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

এ অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আবর্তিত-বিষয়টি হচ্ছে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। তবে এ অনুচ্ছেদটি এত সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে যে এর দ্বারা কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। 'জীবন' ও 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' বিষয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। জীবনের স্বাধীনতা মানে কি? শুধু কি বেঁচে থাকার অধিকার, নাকি বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন পেশা, পথ ও পন্থা গ্রহণের স্বাধীনতা,-এটা এখানে পরিষ্কার নয়। তবে আমরা এখানে জীবনের স্বাধীনতাকে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার অর্থাৎ আইনের প্রয়োগ ব্যতীত কারোর জীবন হরণ করার অধিকার কারোর থাকবে না এ অর্থেও বিবেচনা করতে পারি। এটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটা অধিকার। এর পর আসে জীবন যাপনের অধিকারের প্রশ্নটি। এখানে মানুষের অধিকার সীমিত। আল্লাহর তরফ থেকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে মানুষের স্বাধীনতা খুবই সীমিত এবং মানুষকে অবশ্যই এ গন্ডীর মধ্যেই থাকতে হবে। এ সীমারেখার বাইরে গেলে সীমালংঘন হবে এবং সীমালংঘনকারীর শাস্তি আল্লাহর তরফ থেকে হবে অতিশয় কঠিন।

এবারে আমরা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধি বেশ বিস্তৃত এবং ধর্ম,বর্ণ,সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিষয়টি। আমরা যেহেতু প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যে কেমন করে সংবিধানকে মোটামুটিভাবে কোরআন-ভিত্তিক রূপান্তর করা যায় সেই কারণে আমরা শুধু দেখতে চাইবো যে কোরআনের আলোকে কি করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিষয়টি আলোচনা করা যায়। অনুরূপ আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের সংবিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিষয়টি সন্নিবেশিত করবো।

মানুষ স্বাধীন, এ কথাটি আপেক্ষিক এবং সেভাবেই বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। মানুষ ততটুকুই স্বাধীন যতটুকু মহান আল্লাহ-তায়লা নির্ধারণ করেন। মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই কোন কিছু করবার। এ অক্ষমতা আমাদেরকে পলে পলে মনে রাখতে হবে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও রহমত কামনা করতে হবে। এভাবে চিন্তা করলে

www.pathagar.com

আমরা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবো যে কোন কর্মই আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নেই এবং সেই হিসেবে আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে আসলে কিছুই নেই। এত কিছুর পরেও আমাদের মধ্যে অনেকে এমন সব উল্টা-পাল্টা চিন্তা করি এবং সেই চিন্তার ফসল হিসেবে কিছু কিছু মন্তব্য করে যাই। যেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমাদের ঈমান সত্যি সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আমরা বলতে শুনি মানুষ 'সার্বভৌম জীব' : মানুষকে মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, মানুষ ধর্ম-নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে ইত্যাদি এবং এ ধরণের অন্যান্য অনেক উক্তি অনেকে করে বসেন যেগুলো সবসময় বিভিন্ন মাপকাঠিতে সঠিক বলে মনে হয় না। 'মানুষ সার্বভৌম জীব' কথাটি দিয়ে কেউ কেউ বুঝাতে চান যে মানুষের নিজের জন্য বা অন্যদের জন্য যা কিছু ভালো তা করতে পারেন বা যা কিছু মন্দ সেগুলো দূরে ঠেলে দিতে পারেন। এমন কথা আসলে সঠিক নয়। ভাল-মন্দ যে কাজই হোক না কেন সেটা সম্পন্ন করা কিংবা পরিবর্তন করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তাই অবশ্যই বলতে হবে যে মানুষ সার্বভৌম নয়।

মানুষকে মুক্ত-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়ে থাকে নানাভাবে। কিন্তু মানুষ যে খুবই দুর্বল ও অল্প শক্তি সম্পন্ন এবং মানুষ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন প্রকার কাজই করতে পারে না। পবিত্র কোরআনের ছুরাহ রুম এর ৫৪নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তোমাদের দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দুর্বলতা ও পক্ককেশ (বার্ধক্য)। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর তিনিই তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান"।

এমন যখন মানুষের অবস্থা তখন আমাদেরকে ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে যেন আমরা আল্লাহ নির্দেশিত সীমার বাইরে কোন কিছু না করি। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না এবং সীমালংঘনকারীর জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির কথা আল্লাহর তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছে। এরূপ সীমালংঘন যেন জনগণ না করতে পারে সেটা দেখার ভার ইসলামী সরকারের। এ জন্য প্রয়োজন জরুরী ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা যাতে মানুষ ইসলাম পরিপন্থী জীবন যাপন করার প্রয়াস না পায়। আজকাল আমাদের সমাজে কিন্তু এর বিপরীত অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে যেমন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অবৈধ গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যার মত জঘন্য কাজে আহ্বান জানানো হয় বা শুনা যায় 'লিভিং টুগেদার' এর মত জীবন-যাপন যে সব খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেলেও এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার যেন কোন কর্তৃপক্ষ নেই। তাই এ অনুচ্ছেদের বিষয়টি এত মামুলীভাবে না লিখে অন্য রকম ভাষায় লিখা যেতে পারে যেমন,

www.pathagar.com

কোরআন-সুন্নাহ্ ও ইসলামী শরীয়া মোতাবেক জীবন যাপনের প্রতি কোন বিদ্রোহ না ঘটাইলে কোন নাগরিককে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিবার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

www.pathagar.com

৩৪। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দন্ড ভোগ করিতেছেন, অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

৩৪নং অনুচ্ছেদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মানবাধিকার এর বিষয়ে রাষ্ট্রের আগ্রহ, উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন প্রকার জবরদস্তি-শ্রম বাংলাদেশে চলবে না অর্থাৎ জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বৃহত্তর জনস্বার্থে অথবা সশ্রম কারাদন্ড ভোগরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটতে পারে অর্থাৎ সরকার প্রয়োজনবোধে এসব ব্যক্তিদের দিয়ে জবরদস্তি-শ্রম করিয়ে নিতে পারবেন। এ অনুচ্ছেদের বিষয়টি সব সভ্য সমাজে এভাবেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

জবরদস্তি-শ্রম মনুষ্যত্বের জন্য অবমাননাকর এবং মানবাধিকারের চরম লংঘন। একজন মানুষের অধিকার চরমভাবে লংঘন হয় জবরদস্তি-শ্রমের মাধ্যমে, এতে একজন মানুষকে মানুষের পর্যায় থেকে অনেক নীচে নামিয়ে দেয়। এতে মানুষ কর্তৃক মানুষের হক বিনষ্ট হয় যা কিনা আল্লাহর দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ।

জবরদস্তি-শ্রম জঘণ্য এ জন্য যে জবরদস্তি-শ্রম আদায় করতে হলে আগে সেই মানুষটির আরো কয়েকটি অধিকার হরণ করতে হয় যেমন তাকে বন্দি করতে হয়, তার চলা-ফেরার স্বাধীনতা হরণ করতে হয়। তার জীবিকা অর্জনের অধিকার নষ্ট করতে হয় এবং তার ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন নষ্ট করা হয়ে থাকে। এগুলো মানুষের মৌলিক অধিকার এবং শুধুমাত্র

www.pathagar.com

মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার বদৌলতেই সে এসব অধিকার লাভের দাবীদার হয়। সুতরাং জবরদস্তি-শ্রমের কারণে একজন মানুষের সকল প্রকার মানবাধিকার ভূ-লুণ্ঠিত হয় যা যে কোন বিবেচনায় একটা গুরুতর অপরাধ। জবরদস্তি-শ্রমের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ একজনের প্রতি অন্যজন চরম জুলুম করেছে, সীমালংঘন করেছে। সেই Uncle Tom's Cabin অথবা Roots এর কাহিনী এখনও সকলকে ব্যথিত করে। এগুলো দেখলে অনেক সময় মানুষকে সর্বশ্রেষ্ট জীব বলে স্বীকার করতে যেন কষ্ট হয়।

মহান আল্লাহ-তায়লা সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে মানুষের মর্যাদায় দেখতে চান এবং সেজন্য কোরআনে নানাভাবে মানুষের প্রতি মানুষের দয়া, হক আদায় ও সুবিচারের কথা বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন ইনসাফপূর্ণ কার্যকলাপ করার জন্য। আল্লাহ মানুষকে একই মেধা বা সামর্থ্য দিয়ে তৈরী করেননি সত্য তবে প্রত্যেকের জন্য ইনসাফপূর্ণ মর্যাদা, মজুরী, সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জবরদস্তি-শ্রম দাস-প্রথার সাথে শুরু হয়েছে কিনা বলা না গেলেও এটা দেখা গেছে যে দাস-প্রথার কারণে এর তীব্রতা বেড়েছিল। ইসলামপূর্ব সময় থেকেই আরব দেশসমূহসহ বিশ্বের অনেক দেশেই দাস-প্রথা চালু ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস-প্রথা তো মাত্র কিছু দিন আগে শেষ হয়েছে। কিন্তু আরব দেশে দাস-প্রথা এত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল যে কলমের এক খোঁচায় এটা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে দাস-প্রথা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই কোরআনে নানাভাবে দাসমুক্তির কথা বলা হয়েছে যেমন ছুরাহ বাকারায় ১৭৭নং আয়াতে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের সাথে দাসমুক্তির কথা বলা হয়েছে যেমন,

" *পূর্ব ও পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পূণ্য নেই : কিন্তু পূণ্য আছে ----- দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে ------*" ছুরাহ বাকারা ১৭৭।

অন্যত্র একই ভাব ব্যক্ত করে আয়াত এসেছে যেমন ছুরাহ বালাদ এর ১২-১৬ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

"*তুমি কি জান দূরারোহ পথ কি ? এ হচ্ছে দাসমুক্তি বা দুর্ভিক্ষের দিনে এতীম আত্মীয়কে বা দুর্দশগ্রস্থ অভাবীকে অন্নদান*"।

প্রশ্ন উঠে যে দাসমুক্তির কথা বলা হলেও দাস-প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো না কেন। এর উত্তর হচ্ছে যে যদি হঠাৎ করে দাস-প্রথা নিষিদ্ধ করা হতো কোরআনের আয়াত দ্বারা তবে সমস্ত দাসদের হয়তো মুক্তি মিলতো কিন্তু

www.pathagar.com

তাদের জীবন-ধারণের কোন ব্যবস্থাই থাকতো না এবং ফলে তাদের অনাহারে মৃত্যু ছাড়া আর কি হতো ? এর চেয়ে আস্তে আস্তে একজন একজন করে দাসমুক্তি দেওয়ার ফলে এরা নিজেরা জীবন ধারণের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছে অথবা সরকারী তরফ থেকেও আস্তে আস্তে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া সহজতর হয়েছে। তবে যতক্ষণ এরা দাস বা দাসী হিসেবে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তারা পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ পায় সেটা কোরআনের আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে যেমন ছুরাহ নাহল এর ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ জীবনের উপকরণে তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের ডান হাতের দাসদাসীদের নিজেদের জীবনের উপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে"?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম শুধু জবরদস্তি-শ্রমের মূল উৎস দাস-প্রথা উচ্ছেদ করার কথা বলছে না বরং প্রত্যেক শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা বলছে। এসব কারণে দাস-প্রথা আরব দেশ থেকে উচ্ছেদ হতে বেশী সময় নেয়নি যেমনটি নিয়েছে আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার ক্ষেত্রে।

আমাদের দেশে জবরদস্তি-শ্রম হয়তো বা নেই কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যে পরিমাণ মজুরী প্রদান করা হচ্ছে সেটা জবরদস্তি-শ্রমের চেয়েও জঘণ্য বলে অনেকে মনে করেন। একেবারে অনন্যোপায় হয়ে মানুষ এত স্বল্প মজুরীতে শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য কিন্তু এটাকে কোনক্রমেই ইনসাফপূর্ণ বলে গণ্য করা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে এটাও ঘোষণা করতে হবে যে ইনসাফপুর্ণ মজুরী পাওয়া শ্রমিকদের অধিকার। নারীশ্রম ও শিশুশ্রম এর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো গভীরভাবে অবলোকন করে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিশু-শ্রম হয়তো এ মূহুর্তে বন্ধ করা যাবে না যেমন আরব দেশে দাস-প্রথা একদিনে বিলুপ্ত করা যায়নি কিন্তু তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা অবশ্যই প্রদান করতে হবে। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে দেখার জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

এ অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদ এর (ক) ও (খ) দফায় যা বলা হয়েছে সেটা প্রণিধানযোগ্য, তবে এদেরকেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রেও যেন ইনসাফ এর ব্যতয় না ঘটে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায়, আমরা ৩৪নং অনুচ্ছেদটির সাথে সামান্য কিছু যোগ করে এমনভাবে বলতে চাই,

৩৪(১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রমিকদের দারিদ্র ও অন্যান্য দুর্বলতার সুযোগে কম মজুরী প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা জবরদস্তি-শ্রম বলিয়া গণ্য হইবে।

(২)এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক)ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দন্ডভোগ করিতেছেন ; অথবা

(খ)জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে, তবে শর্ত থাকিবে যে তাহাদের ক্ষেত্রেও ইনসাফপূর্ণ মজুরী প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে এবং তাহাদের শ্রমের মজুরী অনুযায়ী তাহাদের পরিবারের সদস্যদেরকে ভাতা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

এ অনুচ্ছেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে যে অধিকার না থাকলে কোন নাগরিকের জন্য সে দেশের নাগরিক থাকার কোন অর্থ হয় না। এখানে নাগরিকদের অবাধে চলাচল, বসতিস্থাপন, বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশ এর অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ আছে। যদিও বলা হয়েছে আইন দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সাপেক্ষে এ অধিকার নাগরিকগণ ভোগ করবেন তথাপি এ 'আইন সাপেক্ষে' কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এটা প্রয়োজন এ জন্য যে আজকাল কয়েকটি বিষয় নিয়ে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি চলছে এবং এ সব বাড়াবাড়ি সংকোচিত করার জন্য কিছু বাধা-নিষেধের কথা সংবিধানেও লিখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখানে 'চলাফেরা', 'বসবাস' এবং 'দেশে পুনঃপ্রবেশ' এ তিনটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই যাতে করে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন কোন বাধা-নিষেধ এখানে প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে।

চলাফেরার ব্যাপারে নাগরিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এটাই হচ্ছে মানবাধিকারের প্রথম কথা,-একজন স্বাধীন ব্যক্তি যেমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে একজন ক্রীতদাস তেমন পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে একজনের চলাফেরার কারণে অন্যজনের চলাফেরাতে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। পুরুষদের চলাফেরার কারণে মেয়েদের বা মেয়েদের চলাফেরার কারণে যেন পুরুষদের অসুবিধা না হয়। এখানে নারীদের পর্দা ও নিরাপত্তার কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের দেশে এমন চলাফেরায় বিশেষ বিশৃংখলা পরিদৃষ্ট হয়,-একই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার মহত্বের (?) বাণী ছড়িয়ে নারী-পুরুষের পর্দার প্রয়োজনটা উপেক্ষা করে অবাধ চলাফেরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যার ফলে নানারকম অসামাজিক কাজ-কর্ম সংঘটিত হচ্ছে। ধর্ষণ ইত্যাদির মত জঘণ্য অপরাধ ঘটছে। সহশিক্ষার পক্ষে একটা অদ্ভুত যুক্তি দেখানো হয় যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করতে আসে তারা মোটামুটিভাবে পরিণত বয়স্ক। সুতরাং তারা বিচার-বিবেচনা করে চলতে সক্ষম। যে বয়সের কথা

www.pathagar.com

বলা হয়েছে সে বয়সে তারা বুঝে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, বিশেষ বিশেষ পেশা গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ বয়সে যেটা তারা বুঝতে অক্ষম তা হচ্ছে যৌবনের উন্মাদনা তাদেরকে সব ভালো কাজ থেকে দুরে সরিয়ে আনতে পারে, তাদের সব ভালো আশা-আকাংখা যৌন-কামনার কাছে হার মানতে পারে। সেজন্য আমরা যারা এ পর্যায়ের মন্দ দিকগুলো সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকেবহাল তাদের উচিৎ তাদের কোমলমতি ছেলে-মেয়েদেরকে এমন সহশিক্ষার কবল থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। সরকারী তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমরা দেখছি স্টেডিয়ামে একসাথে ছেলে-মেয়েরা খেলা উপভোগ করছে, মেলা প্রদর্শনীতে চলাফেরা করছে, সিনেমা দেখছে। এর থেকে নানারূপ বিপত্তি ঘটছে যা থেকে মুক্তি আসবে একমাত্র ছেলে-মেয়ের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য ইসলামে পর্দার ব্যাপারে এত কঠোরতা দেখা যায়। পর্দার ব্যাপারটা উপেক্ষা করা মানে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা যার পরিণতি হবে এ পৃথিবীতে নানা অঘটন আর পরকালের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। ইসলামে চলাফেরার ব্যাপারে যেরূপ নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-নিষেধ এসেছে সে সব মেনে চলতে হবে। নারীদের জন্য হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখ করলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং বুঝা যাবে ইসলাম কি চায় মুসলমানদের কাছ থেকে।

মুসলমান নারীদেরকে চলাফেরা করার সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে যেন পর্দা বজায় থাকে। পুরুষদের সাথে একই অঙ্গনে চলাফেরা করলে এ রকম পর্দা করা সব সময় হয়ে উঠে না। নারীদেরকে হজ্জে গমনের সময় অবশ্যই পুরুষ সঙ্গী রাখার জন্য বলা হয়েছে এবং সেই সকল পুরুষ সঙ্গী যাদের সঙ্গে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে নারীগণ খোলামেলাভাবে ও যত্রতত্র চলাফেরা করবে না। কিন্তু একই শিক্ষাঙ্গণ ও একই কার্যস্থান গ্রহণের কারণে সঠিক পর্দা করা হচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা 'আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ' কথার পরিবর্তে 'ইসলামী আইনের দ্বারা আরোপিত পর্দা, চালচলন ও আচরণের নিয়মাচার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ' সাপেক্ষে কথাগুলো যোগ করা যেতে পারে বলে মত দিচ্ছি।

বসবাস ও বসতিস্থাপন এর বেলায়ও কথাগুলো খাটে। আইন অনুযায়ী নাগরিকবৃন্দ বাড়ী তৈরী ও সেখানে বসবাস বা অন্যত্র ভাড়া করে বসবাস করার অধিকার রাখেন। কিন্তু সেই বাড়ীতে তাকে অবশ্যই কতকগুলো মৌলিক ইসলামী বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হবে যেমন 'লিভিং টুগেদার' ইত্যাদি জাতীয় কোন কিছু করা যাবে না। অথচ আমরা প্রকাশ্যে দেখছি

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকায় খবর ছাপা হচ্ছে কারা কারা 'লিভিং টুগেদার' করছেন, অবৈধভাবে সফরসঙ্গী করার জন্য যুবক-যুবতীরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশ করছে। কিন্তু কোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না যদিও আমাদের সংবিধানে ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি দূর করার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বসতি স্থাপন হচ্ছে পতিতাদের সরকারী অনুমোদন নিয়ে, পতিতারা আবার সম্মেলন ও মহা-সম্মেলন করে নানাবিধ দাবী-দাওয়া পেশ করছে যাতে করে তাদের এ ব্যভিচারের ব্যবসা খুব শক্তভাবে এবং স্থায়ীভাবে স্থাপিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রগতিবাদীরা যুক্তি দেখান যে মানুষের জৈবিক ক্ষুধা নিরসনের জন্য এসব পতিতালয় রাখা অপরিহার্য বিশেষ করে তাদের জন্য যারা আর্থিক ও অন্যান্য কারণে বিবাহ করতে সমর্থ হচ্ছে না। কোরআনের আলোকে বিচার করলে এ যুক্তি প্রদর্শন আল্লাহর নির্দেশের প্রতি যেন একটা চ্যালেঞ্জ কেননা ছুরাহ নূর ৩৩নং আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে,

"যাদের বিয়ের সামর্থ নেই, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম পালন করে"।

আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে বিপুল সংখ্যক বিবাহিত মানুষেরা এসব পতিতালয়ের নিয়মিত যাতায়াতকারী। এমন ব্যভিচারের সুযোগ এসেছে শুধুমাত্র পতিতালয়ের বসতির কারণে অথচ কোরআনে ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে এভাবে,

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশত কষা মারবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে ওদের ওপর দয়ামায়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে" ছুরাহ নূর।

এখানে যে স্পিরিট ব্যক্ত করা হয়েছে আমরা করছি ঠিক তার উল্টো। কোরআনের এসব নিষেধাজ্ঞা আসার পরেও আমরা ব্যভিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ফেলেছি আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর বিস্তৃতি ও প্রসারের জন্য যে সব সহায়ক কাজ-কর্ম প্রয়োজন সবই ব্যবস্থা করছি যেমন সিনেমা-টিভিতে অশ্লীলতা, সাহিত্যে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি এবং এসবের প্রসারের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা। এখানে সরকারী দায়-দায়িত্ব অনেক এবং সরকারের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাই সংবিধানের মধ্যে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বিধি-বিধান রাখা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে

www.pathagar.com

করেন। এক্ষেত্রে আমরা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কোরআনে যে সব সাবধানবাণী ও নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেগুলোর প্রতি আবারও দৃষ্টি দিতে পারি যেমন ছুরাহ বনি ইসরাইল এর ৩২নং আয়াতে নির্দেশ এসেছে,

"জ্বিনার কাছে যেও না, এ অশ্লীল আর মন্দ পথ"।

এসব নির্দেশের প্রতি আমরা কি একটুও নজর দেব না ?

দেশ ত্যাগ ও দেশে পুনঃপ্রবেশ এর ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান গ্যারান্টি দিচ্ছে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এটা দেওয়া যাবে না বিশেষ করে যখন কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বা আল্লাহ-রাসুল সম্বন্ধে নানারূপ কটুক্তি বা লেখালেখি করে তাদেরকে দেশে পুনঃপ্রবেশের অধিকার দেওয়া যাবে না। এখানে কোরআন থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি যেমন ছুরাহ মায়িদা এর ৩৩-৩৪ আয়াতদ্বয়ে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা উল্টো দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এই-ই তাদের দুর্ভোগ। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি, তবে তোমাদের আয়ত্বে আসার পূর্বে যারা তওবা করে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু"।

আমরা বাংলাদেশে দেখছি এক জঘণ্য অপরাধ প্রবণতা। এখানে মুসলমান নামধারী কিছু নারী-পুরুষ যারা সাধারণ্যে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত তারা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসুল ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যারোপ করে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে আছেন। অন্য কোন দেশের কোন নাগরিক হোক সে অমুসলমান বা মুসলমান এমন জঘণ্যভাবে ইসলামের বিরূদ্ধাচারণ করেছে বলে শুনা যায় না। বাংলাদেশেরই এক মুসলিম শিক্ষিতা নারী কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সব ধরণের মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। তাকে দেখা গেছে (বিদেশী টি.ভি পর্দায়) শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে সোফায় উপবিষ্ট অবস্থায় যখন তার সামনে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় রয়েছে পবিত্র কোরআন। সেই মহিলা পায়ের উপর পা রেখে এমনভাবে বসেছিলেন একটা পা যেন কোরআনের উপরে উঠে আসে। সেই মহিলা এক হাতে সিগারেট ধরেছিলেন আর অপর হাত দিয়ে কোরআনের পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে ঘৃণাভরে কোরআনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে চলছিলেন। এত কিছু করার পরও আমরা বা আমাদের সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সরকারী তরফ থেকে তাকে নিরাপদে কোন আশ্রয় স্থলে যাবার ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। কোন কোন মহল এমন পর্যন্তও বলেছিল যে এ মহিলা এমন কোন দোষ করেনি এবং তার বিরুদ্ধে বলা অনেকটা বাড়াবাড়ি। আসলে আমরা মুসলমান কিন্তু ইসলাম বুঝি না। ইসলাম বুঝার জন্য কোরআন পড়ি না এবং কোরআন না পড়েই কোরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তা লিখে যাই। এটা সাংঘাতিক ভুল ও অন্যায় এবং সেজন্যেই আমাদেরকে সংবিধানে এমন কিছু লিখে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে যেন এসব অপকর্মের হোতা বা তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা যায় এবং এর ফলে আমরা স্বস্তিতে থাকতে পারবো যে আমরা কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক কোরআন, ইসলাম, আল্লাহ-রাসুলের মর্যদা রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে পেরেছি।

এমতাবস্থায়, আমরা এ অনুচ্ছেদটিকে একটু অন্যভাবে লিখার প্রচেষ্টা নিতে পারি যেমন,

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ যেমন ইসলামী আইন ও নির্দেশের বরখেলাপ বিশেষ করিয়া নারী পুরুষের পর্দার বরখেলাপ, শালীনতা উপেক্ষা, ব্যভিচার জাতীয় জঘন্যতম অপরাধ রোধকল্পে কড়াকড়ি আইন পালন সাপেক্ষে নাগরিকদের বাংলাদেশের সর্বত্র চলাফেরা ও বসবাস বা বসতি স্থাপনের অধিকার থাকিবে। ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া আল্লাহ-রাসুল ও কোরআন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিদ্রূপ বিদ্রোহাত্মক বা উপহাসমূলক কাজ বা উক্তি করিলে সেই নাগরিক ও তাহাদের দোসরদেরকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে এবং বিদেশ হইতে পুনঃদেশে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী হইবে।

www.pathagar.com

৩৮। জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে অনেকে একত্রে বসবাস করে বিধায় পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সমাজ কল্যাণ সাধন ইত্যাদি কাজ সমবেতভাবে করার সুবিধার্থে অনেক রকম সমিতি ও সংঘ গঠন করে থাকেন। এসব সমিতি বা সংঘ না থাকলে অনেক কর্মকান্ড করা সম্ভব হয় না যেমন সমবায়ী কর্মকান্ড, ক্লাব ভিত্তিক কর্মকান্ড, স্কুল-কলেজ, চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকরণ। বিভিন্ন দেশে অনেক বড় বড় কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন ধরণের বেসরকারী সমিতি ও সংঘের মাধ্যমে। সুতরাং বাংলাদেশে সমিতি ও সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সংবিধানের এ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সমিতি গঠন করার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখানে আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধের কথা বলা থাকলেও ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে কিছু রাজনৈতিক হীন স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন কতকগুলো সমিতি ও সংঘ রাতারাতি গড়ে উঠে যেগুলো অন্য কোন পক্ষের হয়ে সমাজে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। সমাজকে বিভক্ত করার জন্য ও আইন-শৃংখলা নষ্ট করার লক্ষ্যে এরা যথেষ্ট হীন কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং এদের নাম ও ব্যানার দেখলেই বুঝা যায় এরা অন্যের হয়ে কাজ করছে। এদের নামের সাথে কাজের গন্ধ পাওয়া যায় যেমন নির্মূল কমিটি, প্রতিরোধ কমিটি, চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি ইত্যাদি। নির্মূল,প্রতিরোধ এগুলো সরকারের আইন-শৃংখলা বাহিনীর কাজ, কোন বিশেষ কর্মসূচী ও আদর্শ বাস্তবায়নের কাজ সরকার ও সরকারী এজেন্সীর। এসব কাজ কোন বেসরকারী সংগঠন ও সংঘ করতে পারে তবে এসব সংগঠন ও সংঘ বিধান মতে ও সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ করে কোন সংগঠনের জন্ম হলো আর তারা সব বড় বড় কাজ হাতে তুলে নিল এমন কি বিচার কার্যও-এটা কোন সভ্য সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এসব সংগঠন ও সংঘ এমন একটা আবরণ ও আদর্শ প্রচার করে মনে হবে যেন এদের চেয়ে ভালো আর কেউ নেই। এ প্রসংগে ছুরাহ বাকারা এর ১১-১২নং আয়াতদ্বয় উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"তাদের যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না তখন তারা বলে আমরাই তো শান্তি বজায় রাখি'। সাবধান। এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু এটা ওরা বুঝতে পারে না"।

আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো যাতে করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, *"আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না"।* ছুরাহ মায়েদাহ ঃ ৬৪

এ অনুচ্ছেদটির আদিরূপ এর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে এ অনুচ্ছেদের মূল লক্ষ্য ছিল যেন ধর্ম-ভিত্তিক কোন সংগঠন বা সংঘ গড়ে না উঠে। প্রথম অবস্থায় এ অনুচ্ছেদে একটা শর্ত ছিল, "তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নাম যুক্ত বা ধর্ম ভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহন করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।"

[- গাজী শামছুর রহমান এর বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য পৃঃ ২১০]

যা পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২য় তফসিল বলে বিলুপ্ত করা হয়। বাংলাদেশের ৮০/৮৫ শতাংশ মানুষ হচ্ছে মুসলমান যারা কোরআন-ছুন্নাহর আলোকে জীবন-যাপন করতে চায়। সুতরাং তারা ইসলামী সংগঠন করবে এটাই স্বাভাবিক ও এটা তাদের ধর্মীয় দায়িত্বও বটে কেননা কোরআনে বলা হয়েছে,

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম"। ৩ ঃ ১০৪

এসব কাজ করতে হলে মুসলমানদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংগঠন ও সংঘ গঠন করতে হবে। অন্য ধর্মের লোকজনদের জন্যও এটা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মের উপর কোন প্রকার জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড অনুমোদন করে না। এ অনুচ্ছেদটি যখন শর্তাংশসহ বলবৎ ছিল তখনও এর কার্যকারীতা রক্ষা করা যায়নি। তখন ধর্ম-ভিত্তিক ইসলামিক ফাউন্ডেশান গঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ধর্মের উপর ভিত্তি করে গঠিত সংস্থা ও,আই,সি-তে যোগদান করে।

www.pathagar.com

আজকে এ অনুচ্ছেদটি থেকে ধর্ম-ভিত্তিক সংগঠন করা যাবে না এ শর্ত বিলুপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে বিশেষতঃ ইসলামের পক্ষে সংগঠন করার কোন বাধা নেই। কিন্তু সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে ধর্মের বিপক্ষে বিশেষ করে ইসলামের বিপক্ষে কাজ করার জন্য বিশেষ বিশেষ সংঘ, সংগঠন বা কমিটি গঠন করা হচ্ছে যেগুলোর মূল কাজই হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, সমাজের একতা ও শৃংখলা নষ্ট করা। এসব তৎপরতা দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। সুতরাং এসব কর্ম বন্ধ করার জন্য কিছু সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের সংবিধানের ৩৮নং অনুচ্ছেদটি একটু নতুনভাবে লিখার চেষ্টা নিতে পারি যেমন,

জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে, তবে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপপ্রচার, বিরুদ্ধাচারণ বা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, ঐতিহ্য ও ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিবার কাজে জড়িত থাকিতে পারে এমন কোন সংগঠন ও সংঘ করা যাইবে না।

www.pathagar.com

৩৯।(১)চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২)রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে

(ক)প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং
(খ)সংবাদপত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

মহান আল্লাহ-তায়লা মানুষকে খুব সুন্দর অবয়ব, চেহারা ও শক্তিশালী অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে তৈরী করেছেন যা অন্য যে কোন পশু পাখির তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন। ছুরাহ তীন্ এ বলা হয়েছে,

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে"।

মানুষের অবয়বের দিকে তাকালেই বুঝা যায় মানুষকে আল্লাহ-তায়লা শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যেমন মানুষই একমাত্র জীব যে সোজা হয়ে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে। মানুষের হাত ও পা একেবারেই আলাদা ধরণের ও আলাদা শক্তির অধিকারী। মানুষকে আল্লাহ-তায়লা উল্লেখ করেছেন,

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন"।

এ ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাটা অনন্য ও অসাধারণ যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এমন সুন্দরভাবে নেই এবং ভাব প্রকাশের এ অসাধারণ ক্ষমতার

www.pathagar.com

কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠতম জীবে পরিণত হতে পেরেছে। এ ক্ষমতার কারণেই মানুষ একে অপরকে জানাতে পেরেছে আল্লাহ্-রাসুল ও সৃষ্টি জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান।

ভাব প্রকাশের এ ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষ সচেতন,-এর ব্যবহার, অপব্যবহার রোধ এবং একে আরো উন্নততর করার প্রচেষ্টা মানুষ করে যাচ্ছে। ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সব মানুষই চায় কেননা সে নিজের অনুভূতি, ভাব ও চিন্তা অন্যকে জানাতে চায় যাতে করে সমাজ তার থেকে উপকার পেতে পারে। এ স্বাধীনতা যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং এর ফলে মানুষ একে অপরের সাহায্যে আসতে পেরেছে। অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করতে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নিতে পেরেছে, ভাল কাজে বিশেষ করে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনেকের কাছে প্রচারের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভাব প্রকাশের এ স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে অন্যায় অত্যাচার বেড়েছে, খারাপ কাজে প্ররোচনা জুগিয়েছে ও মানুষে মানুষে হানাহানি বেড়েছে। তাই সংগত কারণে একে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্ন উঠেছে এবং সেই প্রেক্ষিতেই এ অধ্যায়ের অবতারণা।

এ অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের লেখার স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে কিছু কিছু শর্তাধীনে যেমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃংখলা রক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা, আদালতের সম্মান রক্ষা, শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষা। বাক স্বাধীনতার অপব্যবহারের কারণে উপরোক্ত অসুবিধাগুলোর উদ্ভব হউক এটা কারোর কাম্য হতে পারে না এবং এ ব্যাপারে বাক স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রক্ষার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়নি সেটা হচ্ছে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা, ধর্মের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন দুঃসহ করে তোলার প্রয়াস সৃষ্টি ইত্যাদি। আজকাল আমরা দেখছি যে বিশেষ বিশেষ মহল ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিষাদাগার করে চলছেন অসত্য ও কাল্পনিক মন্তব্যের মাধ্যমে। এমনকি মুসলমান কোন কোন বুদ্ধিজীবীও এমন সব বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার প্রয়াস পাচ্ছেন যেটা কোন সত্যিকার মুছলমানের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। বিবৃতি ও লেখার মাধ্যমে বলা হচ্ছে ছুরাহ ফীল এ বর্ণিত আবাবীল পাখী কর্তৃক হস্তী বাহিনী নিধনের কাহিনী 'কল্পনা মাত্র'; বা কবিতায় লিখা হচ্ছে *"আযান, যেন বেশ্যার চীৎকার"*, *"টেলিভিশনে আযান শুনলেই মনটা তিক্ত হয়ে উঠে"* *'জরায়ুর স্বাধীনতা চাই'*। কেউ কেউ কোরআন বদলানোর মতো দাবী তোলার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন : কোরআনের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছেন। দেখা যাচ্ছে যে যারা

www.pathagar.com

বাক স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে এসব অসত্য বাণী-বিবৃতি ও লিখা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা সবাই ইসলামী নামধারী। যারা এসব মিথ্যাচার করে, আল্লাহ-রাসুলের বিরোধীতা করে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যেমন সুরাহ আহযাব এর ৩৬নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"।

এমতাবস্থায়, আমরা এ অনুচ্ছেদটি একটু সম্প্রসারিত করে নিম্নোক্তভাবে লিখার কথা ভাবতে পারি ঃ

৩৯(১) আল্লাহ, রছুল ও ইসলাম ধর্মের আইন-কানুন ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে কোনরূপ কটাক্ষ,মন্দ উক্তি ও ইসলামী কর্মকান্ড হইতে কাহাকেও দূরে সরিয়া থাকিবার প্ররোচনা ইত্যাদি রোধকল্পে বাক ও ভাব-প্রকাশে কঠোরভাবে সংযত হওয়া সাপেক্ষে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে।

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

www.pathagar.com

৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসংগত কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

এখানে বলা হয়েছে যে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা- নিষেধ সাপেক্ষে দেশের নাগরিকগণ যে কোন ব্যবসা ও পেশা গ্রহণ করার অধিকার রাখে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এ আইন কোনটি? আইনই যদি পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় সংগত না হয় তবে সেই আইন মেনে চলা মানেই হচ্ছে সঠিক পথ অবলম্বন থেকে দূরে থাকা। এখানে যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে আইনের বাধা-নিষেধ হবে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক। আমরা দেখছি যে আমাদের দেশে 'সুদ' ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং দেশের আইন মোতাবেকই এটা চলছে, সুতরাং এটাকে বে-আইনী বলার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ইসলাম মোতাবেক যদি বিষয়টি পর্যালোচনা করি তবে 'সুদ' ব্যবস্থা শুধু যে বে-আইনী তা নয় বরং এটা আল্লাহর নির্দেশের বরখেলাপ কেননা কোরআনে অনেক আয়াতের মাধ্যমে সুদকে হারাম ও বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে যেমন ছুরাহ বাকারায় ২৭৫-২৭৬নং আয়াতদ্বয়ে ঘোষণা এসেছে,

"যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়িয়ে থাকবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। এ জন্য যে তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মত। আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে তারপর সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। যারা আবার (সুদ)নিতে আরম্ভ করবে তারাই অগ্নিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও দানকে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না"।

ঠিক একইভাবে কথা বলা যায় ব্যবসায়ের নামে মওজুতদারী ব্যবসা সম্বন্ধে। এটা আমাদের প্রচলিত আইনে খুব জোরালোভাবে নিষিদ্ধ নয় এবং সেই সুযোগে এর অপব্যবহার হচ্ছে। মওজুতদারীর কারণে আজ দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গরীব জনগণ নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে আছেন। অথচ হাদীস

www.pathagar.com

শরীফে মওজুতদারী সম্বন্ধে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের মওজুতদারী বিষয়ে ঘোষণা এসেছে যে শুধু ব্যবসায়ে লাভের উদ্দেশ্যে যে খাদ্য দ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশী গুদামজাত করে রাখা হয় তার ফলে যে গুণাহ হয় তা মোচন করার জন্য সমুদয় খাদ্য সামগ্রী দান করে দিলেও তা পর্যাপ্ত হবে না।

পেশা সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাদেরকে আরো বিস্মিত হতে হয়,-এমন সব বিচিত্র পেশা নিয়ে আমরা জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যেগুলো সরাসরি ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ হস্তরেখা বিশারদ এর কাজ, ভবিষ্যৎ বাণী দেওয়া, বিভিন্ন ধরণের জুয়ার আড্ডা, বেশ্যাবৃত্তি, পীরজাতীয় লোকদের নানা রকম অলৌকিক কর্ম সাধনের মাধ্যমে আয়-উপার্জন, নানা রকম লটারীর আয়োজন, নির্লজ্জ মডেলিং ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব কর্মকান্ড ইসলামী শরীয়া মোতাবেক নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত আইনে ঠিক নিষিদ্ধ নয় বা খুব হাল্কাভাবে নিষিদ্ধ, তাই এগুলো সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

এসব আলোচনার পর এটা পরিষ্কার যে শুধুমাত্র 'আইন সম্মত' হওয়া মানেই 'হালাল' নয় যদি সেই আইন ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক না হয়। সুতরাং আমরা এ অনুচ্ছেদটিকে সামান্য একটু যোগ-বিয়োগ করে লিখার প্রয়াস পেতে পারি যা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

ইসলামী আইন ও শরীয়া ভিত্তিক আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং শরীয়া ভিত্তিক যে কোন কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

www.pathagar.com

৪১। (১) আইন, জন-শৃংখলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে ;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে ;

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

এ অনুচ্ছেদে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমান সমাজের কাছে এ বিষয়টির চেয়ে আর কোন বিষয় নেই যা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ। এখানে বিষয়টি তিনটি উপ-অনুচ্ছেদে আলোচনা করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। দেশের জনগণের ৮৫ শতাংশ নাগরিক হচ্ছেন মুসলমান এবং এ অবস্থায় আমরা আমাদের দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখতে চাই এবং সে মোতাবেক সাংবিধানিক বিধি-বিধান দেখতে চাই। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলে এবং সংবিধান ইসলামী শরীয়া মোতাবেক রচনা করা হলে বস্তুতপক্ষে এ অনুচ্ছেদে যে সব বিষয় লিখা রয়েছে তার প্রয়োজন হবে না কিন্তু ফলাফল কোন অংশেই কম হবে না।

এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন ও প্রচারের অধিকার রয়েছে-যে বিষয়টি নিয়ে ইসলামে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যেমন, *"ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই"* (২ ঃ ২৫৬) তেমনিভাবে আর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে ছুরাহ নাহল-এ যেখানে বলা হয়েছে,

"তুমি মানুষকে হিকমত ও সৎ উপদেশ দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাকো ও ওদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা কর। তাঁর পথ ছেড়ে দিয়ে যে বিপথে যায় তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। আর যে সৎ পথে আছে তাও তিনি ভালো করে জানেন"।

www.pathagar.com

এখানেও জোর-জবরদস্তির সুর নেই, আছে ভালোভাবে আলোচনা করার কথা।

জবরদস্তি না করার আহ্বান ছুরাহ্ ইউনুস এর ৯৯নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই বিশ্বাস করতো। তা হলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে"?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যে কোন লোক তার পছন্দ মত ধর্ম গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহই সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন যদিও আল্লাহর কাছে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে যার যার ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্বও রয়েছে, সে ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। আল-কোরআনে কিন্তু দায়িত্বহীনতার শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি" (ছুরাহ আম্বিয়া ১১নং আয়াত)।

চরম দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের কিছু কিছু লোক সীমালংঘন করে চলছে তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়েই। এমন মুসলমান আমাদের নজরে আসে যারা কোরআনের বক্তব্যকে বানানো গাল-গল্প বলে উপহাস করছে। এদের সীমালংঘন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে এদেরকে ঠেকানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পবিত্র কোরআনেই এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করে আর পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর " (ছুরাহ আনআম ৭০নং আয়াত)।

আবার কেউ কেউ আযান নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে অনেকটা নির্লজ্জ ভাষায় যা পূর্বে উল্লেখিত, আবার এখানে লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকলাম কারণ ভাষা বেশ অশালীন।

কিন্তু এমন সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক অবগত আছেন এবং এদের সম্বন্ধে কোরআনে সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন যেমন,

www.pathagar.com

"আর তোমরা যখন নামাযের জন্য ডাকো তখন তারা তাকে হাসি-তামাসা ও খেলার জিনিষ মনে করে। কারণ এরা এক জাত যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই" (ছুরাহ মায়িদা ৫৮নং আয়াত)।

বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলাম ধর্ম নিয়ে এমন হাসি-তামাসা হবে কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তাই। সেজন্যই আজকে জোর দাবী উঠছে Blashphemy আইন প্রণয়ন করার জন্য। এসব সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে কোরআনে আরও বলা হয়েছে,

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নির্দশনগুলো স্মরণ করানোর পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি" (ছুরাহ সিজদা আয়াত ২২)।

এসব সীমালংঘনকারীদের জন্য আল্লাহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন যা বাস্তবায়ন করা আমাদের কর্তব্য যেমন ছুরাহ মায়েদাহ এর ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করছে আর দুনিয়ার বুকে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে, তাদেরকে হত্যা করা কিংবা শুলে চড়ানো দরকার। অথবা তাদের একখানা হাত ও একখানা পা বিপরীতভাবে কেটে ফেলা উচিৎ কিংবা নির্বাসন দিতে হবে দেশ থেকে। এসব তো হচ্ছে দুনিয়ার বুকে তাদের অপমান। তাদের জন্য আখিরাতেও ভয়ানক শাস্তি রয়েছে"।

এসব আলোচনা থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক বিপথগামী ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ ও মিথ্যা রটনা শুরু করে দিয়েছে যা অবিলম্বে রোধ করা প্রয়োজন। এসব রোধ করতে হলে ব্লাসফেমী (Blashphemy) আইন প্রণয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরণের আইন চালু রয়েছে বলে জানা যায়। এমতাবস্থায়, আমরা এ অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদটি এভাবে লিখতে পারি ঃ

(ক) আইন, জন-শৃংখলা,নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন,পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে। নিজ ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ, অপবাদ বা নিন্দা প্রকাশ বা বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কটাক্ষ ইত্যাদি করা শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। এই

www.pathagar.com

ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্ল্যাসফেমী আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে ;

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

www.pathagar.com

৪২(১)আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন,ধারণ,হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে না।

(২)এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ,রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩)১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের ১নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

এই অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সম্পত্তির ব্যাপারে যে অধিকার তা বলা হয়েছে। আইনানুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক সম্পত্তি অর্জন করতে পারবেন, সেই সম্পত্তি ধারণ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে অন্যের কাছে হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার রাখেন। এটা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার সংরক্ষণের জন্য বলা হয়েছে যে আইনের কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

ব্যতীত কারোর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখল করা যাবে না। সংবিধানের ৪২(১) অনুচ্ছেদে এসব কথা বলা হয়েছে যাতে বুঝা যায় যে নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে সংবিধান যথেষ্ট বিধি-বিধান ধারণ করে আছে। কিন্তু (২) উপ-অনুচ্ছেদে সেই অধিকার কিছুটা হলেও কেড়ে নিয়েছে কারণ এই উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে আইন মোতাবেক কারোর কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা রাষ্ট্রায়াত্বকরণ করা হলে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে সেই সম্পর্কে কোন আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না। এটা ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা নয় কারণ অপর্যাপ্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়া হলে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্ষতিপুরণ লাভের চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং সেটা মৌলিক মানবাধিকার। আদালত অধিগ্রহণকারীর বিরুদ্ধেই যাবেন এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই, আর যদি বা যায় তবে সেটা হবে ইনসাফপূর্ণ মিমাংসার উদ্দেশ্যে। এখানে মানুষের 'হক' এর প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা উচিৎ যেন কারোর 'হক' অন্যায়ভাবে ক্ষুন্ন না হয়। সুতরাং 'আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না' বাক্যাংশটি না থাকাই উত্তম।

এছাড়া অন্য কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন বিশেষ করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে। নাগরিকগণ সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ করবে এটা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি অনুমোদিত। তবে কিছু কথা না বললেই নয় যেমন যাকাত আদায়ের বিষয়টি যাতে করে 'বায়তুলমাল' গঠন করা যেতে পারে, আর সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে সুষম বন্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার বিষয়টি। মুসলিম প্রধান দেশে সরকারীভাবে যাকাত আদায় করা হবে এটাই স্বাভাবিক, আর ব্যক্তিবিশেষ যাকাত আদায় করে নিজেকে ভারমুক্ত করবেন এটা আরো স্বাভাবিক। যাকাত আমাদের প্রদান করতে হবে কেননা আমরা জানি যে ধনীদের সম্পত্তিতে গরীবদের 'হক' রয়েছে। অন্যের 'হক' আদায় করে দেওয়া মুসলমানদের কাছে অবশ্য করনীয় একটা কর্তব্য, অন্যদিকে 'বায়তুলমাল' গঠন করে দুঃস্থ ও গরীবদের সাহায্য করা সরকারের অবশ্য করনীয় একটা কর্তব্য। হিসেব করে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের মত গরীব দেশেও যদি হিসেব করে যাকাত আদায় করা যায় তবে সেই অর্থ দিয়ে দারিদ্র দূরীকরণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সম্ভব। কিন্তু আমরা সে রকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছি এবং 'বায়তুলমাল' জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে দুঃস্থ ও গরীবদের পুনর্বাসনে প্রচেষ্টা নেওয়া যে সরকারের কর্তব্য সেটাও যেন ভুল গেছি। ফলে সম্পদ গুটিকতক ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে ও দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হচ্ছে। গরীবদেরকে সাহায্যের নামে তাদের ঘাড়ে 'চড়া সুদ' এর ঋণ চড়িয়ে দিচ্ছি। এটা একদিকে যেমন মর্মান্তিক , আবার অন্যদিকে আমরা নিজেদের পরকালীন জীবনকেও ক্রমশঃ ভারযুক্ত করে ফেলছি।

www.pathagar.com

সম্পত্তি বিলি-বন্টনের ব্যাপারটাও কম গুরুত্বপূর্ন নয়। ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দেয় যে আমরা যেন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ইত্যাদি তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারদের মধ্যে শরীয়া মোতাবেক বিলি-বন্টন করে দেই যেন আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ অধিকতর লোকজনের কাছে পৌছে যায়। এর ফলে সম্পত্তি কুক্ষিগত হওয়ার আশংকা থাকে না এবং বিভিন্ন পেশার লোকজনের হাতে পড়ে সেই সব সম্পদ দিয়ে দেশ ও জনগণের সমৃদ্ধি বয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, আমরা ৪২নং অনুচ্ছেদটি একটু সম্প্রসারণ করে লিখতে পারি যেমন,

(১)আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকিবে যে সকল নাগরিক শরীয়া আইন মোতাবেক সম্পত্তি খাতে সরকারী যাকাত তহবিলে যাকাত নিশ্চিত করিবেন এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরীয়া মোতাবেক বন্টন নিশ্চিত করিবেন অন্যথায় সরকার আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২)এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপুরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইবে, এবং ক্ষতিপুরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কেহ বিক্ষুব্ধ হইলে তিনি বিধি মোতাবেক আদালতের দ্বারস্থ হইতে পারিবেন।

www.pathagar.com

[৮]

চতুর্থ ভাগ

নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

৪৮।(১)বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২)রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্দ্ধে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩)এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪)কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি -

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন ; অথবা

www.pathagar.com

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন ; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(৫)প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

বাংলাদেশ একটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। সুতরাং এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই মুসলমান জনগোষ্ঠির প্রধান নেতাও বটে। এ প্রেক্ষিতে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার সময় স্মরণ রাখি যে রাষ্ট্রপতি বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের নেতা। মুসলমানদের নেতা এমন এক ব্যক্তি হবেন যিনি মুসলমানদেরকে ইসলামী ধারা মোতাবেক পরিচালিত করতে পারেন কারণ মুসলমানরা ইসলামী পথেই জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত করবে। মুসলমানরা যাকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে তাঁকে অবশ্যই পরীক্ষিত মানুষ হতে হবে। আমরা দেখি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যিনি অনেক পরীক্ষায় আল্লাহর কাছে মাথা নত করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সুরাহ বাকারায় ১২৪নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

"ইব্রাহীমকে যখন তাঁর পালন কর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন-আর তিনি তা পূরণ করলেন, তখন ইরশাদ হলো ঃ আপনাকে আমি মানব সমাজের নেতা রূপেই দেখতে চাই। তিনি বল্লেন ঃ আমার সন্তানদের মধ্যেও ? ইরশাদ হলো ঃ জালিমরা আমার অঙ্গীকারের আওতায় আসে না"।

এখানে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) মানব-সমাজের নেতা রূপেই মনোনীত করেছেন আল্লাহ-তায়লা। এবারে অন্য একটা আয়াতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখতে পাই যে ইব্রাহীম হচ্ছেন একজন তাবেদার মুসলমান যেমন সূরাহ আল-ইমরান এর ৬৫-৬৭নং আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

"হে কিতাবধারীগণ! তোমরা ইব্রাহীমের ব্যাপারে কেন তর্ক করছ ? তওরাত, ইঞ্জিল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুদ্ধি খাটাবে না ? তোমরা কি শুনতে পাও না ? তোমরা যা জান না-তাই নিয়ে আগে ঝগড়া করতে। এখন

www.pathagar.com

আবার করছ ? আল্লাহ সবই জানেন, তোমরা তো কিছুই জান না। ইব্রাহীম-এহুদী কিংবা নাসরা ছিলেন না। তিনি ছিলেন-মিথ্যা ও বাতিল ধর্মগুলোর প্রতি বিরূপ ও তাবেদার মুসলমান। তিনি তো আর মুশরিক দলের সামিল ছিলেন না"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আল্লাহ-তায়লা একজন তাবেদার মুসলমানকে মানব-জাতির নেতা নির্বাচন করেছিলেন এবং এরূপ ঘোষণা দিয়ে আমাদের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

আবার সুরাহ আম্বিয়ার ৭২-৭৩নং আয়াতদ্বয়ে আমরা দেখতে পাই এরূপ,

"এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আরও দান করে ছিলাম ইয়াকুবকে পৌত্র রূপে এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করেছিলাম।

এবং তাদের করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করতো। তাদের প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎ কাজ করতে, যথাযথভাবে নামায পড়তে এবং যাকাত প্রদান করতো। তারা আমারই এবাদত করতো"।

সুতরাং আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন অবশ্যই একজন মুসলমান, তিনি হবেন সৎ কর্মপরায়ণ, ইসলামী পন্থায় মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শনকারী এবং সর্বোতভাবে আল্লাহর এবাদতকারী। এটা আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের ৮০-৮৫% মুসলমান এমন অজ্ঞ হবেন না যে তাঁরা তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করবেন। তবুও সংবিধানে এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই মুসলমান ও ইসলামী বিধি মোতাবেক জীবন যাপনকারী ব্যক্তি হতে হবে।

প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ্বের অনেক দেশে রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশেষ ধর্মের অনুসারী হওয়ার বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে যেমন প্রখ্যাত আইনবিদ এ.কে.ব্রোহী তাঁর Fundamental Laws of Pakistan গ্রন্থের ৭৪২ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

(ক) The constitution of Ireland has in its preamble the words :

" We the people of Eire,Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord Jesus christ". যার বাংলা অর্থ হচ্ছে, আয়ারল্যান্ডের সংবিধানে এ কথাগুলো লেখা, *"আমরা আয়ারল্যান্ডের জনগণ অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাদের সকল দায়-বদ্ধতা ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব যীশু খৃষ্টের কাছে স্বীকার করছি"।*

www.pathagar.com

(খ) The constitution of Sweden provides in article (2) that, *"The king shall always belong to the pure Evangelical faith, as adopted and explained in the unaltered Augsburg Confession and in the resolution of Upsala Synod"* অর্থাৎ সুইডেনের সংবিধানের (২) ধারায় সংযোজিত আছে, *"রাজা সব সময় আদি খৃষ্টীয় মতবাদের অনুসারী হবেন যেমন অগসবার্গ ঘোষণায় ও উপাসালয় সীনদ এর সিদ্ধান্তমালায় প্রচার করা হয়েছে"।*

(গ)Article (2) of the constitution of Norway provides that, *"The Evangelical Lutheran religion shall remain the public religion of the state. The inhabitants professing it shall be bound to bring up their children in the same, Jesuits shall not be tolerated";* and article (4) provides that *"The king shall always profess the Evangelical Lutheran religion, and maintain and protect the same".* অর্থাৎ নরওয়ে-র সংবিধানে (২) ধারায় উল্লেখ আছে, *"লুথেরীয়ান সুসমাচারই হবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এ ধর্মবাদের অনুসারীরা তাদের সন্তানদেরকে এ মতবাদে গড়ে তুলতে বাধ্য। খৃষ্টীয় সংঘ বিশেষের ভন্ড ব্যক্তিদের সহ্য করা হবে না"।* ধারা (৪) এ বলা হয়েছে, *"রাজা সব সময় লুথেরীয় খৃষ্টবাদ প্রচার করবেন এবং এ ধর্মকে লালন-পালন ও রক্ষা করবেন"।*

(ঘ)Article (3) of the constitution of Denmark provides that, *"The Evangelical Lutheran church is the Danish Established Church and is, as such , subsidized by the state",* and article (5), that *"The king shall be a member of the Evangelical-Lutheran church".* অর্থাৎ ডেনমার্কের সংবিধানের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, *"লুথেরীয় খৃষ্টবাদের চার্চ হচ্ছে ডেনীশ জনগণের প্রতিষ্ঠিত চার্চ এবং সে কারণে এটা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রাপ্ত"।* ৫নং ধারায় বলা হয়েছে, *"রাজা লুথেরীয় খৃষ্টবাদের চার্চের একজন সদস্য হবেন"।*

(ঙ) *Article 50 of the constitution of Switzerland gurantees free exercise of religion but forbids the erection of any see within Swiss territory without the approval of the confederation; and article 51 bans the order of Jesuits and provides that the ban may be extended " to other*

www.pathagar.com

religious orders whose activity is dangerous to the state or disturbs the peace between the various religious bodies". Similarly Article 52 forbids the founding of new religious houses or religious orders, and the re-establishment of those which have been suppressed". অর্থাৎ, সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের ৫০নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়া হয়ে থাকলেও সুইজারল্যান্ডে কনফেডারেশন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন ধর্মীয় কাঠামো গড়ে তোলা যাবে না।

সুতরাং, আমরা একমত হতে পারি যে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন অবশ্যই একজন মুসলমান যিনি বিধি মোতাবেক ভোটে নির্বাচিত হবেন। ৪৮(২) অংশে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধে স্থান লাভ করবেন। এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত থাকার কথা নয় কারণ কাউকে না কাউকে সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে এবং বিচার বিভাগের দন্ড লাঘব বা মওকুফ করার ক্ষমতা রাখার কারণেও রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উর্ধে অধিষ্ঠিত।

অন্যান্য শর্তাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মন্তব্য করার নেই। সুতরাং ৪৮নং অনুচ্ছেদে আমরা নতুন দু'একটা বিষয় যোগ করে এরূপভাবে লেখার প্রয়াস পেতে পারি ঃ

কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না; যদি তিনি

(ক)মুসলমান না হন এবং জীবন-যাপন প্রণালীতে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের অনুসারী না হন এবং ইসলাম বিরোধী কোন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত হন ;

(খ) চল্লিশ বৎসরের কম বয়সী হন ;

(গ) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন অথবা

(ঘ) কখনও এই সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

www.pathagar.com

৪৯।কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা,বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

৪৯ নং অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রপতির উপর কিছুটা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব দিয়েছে, তবে এটা সাধারণ বিচার কার্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সচরাচর রাষ্ট্রপতির কাছে এ ধারার অধীনে আবেদন জানানো হয় না। পৃথিবীর বহুদেশে এ ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিচার বিভাগের কাজকর্মে ভুল থাকতে পারে বা বিচার বিভাগ আইনের বিধি-বিধান থেকে সাধারণতঃ সরে আসতে পারেন না যদিও এমন ধারণা জন্মে যে শাস্তি কঠোর হচ্ছে বা মার্জনা কোন বিশেষ মানবিক কারণে প্রদানযোগ্য। বিচার বিভাগ কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করতে রাজী হবেন না কেননা এটা পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় নজীর হিসেবে উপস্থাপন করা হতে পারে। এমন অবস্থায় একজন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বা আশার আলো হচ্ছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি যিনি ক্ষমা বা মার্জনা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমা বা মার্জনা সাধারণতঃ কোর্টে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত হয় না অথবা রাষ্ট্রপতি একবার ক্ষমা করলে অন্য সবক্ষেত্রে এমন মার্জনা কেউ অধিকার হিসেবে দাবী করে না। এই ব্যবস্থাটি বহাল রাখার বিপক্ষে কোন মহলের দাবী দেখা যায় না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। ইসলামে দুষ্কর্মের শাস্তির কথা কোরআনে বলা হয়েছে যেমন,

"চোর পুরুষ হোক বা নারী হোক, তার হাত কেটে ফেল। এ আল্লাহর তরফ থেকে তাদের কৃতকর্মের ফল ও নাকাল (দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি)। আল্লাহ্ তো শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি অনুকম্পা করেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরমদয়ালু" (ছুরা মায়িদা ঃ৩৮-৩৯)।

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশো কশা মারবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে ওদের ওপর দয়ামায়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"।

অন্য একটা ছুরাহ্-তেও কঠোর বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেমন ছুরাহ্ বাকারায় ১৭৮-১৭৯ নং আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"হে বিশ্বাসীগণ! নর হত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (বদল) এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করলে সম্মানজনক ব্যবহার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিৎ। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (শাস্তির) ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার"।

এই আয়াতদ্বয়ে মানুষের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি কঠোর শাস্তি দানের পাশাপাশি কিছুটা দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শাস্তি প্রদান যথার্থ হলেও প্রয়োজনে মার্জনা করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কোরআনে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি যিনি রাষ্ট্রের পরিচালক ও সকলের উর্ধে যার স্থান তিনি স্বীয় বিচার বুদ্ধিতে কাউকে মার্জনা করার ক্ষমতা ভোগ করবেন এতে ক্ষতির কিছুই নেই। তবে রাষ্ট্রপতির এ ধরণের কাজের সুবিধার্থে তাঁকে শরীয়া কাউন্সিল বা এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করে ব্যখ্যা পাওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে কোরআনে বিশেষ বিশেষ কিছু অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব শাস্তি মওকুফ, হ্রাস বা বিলম্বিত করার অধিকার কোন মানুষের আছে কিনা তা খুব গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে শরীয়া কাউন্সিল এর মতামতের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

এমতাবস্থায় আমরা সংবিধানের এই অনুচ্ছেদকে আরও একটু সম্প্রসারিত করে নিম্নোক্তভাবে লিখার কথা ভাবতে পারি ঃ

কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগের আগে নিশ্চিত হইবেন যে তাঁহার কোন কার্য ইসলামী নির্দেশের বরখেলাপ না হয় এবং এতদউদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণের জন্য শরীয়া কাউন্সিল জাতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবেন।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৫)রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমানীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬)রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

৫৬।(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।

www.pathagar.com

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

(৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন ; অথবা

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।

www.pathagar.com

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এইমর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধীকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

এ অনুচ্ছেদগুলোর বিভিন্ন অংশ বা উপ-অনুচ্ছেদ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই, তবে যে যে কারণ উল্লেখ করে এবং কোরআন এর আয়াত এর দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে অনুচ্ছেদ ৪৮ আলোচনাকালে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্য কয়েকটি মৌলিক দাবী রেখেছিলাম যেমন,

(ক)রাষ্ট্রপতি হবেন একজন মুসলমান ;

(খ)মাননীয় রাষ্ট্রপতি যাকে আমরা নির্বাচিত করিব তিনি যেন অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর বয়সী হন ;

(গ)তিনি যেন একজন ইসলামের খাদেম হিসাবে পরিচিত থাকেন এবং তাঁহার ইসলামী জ্ঞান ও জীবন যাপন ইত্যাদির সৌন্দর্যে দেশের মুসলমান সমাজ যেন তাহাকে নেতা হিসাবে পাইয়া খুশী হন;

অনুরূপভাবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাহাকে নির্বাচিত করিব তাঁহার ক্ষেত্রেও এইসব শর্ত পূরণ দেখিতে চাই ।

www.pathagar.com

[২ক পরিচ্ছেদ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮খ

৫৮খ।(১)সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২)নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবে।

(৩)(১)দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১)দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮গ

৫৮গ।(১)প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

www.pathagar.com

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩)রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি-গণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫)যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬)এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩),(৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি -

(ক)সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ;

www.pathagar.com

(খ)কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন ;

(গ)সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

(ঘ)বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮)রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯)রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০)প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১)প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২)নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ঘ

৫৮ঘ।(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন ; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২)নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ঙ

৫৮ঙ।(১)এই সংবিধানের ৪৮(৩), ১৪১ক(১) এবং ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধানসমূহ অকার্যকর হইবে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ক্ষেত্রে যেমন লিখা হয়েছে (অনুচ্ছেদ নং ৫৫,৫৬ ও ৫৭ দ্রষ্টব্য) ঠিক একই আঙ্গিকে শর্তাবলী পূরণ দেখতে চাই — শুধু এটাই মন্তব্য।

www.pathagar.com

[৯]

পঞ্চম ভাগ

আইন সভা

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

(১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ,বিধি,প্রবিধান,উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে ; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবে।

[(৩) সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন,১৯৯০,প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা-

www.pathagar.com

সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।]

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

এই অনুচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুচ্ছেদ। দেশের প্রাণবিন্দু 'জাতীয় সংসদ' নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে যে জাতীয় সংসদ দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করবে যে আইনের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। সংসদের আইন যদি সুষ্ঠু ও সুন্দর হয় তবে দেশের নাগরিকদের জীবন তেমনি সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে সন্দেহ নেই। সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ আইন রচনা করতে হলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সংসদ তৈরী করতে হবে। এ সম্বন্ধেই এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদের অধীনে চারটি দফা রয়েছে যেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম দফায় দেখা যাচ্ছে যে প্রজাতন্ত্রের জন্য আইন প্রনয়নের ক্ষমতা দেওয়া আছে সংসদকে তবে তা হতে হবে সংবিধানের আইন মোতাবেক। এটাই সবদেশের নিয়ম। সংবিধান আইনের বই না হলেও আইনের জনক। সুতরাং জনকের প্রকৃতি, আকৃতি ও গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই আইন রচিত হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিষয়টি আলোচনা করলে আমরা অবশ্যই বলবো যে আইন হতে হবে কোরআন-হাদিস ভিত্তিক। আমরা সংবিধানকে ইসলামীকরণ করতে চাই। সংবিধান যদি ইসলামিক হয় তবে যে সব আইন রচিত হবে সংবিধানের আলোকে সেগুলোও ইসলামী প্রকৃতির হবে। এখানে এই দফায় আমরা শুধু দু'একটি শব্দ যোগ করতে চাই শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থে। আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, আইন প্রণয়নকালে দৃষ্টি রাখতে হবে যে সকল আইনই হতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযায়ী।

২নং দফায় উল্লেখ করা হয়েছে যে একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনশত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এখানে আমাদের একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে

www.pathagar.com

যেহেতু সংবিধানে সংসদ সদস্যদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে 'তিনশত' বলা হয়েছে সে কারণে প্রয়োজনবোধে এ সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয় যদি না সংবিধান সংশোধন করা হয়। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধান রচিত হয় তখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭/৮ কোটি যা এখন দাঁড়িয়েছে ১২/১৩ কোটিতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটি বিবেচনা করলে সংসদ সদস্যদের সংখ্যা তিনশত থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ পাঁচশত করা উচিৎ। যদিও এলাকা ভিত্তিক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন তথাপি এটাও সত্য যে সংসদ সদস্যগণ জনগণের স্বার্থই দেখার কথা। ভূমি এখানে মূখ্য নয়। তাই অন্ততঃ দশ বৎসর পরপর জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যার বিষয়টি বিচার করে দেখা যেতে পারে এবং সংবিধানে এরূপ একটা বিধান উপস্থাপিত হতে পারে।

এখানে আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং সেটা হচ্ছে টেকনোক্র্যাট বা বিশেষজ্ঞদের জন্য সংরক্ষিত আসন সম্বন্ধে। প্রায়ই অভিযোগ উঠে যে যারা সংবিধান সম্বন্ধে, আইন-সভা সম্বন্ধে, আইন ও ইসলামী আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এমন অনেকেই সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না বা করলেও জয়লাভ করতে পারেন না বিভিন্ন অনিবার্য কারণে। অথচ এদেরকে সংসদে দেখতে চান অনেকে এবং সত্যিকারভাবে বলতে গেলে অনেকে স্বীকার করবেন যে তাঁরা সংসদে আসতে পারলে অনেক অবদান রাখতে পারবেন। এমতাবস্থায় এমন প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, মহিলাদের জন্য যেমন এক দশমাংশ সদস্যপদ সংরক্ষণ করা আছে অথবা টেকনোক্র্যাট হিসেবে মন্ত্রীসভায় এক দশমাংশ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন তেমনিভাবে বিশেষজ্ঞদের জন্যও এক দশমাংশ সদস্যসংখ্যা সংরক্ষণ করে রাখা মঙ্গলজনক। তবে এটা অবশ্যই দেখতে হবে যে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে যেন তারা মনোনয়ন না পান। এক্ষেত্রে আমরা আরো প্রস্তাব করতে পারি যে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ সদস্য হিসেবে যে কয়টি সিটে জয়লাভ করবে সেই অনুপাতে তারা বিশেষজ্ঞ সদস্য মনোনয়নের অধিকার পাবে এবং এর ফলে সংসদে বিভিন্ন মত,দল ও বিশ্বাসের বিশেষজ্ঞ সংসদে সদস্য পদ পেয়ে অবদান রাখতে পারবেন। মন্ত্রীসভায় টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীগণ যেমন দেশ ও সমাজের জন্য অবদান রাখছেন, বিশেষজ্ঞ সদস্যগণও তেমনি অবদান রাখতে পারবেন।

৩নং দফা সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে। এখানে বলা হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ত্রিশটি আসন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হবে যা হবে তিনশত নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অতিরিক্ত। এই ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন ইতিমধ্যে নির্বাচিত তিনশত সংসদ সদস্যদের দ্বারা। এই ব্যবস্থাকে অনেকে সুষ্ঠু একটা ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না যার পিছনে যুক্তি হচ্ছে.

www.pathagar.com

(ক) এর দ্বারা মহিলাদের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে কেননা তারা সাধারণ ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারছেন না;

(খ) এ ব্যবস্থায় সত্যিকার অর্থে যোগ্য ও সুষম ভিত্তিতে মহিলারা নির্বাচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন না। দেখা যাচ্ছে যে, যে রাজনৈতিক দল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই সবগুলো (অর্থাৎ নির্দিষ্ট ত্রিশটি) আসন পেয়ে যাচ্ছেন ;

(গ) এক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে কোন ভোটাভূটি হয় না, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নমিনেশন পেলেই হলো। অন্য দল থেকে সাধারণতঃ কোন প্রার্থীই দেওয়া হয় না। তবে কোন কোন সময় ভিন্ন দলের সাথে কোন সমঝোতা হলে ব্যাপারটি আলাদা।

এমতাবস্থায় বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার আছে। বর্তমান ব্যবস্থায় এটা মনে হচ্ছে যেন মেয়েদেরকে একটা অনুগ্রহ করা হচ্ছে। যদি ত্রিশটি (দশ শতাংশ) তাদের জন্য নির্দিষ্ট করতেই হয় তবে তা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে (ভোটাভূটি শুধু মহিলাদের মধ্যে) নির্ধারিত হউক এবং এটা অন্ততঃ ২০ শতাংশ পরিমাণ হওয়া উচিৎ। আসলে তারা এক তৃতীয়াংশই পাওয়ার যোগ্য যদি দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়। কোরআনের একটা আয়াত এ প্রসংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন ছুরাহ নিছা এর ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"পুরুষ যা কামাই করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।

নারী একজন মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়েছে, তাই সে মানুষের অধিকার যা তা ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাকে সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এবং তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য।

এসব আলোচনার আলোকে আমরা ৬৫নং অনুচ্ছেদ এর দফাগুলোকে একটু সংশোধিত আকারে লিখার চেষ্টা করতে পারি,

(১) 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং কোরআন-ছুন্নাহ এর উপর ভিত্তি করিয়া ইসলামী

www.pathagar.com

প্রজাতন্ত্রের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ,বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্য সংখ্যা নিরূপনের ক্ষেত্রে দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হিসাব করিয়া অন্ততঃ প্রতি দশ বছর অন্তর সদস্য সংখ্যা নিরূপনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকিবে এবং সেই মোতাবেক নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত হইবে।

(২ক)মন্ত্রীসভায় যেমন টেকনোক্রাট হিসেবে কয়েকজন (সর্বোচ্চ দশ শতাংশ) মন্ত্রী নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তেমনি সংসদ-সদস্য হিসাবেও মোট সদস্য-সংখ্যার এক দশমাংশ নির্বাচন ব্যতিরেকে বিশেষজ্ঞ সংসদ-সদস্য হিসাবে মনোনয়ন পাইতে পারেন। রাজনৈতিক দলসমূহ সাধারণ নির্বাচনে যেরূপ সংখ্যক সিটে জয়লাভ করিবেন সেই অনুপাতে বিশেষজ্ঞ সদস্য মনোনয়ন দিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(৩) সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন,১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অথবা সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে যেরূপকাল নির্ধারিত হইবে সেইকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত বিশ শতাংশ আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

www.pathagar.com

৭০। (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা- যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া-

(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ-সদস্যের সভা আহ্বান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের

www.pathagar.com

বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৭০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়টি নিয়ে নানা রকম বিতর্ক শুরু হয়েছে-পক্ষে বিপক্ষে অবশ্যই অনেক যুক্তি রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা নিয়ে যারা সন্তুষ্ট নন তাঁরা প্রধানতঃ সংসদ সদস্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার, বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ক্ষুন্ন হয় বলে মন্তব্য করেন। একথা অনস্বীকার্য যে রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া মানে তিনি ঐ রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকবেন এবং এভাবে দেশ ও দশের খেদমত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। নিজ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন যা কিনা ভোটারদের সাথে প্রবঞ্চনা করার সামিল কেননা ভোটারগণ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে ভোট দেয় এই আশায় যে নির্বাচিত সংসদ সদস্য রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ মোতাবেক কর্মকান্ড চালিয়ে যাবেন। কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায়, কথা থেকে যায় সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি মোতাবেক কাজ করার। এই অনুচ্ছেদে যেরূপ কড়াকড়িভাবে দলীয় আনুগত্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছে তাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতা থাকছে না। এখানে বলা হয়েছে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি পার্লামেন্টে তাঁর দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থেকে নিজ দলের পক্ষে ভোট দানে বিরত থাকেন তবে সেই সংসদ সদস্যের সদস্যপদ শূন্য হয়ে যাবে। ভোটারগনও যে সব সময় দলের সকল কর্মকান্ড ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকেন এমন নয় কারণ দলীয় চিন্তা-ভাবনা ছাড়াও প্রত্যেকের একটা নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থাকে। এই চিন্তা-চেতনাকে সব সময় উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। উপেক্ষা করা উচিৎ ও নয়।

পার্লামেন্টে দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান অথবা ভোটদানে বিরত থাকার কারণে সংসদ সদস্যপদ খারিজ হবে এমন ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। যেমন পক্ষে বলা হয় ;

www.pathagar.com

(ক) যেহেতু দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সমর্থন থাকার কারণেই একজন সাধারণ ভোটার নির্দিষ্ট দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন, সেই কারণে ঐ দলের সিদ্ধান্তের বিপরীত কর্মকান্ডে ভোট প্রদান নৈতিকতা বিরোধী ও ভোটারের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচয় ;

(খ) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যেখানে প্রচলিত সেখানে এভাবে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দান করলে প্রায়ই দেখা যাবে সরকারের পতন ঘটছে বা সরকারের পতন যেখানে অনিবার্য বা সমর্থনযোগ্য তখনও সরকার টিকে যাচ্ছে যা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হবে না;

(গ) দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দানের সুযোগ দেওয়া হলে অনেক সময় অবৈধ পন্থায় বা ভাবাবেগ সৃষ্টি করে একটা নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্ম দেওয়া সহজতর হবে।

এর বিপরীতে অনেক যুক্তি রয়েছে যেগুলো সরাসরি নাকচ করা যায় না । বিপরীত পক্ষের যুক্তিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

(ক) সংসদে নির্বাচিত সদস্যগণ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং যথেষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে এমন অবস্থা পৌছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের নিজের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দলীয় আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এটা কখনো গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। এতে ব্যক্তিত্ব ও বিবেক পঙ্গু হয়ে যায়।

(খ) দলীয় সিদ্ধান্ত সবসময়ই সঠিক হবে এমন নয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্যায়ে গুরুতর অনিয়ম বলে বিবেচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ এত বড় দায়ভার গ্রহণ করবেন কেন?

(গ) দল ভিত্তিক রাজনীতি সম্বন্ধে সুনাম যেমন আছে তেমনি দূর্ণামও রয়েছে। অনেক মহল থেকে অনেক ধরনের অভিযোগ আসে। দল থেকে দলাদলি, রেষারেষি এবং শেষে দাংগা-হাংগামা ইত্যাদি যে হচ্ছে না তা কেউ বলতে পারবেন না। এমনও দেখা যাচ্ছে যে বলা হয় 'সরকারী দল দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে' আবার অন্যদিকে বিরোধী দল সম্বন্ধে হয়তো বলা হচ্ছে এরা 'দেশ ধ্বংস করার অপচেষ্টায় মত্ত'। গুরুতর অভিযোগই বটে এবং এর সাথে কেউ সম্পৃক্ত হতে চাইবেন না। যদি এ ধরনের কোন অভিযোগ সামান্য ডিগ্রীতেও সত্য হয় তবে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কোন যুক্তিতে দলকে সমর্থন জানাবেন? তাঁদেরকে অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে, সঠিক দিক-নির্দেশনা

www.pathagar.com

দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজনে দলের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

এমনি যুক্তিতর্ক অনেক দেখানো যাবে সেটা বড় কথা নয়, যেটা প্রয়োজন তা হলো দেশ ও দশের জন্য কল্যাণকর তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যদিও সেটা দলের বিরুদ্ধেও যায়।

এবারে ৭০(২) অনুচ্ছেদ একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেখানে পার্লামেন্টের কোন দলের বিভক্তি বা দলীয় নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্ধ দেখা দিলে স্পীকার কি সিদ্ধান্ত দেবেন সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখানে এমন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যাতে করে কোন অবস্থায়ই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না। এমন অবস্থায় সংসদ সদস্যগণ দলীয় নেতৃত্ব যত খারাপই হোক না কেন মেনে চলতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সেই অংশই মূল দল হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই দলের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে ভোটদান করা যাবে না। এখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠের একাধিপত্য দেখা যাচ্ছে। এমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে বোধ হয় এমন একটা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে যেখানে মোট দলীয় সদস্যের এক তৃতীয়াংশের অধিক যদি বর্তমান দলীয় নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা এনে নতুন কোন উপ-দল গঠন করতে চায় তবে তাঁদেরকে উপ-দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। এমন অবস্থায় কোন দল দুই ভাগের বেশী বিভক্ত হতে পারবে না। এমনও চিন্তা করা যেতে পারে যে এই এক-তৃতীয়াংশ দলীয় সদস্য উপ-দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে তাদের সংখ্যা পার্লামেন্টর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন ৫ (পাঁচ) শতাংশের কম হতে পারবে না।

৭০(৩) উপ-অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে একটু বলার আছে। নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোন সদস্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তাঁকে সেই রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে গন্য করা হবে বলে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। এটা এই অনুচ্ছেদের মূল স্পিরিটের সাথে খুব বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না কারণ নির্দলীয় প্রার্থীকে নির্বাচিত করা মানে ভোটারগণ সকল রাজনৈতিক দলকে অগ্রাহ্য করেছে। এমন অবস্থায় সেই নির্দলীয় সংসদ সদস্য পরবর্তীতে তাঁর খেয়াল-খুশী মত রাজনৈতিক দলে যোগদান করলেও তার সদস্যপদ খারিজ হচ্ছে না। এই অনুচ্ছেদের মূল স্পিরিটের আলোকে তিনি এই সদস্যপদ দখলে রাখার দাবীদার হতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে নির্দলীয় সদস্যের উপর অন্য দলগুলোর চাপ বাড়তে পারে অথবা তিনি নিজেও প্রলোভনে পড়ে যে কোন দলে যোগদানের কথা ভাবতে পারেন যা কিনা তাঁর ভোটারগণ অনুমোদন করেননি।

www.pathagar.com

পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ৭০নং অনুচ্ছেদে যেরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। অতিরিক্ত মাত্রার কারণে সদস্যদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে যার ফলে দায়িত্বশীল সরকার পেতে কষ্ট হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে অনেকটা পার্লামেন্টারী স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার পথ সুগম হচ্ছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে যে পার্লামেন্টে ভোটাভূটির ব্যাপারটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। এ পর্যায়ে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে অন্ততঃ কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা। এতে সংসদ সদস্যদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বাড়বে, অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়বে এবং অন্যদিকে সরকারকে অনেক বেশী দায়িত্বশীল হতে হবে। এটা গণতন্ত্র প্রসারের জন্য খুবই জরুরী।

এবার, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক। পবিত্র কোরআন থেকে এমন অনেক আয়াত উদ্ধৃতি করা যাবে যা দিয়ে প্রমাণ করা যাবে যে এই অনুচ্ছেদটিতে কিছুটা বাড়াবাড়ি রয়েছে। প্রথমে এমন একটি আয়াত উল্লেখ করতে চাই যা দিয়ে সরকারকে উপদেশ দেওয়া যাবে যে এমন শক্ত বাধা-নিষেধ আরোপ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা ইনসাফপূর্ণ নয় যেমন ছুরাহ ফাতির এর ১০নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"কেউ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক সকল ক্ষমতা তো আল্লাহরই। তিনি ভালো কথা ও ভালো কাজ গ্রহণ করেন। আর যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই"।

এটা প্রণিধানযোগ্য যে সরকারী দল সাধারণতঃ এই অনুচ্ছেদের সমর্থক হয় এ কারণে যেন তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে। সব সময়ে যে সরকার টিকে থাকার জন্য এমনটি সমর্থন করে তা নয়, এর পিছনে ভালো উদ্দেশ্যও থাকে অর্থাৎ স্থিতিশীল সরকার গঠন করা। কিন্তু যদি একবারও খারাপ উদ্দেশ্যে এই ধারার সহায়তায় নিজ দলের সদস্যদেরকে ব্যবহার করে তবে অবশ্যই এটা হবে ষড়যন্ত্রমূলক এবং সেই ষড়যন্ত্রের শাস্তি হবে কঠিন। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে মহান আল্লাহ-তায়লা ঘোষণা করেছেন যে তিনি ভালো কথা ও ভালো কাজ গ্রহণ করেন। অথচ সংসদ সদস্যগণ স্বীয় দলের প্রতি অহেতুক আনুগত্য দেখানোর জন্য অনেক ভালো কথা ও ভালো কাজ করতে সমর্থ হচ্ছেন না। এ ব্যর্থতার জন্য তাঁদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে-এটার দায়িত্ব নেবে কে?

এবার ছুরাহ বাকারা এর ৪২নং আয়াতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক যেখানে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না, আর জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না"।

এটা একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ। এমন নির্দেশ অমান্য করা মুছলমানের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব নয়, যদি কেউ অমান্য করেই বসে তবে আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যদি না মহান আল্লাহ-পাক দয়া করে মাফ করে দেন। আমাদের এই অনুচ্ছেদের বিধি-নিষেধের কারণে আমাদের সংসদ সদস্যদেরকে হয়তো কখনো কখনো এমনটি করতে হতে পারে। তাহলে এর দায়িত্ব নেবে কে? আমরা জেনে-শুনে আমাদের সম্মানিত সংসদ সদস্যদের কাউকে এমন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি না।

অন্য আর একটা আয়াতেও এমন ভাব প্রকাশ করা হয়েছে যেমন ছুরাহ বাকারা এর ২৮৪নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ। আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসেব নেবেন, তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান"।

এই সাবধানবানীটি অবশ্যই আমাদের সম্মানিত সংসদ সদস্যগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং কোন ভালো কথা বা ভালো কাজ যা করার ইচ্ছা আছে কিন্তু ৭০নং অনুচ্ছেদের বিধি-নিষেধের কারণে তা করা থেকে বা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছেন, এটা কাম্য নয় কেননা আল্লাহ এসবের হিসেব নিবেন।

অন্য কয়েকটি জায়গায়ও আমরা কোরআনে দেখতে পাই সৎ কথা ও ন্যায্য কথা বলার তাগিদ যাতে বুঝা যায় ন্যায্য কাজ করা বা ন্যায্য কথা বলা থেকে বিরত থাকা বা এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয় যেমন ছুরাহ আনআম এর ১৫২-১৫৩ নং আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে,

"------ আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে ও আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আর নিশ্চয়ই এ আমার সরল পথ। সুতরাং এ-ই অনুসরণ করবে ও অন্য পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও"।

আবার ছুরাহ নিসা এর ১৩৫নং আয়াতে দেখতে পাই,

www.pathagar.com

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় : সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনা বাসনার অনুসরণ করো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো বা পাশ কেটে চল তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন"।

এসব আলোচনা ও পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ৭০নং অনুচ্ছেদটি যেভাবে আছে তা বর্তমান রাখলে নানা ধরণের জটিলতা যেমন দলীয় অর্ন্তদ্বন্দ্ব, উপ-দল গঠন, সদস্যপদ খারিজ, সরকার পতন, অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি দেখা দেবে। এসব সমস্যার একমাত্র কারণ হচ্ছে সংসদ সদস্যদের পার্লামেন্টে ভোটদান পদ্ধতির ক্রটির কারণে। ভোটদান পদ্ধতি যদি 'গোপন ব্যালট' হয় তবে এসব সমস্যা আর থাকবে না এবং এর ফলে সংসদে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে।

এমতাবস্থায়, আমরা ৭০নং অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ এর পরিবর্তে খুব সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে পারি যেমন,

সংসদে কোন প্রশ্নে ভোটা-ভোটির প্রয়োজন দেখা দিলে তাহা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ অংশগ্রহণ করিবেন। কণ্ঠভোট জাতীয় কোন ব্যবস্থা থাকিবে না।

www.pathagar.com

৭৭।(১)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত-পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩)ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

এ অনুচ্ছেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখা হয়েছে-ন্যায়পাল পদটি স্বচ্ছ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের সংবিধানে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টির বিষয়ে ব্যবস্থা রাখা হলেও দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সময়ে সময়ে সরকার ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যাপারে সদিচ্ছা প্রকাশ করে আসছে।

ন্যায়পাল বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন কেননা সাধারণভাবে এটা আমাদের কাছে খুব পরিচিত বিষয় নয়। ন্যায়পাল শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ যা সুইডিশ ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে, তা হলো Ombudsman. এর অর্থ হচ্ছে, এমন এক ব্যক্তি যিনি অন্যের পক্ষে কথা বলেন অর্থাৎ অন্যের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে সচেতন। ন্যায়পাল হচ্ছেন একজন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা যিনি স্বাধীনভাবে জনস্বার্থে যে কোন তদন্ত করে সুবিচার ও জনস্বার্থ সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। সুইডেন হচ্ছে প্রথম দেশ যেখানে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই ১৮০৯ সালে। এর পর প্রায় ১০০ বৎসর পর ফিনল্যান্ড ১৯১৯ সালে, ডেনমার্ক ১৯৫৪ সালে, নরওয়ে ১৯৬০ সালে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করে । অন্যান্য অনেক দেশে ন্যায়পাল পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থায় যাতে অবিচার রোধ করা যায়। ন্যায়পাল এর মাধ্যমে প্রশাসনে ও বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়ন, দায়বদ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যার ফলে জনসাধারণ ভালো প্রশাসন ব্যবস্থার সুফল পেতে পারেন।

সুইডেনের ব্যবস্থানুযায়ী কয়েক জন ন্যায়পাল থাকতে পারেন কর্ম পরিধির আলোকে যেমন ভোক্তার অধিকার রক্ষার জন্য ন্যায়পাল, সমান অধিকার রক্ষার জন্য ন্যায়পাল, প্রেস সংক্রান্ত ন্যায়পাল। এ সকল ন্যায়পাল পার্লামেন্টারী ন্যায়পালের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারেন। পার্লামেন্টারী ন্যায়পাল পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন তবে তিনি মন্ত্রী বা পার্লামেন্ট সদস্যদের কার্যাবলী দেখাশুনা করবেন না। এর জন্য আলাদা পার্লামেন্টারী ষ্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে। ন্যায়পালের মূল কাজ হচ্ছে মানুষকে অপশাসন, দুর্নীতি, অত্যাচার থেকে রেহাই দেয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে একটা মহৎ প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে দুর্নীতির শাখা প্রশাখা আজকে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে বলে অনেকের অভিমত এবং সাধারণ প্রশাসনিক ও দুর্নীতি দমন বিভাগ দিয়ে এর নিরসন সম্ভব নয় বলেও বেশীর ভাগ লোকের অভিমত। এমতাবস্থায়, আমরা ন্যায়পাল পদ সৃষ্টির সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাই। আমাদের দেশে বিশেষ কাজের জন্য কয়েক জন ন্যায়পাল নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাঁদের কাজের সমন্বয় ও তদারকীর স্বার্থে একজন মহা-ন্যায়পাল থাকা প্রয়োজন।

যেহেতু আমরা বাংলাদেশের জনগণ ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছি, আল্লাহর আইন কায়েম করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, সেই কারণে আমাদেরকে এমন ন্যায়পাল ও মহা-ন্যায়পাল নিযুক্ত করতে হবে যারা আমাদের আশা-আকাংখা পূরণ করতে সক্ষম হবেন। তাঁদেরকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসরের বেশী হতে হবে, ইসলামী শরীয়া, কায়দা-কানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদেরকে ইসলামী জীবন-যাপনে পরিপূর্ণভাবে অভ্যস্থ হতে হবে যাতে করে তাঁদেরকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা যায়।

এমতাবস্থায় আমরা এ অনুচ্ছেদটি আর একটু প্রসস্থ করে লিখতে পারি অর্থাৎ কয়েকটি নতুন উপ-অনুচ্ছেদ যোগ করা যেতে পারে যার ফলে অনুচ্ছেদটি লিখা হবে এভাবে ঃ

(১)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(২)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত-পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩)ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

(৪)প্রয়োজনবোধে একাধিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং একজন মহা-ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যাইতে পারে,

(৫)ন্যায়পাল ও মহা-ন্যায়পালকে প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান হইতে হইবে যাহাদের বয়স ৪০ বৎসরের কম হইবে না এবং তাঁহাদেরকে শরীয়া বিষয়ক জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইবে।

www.pathagar.com

৮৭।(১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সম্বলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

এটা সবদেশে প্রচলিত একটা ব্যবস্থা। আয় বুঝে ব্যয় করার কথা সব সমাজে প্রচলিত। আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারটা একটা দেশের জন্য খুবই জরুরী ব্যাপার। এটা বাজেট হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত।

অর্থনীতিবিদদের দেওয়া বিভিন্ন সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেও আমরা বাজেট সম্বন্ধে একটা ধারণা নিতে পারি। বাজেটকে আগাম বছরের জন্য আয়-ব্যয়ের একটা পরিকল্পনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে, যে পরিকল্পনা বাস্তবতার সাথে মিল রেখেই করা হয়। শুধু আগামী একটি বছরের হিসাবই আমরা করি কিন্তু সাথে সাথে অদূর ভবিষ্যতের কথাও আমরা ভেবে থাকি। বাজেট এর সবচেয়ে সুন্দর দিকটা আমার কাছে মনে হয় এর মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে একটা সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। বাজেটের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য,সংহতি ও পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পেতে পারে যদি বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুন্দর সমালোচনা ও প্রচারণা চালানো যায়।

একটি মুসলিম দেশে বাজেট হবে ইসলাম অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সুতরাং ইসলাম অর্থনীতি সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা ঃ

ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে-এ দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ-তায়লা যা তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যই। মানুষ এসব সম্পদ থেকে নিজের জীবিকার সন্ধান করতে পারে অন্যের অধিকার নষ্ট না করে। দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ-তায়ালা হলেও এগুলো শুধু মানুষের ব্যবহারের জন্য আর কিছু কিছু অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য ও । আল্লাহর এই বিপুল সম্পদ তিনি মানুষের কাছে মানুষের পরস্পরের ব্যবহারের জন্য আমানত হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন । মানুষের কাছে আমানত হিসেবে রেখেছেন কেননা মানুষ হচ্ছে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি । মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এটা নিশ্চিত করবে যে এসব সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত

www.pathagar.com

পথ ও পন্থায় যেন সবাই ভোগ করতে পারে । প্রত্যেক ব্যক্তি এমন আমানতদার হলেও সার্বিক ভাবে আমানতদার হচ্ছেন রাষ্ট্র ও সরকার কারণ বেশীর ভাগ সম্পদ রাষ্ট্রের আয়ত্বাধীন । সুতরাং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে যেন এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় যার ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক মানুষ তার হক বুঝে নিতে পারে । সরকার সঠিক বাজেট তৈরীর মাধ্যমে এ কাজটি অনেক দূরে এগিয়ে নিতে পারেন ,কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে এসব চিন্তা করা হয় না ।

এখানে কোরআনের দুটো আয়াত উল্লেখ করতে চাই যেখানে বলা হয়েছে,

"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিবে এবং অভাবগ্রস্থ ও পথচারীদের প্রাপ্য দিবে এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না ,অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ ।

এখানে যে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে এটা কোন সরকারের উপর এমনটি বলা না গেলেও যে কোন সরকার এর অন্তর্নিহিত সদিচ্ছাকে উপেক্ষা করতে পারেন না । অভাবগ্রস্থ ও পথচারীদের প্রাপ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে- যে কোন সরকার অভাবগ্রস্থদের জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন যদিও তা অপ্রতুল । কিন্তু কোন সরকারকেই অভাবগ্রস্থদের কোন তালিকা তৈরী করে বাজেটে একটা বড় অঙ্কের বরাদ্দ রেখেছেন এমনটি দেখা যায়নি । আমাদের মত মুসলমান অধ্যুষিত দেশে এসব করা না হলেও অনেক অমুসলিম দেশে কোন না কোন ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যেমন সোশ্যাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা । আমরা কখনো হিসেব করে দেখেছি কি যে কতজন মেধাবী ছাত্র শুধুমাত্র অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারছে না,কত দরিদ্র শুধু অর্থের অভাবে চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত বা কত লক্ষ লক্ষ লোক খোলা আকাশের নীচে রাত কাটায় ? কথাগুলো বলতে হচ্ছে এ জন্য যে এসব খাতে আমরা দেখছি প্রচুর অপব্যয় ও বিলাসিতা,এখানে ইসলামের মূল কথা সততা,সুবিচার ও সাম্যের বাণী উপেক্ষিত হচ্ছে ।

সুবিচারের খাতিরেই ইসলামে নির্দেশ আছে অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ দখল না করতে, এতীম ও বিধবাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাগিদ এসেছে, সম্পত্তি বন্টনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, আছে যাকাত প্রদানের কথা, আছে বায়তুল মাল গঠনের বিষয়, হারাম করা হয়েছে সুদ, ঘুষ, চুরি ইত্যাদিকে এবং অনেক ধরণের ব্যবসাকে হারাম করা হয়েছে। এসব নীতি মেনে চললে দারিদ্রের ডিগ্রী কমে আসবে। তাই বলে সবাই সমান হয়ে যাবে এমনটি নয়।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতির যে মূল কথাগুলোর উপরে আলোচনা করা হলো বাজেটে সেগুলোর প্রতিফলন বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও অনেক কিছু করা সম্ভব। মোটকথা হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সততা রক্ষা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। সুবিচার করার প্রধান উপায় হচ্ছে, যে সব পণ্য প্রায় সকলে এবং বিশেষ করে দরিদ্র জনগন ব্যবহার করে সেগুলোর মূল্য যথাসম্ভব কমানোর ব্যবস্থা করা এবং দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগনের অবস্থা ভালো করার সদিচ্ছা বাজেটে প্রকাশ পেতে হবে।

আরো যা করা যায় ঃ

ইসলামী বিধি-বিধান মতে আরো যে সব ব্যবস্থা নেওয়া যায় বা নেওয়া যেত সেগুলো নিয়ে বিস্তর লেখার অবকাশ আছে। দু'একটা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে যেমন,

(১)যাকাত প্রদানে উৎসাহ ঃ

যাকাত ব্যবস্থা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংগ, যাকাত প্রদান করা এবং যাকাতের অর্থ উষুল করে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করার চেষ্টা করা সব সরকারের জন্য জরুরী। সম্পদ মাত্র কয়েকটি হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে থাকবে এটা ইসলাম কেন অন্য কোন ব্যবস্থাও মানতে রাজী নয়। যাকাত শুধু দয়া-দাক্ষিণ্য নয় বরং এটা হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক। সুতরাং গরীবদের হক আদায় করতেই হবে যদি আমরা পরকালে সুখে থাকতে চাই। সরকার বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন, বাজেটের মাধ্যমে যাকাত প্রদানকে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন। যাকাত ফান্ডে যাকাত হিসেবে প্রদানকৃত অর্থকে আয়করের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে এবং অন্যান্য বিষয়েও যাকাত প্রদানকারীদেরকে বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন করা যেতে পারে।

(২) বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা ঃ

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করে সরকার একদিকে যেমন ছওয়াব এর কাজ করতে পারেন তেমনি দারিদ্র বিমোচনে দক্ষতাও দেখাতে পারেন। দেখা যায় সরকার রিলিফ দিচ্ছেন, দারিদ্র বিমোচনের জন্য বরাদ্দ রাখছেন, বয়স্ক ভাতা

www.pathagar.com

প্রদান করছেন, মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ অর্থ মঞ্জুর করছেন ইত্যাদি। সরকার অর্থ খরচ করছেন কিন্তু সুনাম অর্জন করছেন না শুধুমাত্র কর্মকান্ডের নামকরণের কারণে। একই অর্থ দিয়ে সরকার 'বায়তুল মাল' সৃষ্টি করে এ কাজগুলো করতে পারেন। এতে দুর্নীতি কমবে। রিলিফের টাকা ও মাল নিয়ে যত দুর্নীতি হয় বায়তুল মাল এর অর্থ-সম্পদ এত বেপরোয়াভাবে মুসলমান কর্মকর্তারা আত্মসাৎ করবেন না বলে আমার বিশ্বাস কেননা এর সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। এ প্রসংগে প্রস্তাব রাখবো, রিলিফ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'বায়তুল মাল' রাখা হউক।

(৩) সম্পত্তি বন্টনে সহায়তা ঃ

পিতা ও স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি ইসলামী মতে বন্টন করে দেওয়া সকলের জন্য অবশ্যই একটা কর্তব্য। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে এ কাজটি সঠিকভাবে করা হচ্ছে না বিশেষ করে মেয়েদেরকে ঠকানোর উদ্দেশ্যেই। আমাদের দেশের মহিলারা বিশেষ করে গ্রামের মহিলারা এত দরিদ্র হওয়ার এটাও একটা কারণ। সম্পত্তি বন্টন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসবের রেজিস্ট্রেশন বিনামূল্যে করতে হবে এবং যারা সঠিকভাবে মেয়েদের অংশ প্রদান করবে তাদের জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে বাজেটের মাধ্যমে।

(৪) বিধবা বিবাহে উৎসাহ ঃ

প্রায় সব দেশেই বিধবারা নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে। এতিমদের ন্যায় বিধবাদের মর্যাদা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উঁচু। রাসুলের যুগে ও পরবর্তীতে ইসলামী শাসন যুগে বিধবা বিবাহ যথেষ্টভাবে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশে বিধবারা অবহেলিত। যে পুরুষ বিধবাকে একমাত্র স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করবে তাকে, বিশেষ করে এমন দরিদ্রকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সরকারের একটা ভালো কাজ হতে পারে। বাজেটে এর জন্য সামান্য হলেও বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

(৫) সুদ নিরুৎসাহিতকরণঃ

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এর অধিকাংশ জনগণ চায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদ রহিত করে ইসলামী কায়দায় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পরিচালনা করা হউক। বিভিন্ন রাজনৈতিক,সামাজিক ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতার কারণে দেশ থেকে সুদ-প্রথা রাতারাতি তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অল্প-বিস্তর কিছু কিছু ব্যবস্থাও যদি আমরা নেওয়ার প্রয়াস পাই যাতে করে সুদ ব্যবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায় তবে দেশের জনগণ অনেকটা আশ্বস্ত হবেন এই ভেবে যে দেশে ইসলামী ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চালু আছে। বাজেটের মাধ্যমেও অনেক কিছু করার আছে যেমন সরকার সুদবিহীন সঞ্চয়পত্র চালুর কথা ঘোষণা করতে পারেন যেখানে বৎসরান্তে প্রকৃত মুনাফা সঞ্চয়কারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের প্রকৃত ক্রয়মূল্য ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে যা দিতে সরকারের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বর্তমানে আমরা যেভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছি সে প্রেক্ষিতে বাজেট পুরাপুরি ইসলামী কায়দায় হবে এমনটি কেউ আশা করে না। তবে বাজেট প্রণেতারা ও বাজেট সংশোধনকারী জনপ্রতিনিধিগণ যদি ইসলামের কথা স্মরণ করে সামান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেন তবে সেটা হবে মানুষের জন্য সুবাতাস।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই অনুচ্ছেদটির সাথে সামান্য কয়েকটি কথা যোগ করে লিখতে চাই যেমন,

প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে। এই বিবৃতিতে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করিবার লক্ষ্যে বিশেষ করিয়া কোরআনে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় যেমন সুদ নিরুৎসাহিত করা, সুষ্ঠুভাবে সম্পত্তি বন্টন ও হস্তান্তর উৎসাহিত করা, এতিম, দুস্থদের ও বিধবাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য যাকাত উসুল ও 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা থাকিতে হইবে।

www.pathagar.com

১০৮। সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

সুপ্রীম কোর্টকে এখানে "কোর্ট অব রেকর্ড" বলা হয়েছে। আইনের বই-পুস্তক মতে 'যে আদালতে কার্যাবলী ও কার্যধারা চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার বিধান বর্তমান সেই আদালতকে "কোর্ট অব রেকর্ড" বলে। এই রেকর্ড এতই প্রামাণ্য যে তাহাদের সত্যতা সর্বদা প্রশ্নাতীত"।

এরপর আলোচনা করা যাক আদালত অবমাননার বিষয়টি। এখানে এই অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের অবমাননার ব্যাপারটি নিয়ে বলা হয়েছে। যদি কখনো এমন ঘটে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এমন কিছু করা হয় যার দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদাহানী বা অবমাননা করা হয় তবে সুপ্রীম কোর্ট এর প্রতিকার হিসেবে এর জন্য তদন্তের আদেশ দান করতে পারবেন এবং প্রয়োজনবোধে দন্ডাদেশ দানের ক্ষমতা রাখেন। আদালত অবমাননার ব্যাপারটি আসে ঐ ধারণা থেকে যে আদালত সম্বন্ধে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের আস্থা, বিশ্বাস ও সম্মানবোধ থাকা অত্যাবশ্যক কেননা সেটা না থাকলে বিচার নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও সবার জন্য মাননীয় হয় না যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করি অনেক সময় গ্রাম্য সালিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং তখন বিচার প্রহসনে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সবাই চায় আদালতের মর্যাদা, সম্মান ও কর্তৃত্ব সমুন্নত রাখতে যদি আইনের শাসন কায়েম করতে হয়। এখানে আদালত অবমাননার ব্যাপারে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আদালত 'আদালত-অবমাননার' বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামান শুধু আদালতের মর্যাদার জন্য, বিচারকের ব্যক্তিগত মান-সম্মানের জন্য ততটা নয়।

আদালত অবমাননার ব্যাপারে যে বিষয়ে অনেক লেখক সমালোচনা করেন তা হলো আদালত অবমাননার বিচার কে করবে। যে আদালত ক্ষুদ্ধ সেই আদালতই যদি বিচারকার্য করেন তবে সেটা অনেকটা দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে নিজ আদালতে তার বিচার না হয়ে অন্য কোন আদালতে সেটা হতে পারে। এটা আরো সুন্দর দেখাবে যদি ক্ষুদ্ধ আদালত তাঁর অবমাননার জন্য উচ্চতর আদালতের শরনাপন্ন হন। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে এ বিচারকার্য সুপ্রীম কোর্টেই বিশেষ বেঞ্চে হতে পারে অথবা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে হতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করা যেতে পারে। কোরআনে সুবিচার, ন্যায্য বিচার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে যেমন ছুরাহ্ আরাফ এর ২৯নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"বলো, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন"।

আবার ছুরাহ আনআম-এ বলা হয়েছে,

"-------- আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে ও আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এই ভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে মানুষ ন্যায্য কথা বলার সময় ও ন্যায় বিচার করার সময় আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ততটা কঠোর হতে পারে না। সুতরাং নিজের প্রতি নিশ্চয় আরো নমনীয় হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কোন বিশেষ আদালত তাঁর অবমাননার বিষয়টি নিজে বিচার না করে অন্য কোন আদালতে সোপর্দ করা বেশী নিরাপদ।

এমতাবস্থায় আমরা ১০৮নং অনুচ্ছেদটির সাথে সামান্য কিছু যোগ করে নিম্নোক্তভাবে লিখার কথা ভাবতে পারি,

১০৮।(১) সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব রেকর্ড হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

(২) আদালত অবমাননার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন যাহাতে বিশেষ কোন আদালত তাঁহার নিজের 'আদালত-অবমাননার' বিচার নিজ আদালতে না করিয়া উচ্চতর কোন আদালতে উপস্থাপন করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা হইলে তাহা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অথবা আইন ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি বা অনুরূপ কোন ফোরামে উপস্থাপিত হইতে পারে।

www.pathagar.com

১১৬।(ক) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার কার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

এ অনুচ্ছেদে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা কায়েমের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও ম্যাজিস্ট্রেটগনকে বিচার কার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বিচার কার্যের মূল কথাই হচ্ছে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ বিচার কার্য। বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না হয় তবে তাঁদের পক্ষে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচার কার্য পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই। তাই এ অনুচ্ছেদের বক্তব্য সকলকে আশ্বস্ত করবে নিশ্চয়ই কারণ এতে করে সঠিক বিচার কার্য পরিচালিত হবে। সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ বিচার কার্য সকলের জন্যই ভালো,-বিচারক, বিচারপ্রার্থী ও পুরা সমাজের জন্য এটা মঙ্গলময়। পবিত্র কোরআনেও সুবিচার এর জন্য নানাভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেমন ছুরা মায়েদাহ এর ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন। তোমরা সবাই আল্লাহর নামে সত্য-সঠিক সাক্ষ্যদানের কাজে তৎপর হও। আর কোন কওমের সাথে শত্রুতার কারণে ন্যায় বিচার বর্জন করো না। কারণ এ তো হচ্ছে-তাকওয়ার সাথে খুবই ঘনিষ্ট। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ বেশ জানেন তোমরা যা কিছু করছো"।

আবার ছুরাহ মায়েদাহ এর ৪২ নং আয়াতের শেষাংশে বলেছেন, *"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদের খুবই ভালোবাসেন"*। ন্যায় বিচার করার জন্য বিচারকদের অবশ্যই নিরপেক্ষ, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে থাকা ও কোনপ্রকার চাপের অধীন না থাকা অপরিহার্য। বিচারকগণ তাঁদের কর্ম পরিধিতে স্বাধীন কথাটির আরো একটি বিষয় আছে-সেটা হচ্ছে বিচার কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত তা নয়, তাঁরা নিজ বিভাগের উর্ধতন বিচারকদের থেকেও প্রভাবমুক্ত। অন্যান্য বিভাগে সাধারণতঃ কোন কর্মকর্তা তার উর্ধতন কর্মকর্তার আদেশ,উপদেশ ও নির্দেশের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করেন এবং কোন কর্তাব্যক্তি তাঁর উপরস্থ কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে চান না, কিন্তু বিচার কার্যে ব্যক্তিগণ অর্থাৎ মাননীয় বিচারকগণ তাঁদের উপরস্থ বিচারকের দ্বারা উপদেশ ও নির্দেশ প্রাপ্ত হন না। তবে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ-আদালত যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সেটা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় বিচারকবৃন্দ যে স্বাধীনতা ভোগ করছেন এটা বিচার বিভাগের মর্যাদা ও মান বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখে, তাই এই স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। তবে স্বাধীনতা কথাটির সাথে 'দায়িত্ববোধ' বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিচারকগণকে অবশ্যই এই মর্যাদা রক্ষা করার কাজটি নিজেদেরকেই করতে হবে। বিচারকদেরকে মনে রাখতে হবে যে তাঁদের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ, শৃংখলা, সততা ও সুবিচার ইত্যাদি গুণ অন্যদের চেয়ে বেশী থাকতে হবে। এগুলোর ব্যত্যয় ঘটলে তাঁদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রশাসনিক ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বটে, কিন্তু জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এসব বিষয়ে সচেতন থাকতে দেখা যায়। এ প্রসংগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নবনির্বাচিত প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল তাঁর এক সম্বর্ধনা সভায় যে বক্তব্য রাখেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। নয়া প্রধান বিচারপতি বলেন ঃ

"বিচার বিভাগ ও আইন পেশা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আইন পেশা ও বিচার বিভাগের কার্যক্রম জনগণের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছাড়া চলতে পারে না। বিচারপতিদের সার্বিক আচরণ যদি কাঙ্খিত মানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় তা হলে আমরা জনগণের সমালোচনা থেকে রক্ষা পাব না। দেশের জনগণ অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, আমরা আমাদের উপর অর্পিত বিচারকের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি কি না তা পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা জনপ্রিয়তা প্রাপ্তি ও ব্যাপক প্রচারের প্রত্যাশায় নিজেদের কাজ পরিচালিত করছি কি না তাও এদেশের বিচক্ষণ জনগণ সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখছে।

তিনি বলেন, আমাদের সময় মত আদালতে আসা না আসা, আদালত ত্যাগ এবং আমাদের আদালতের বাইরের আচার-আচরণ বর্তমানে জনগণের বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে" (দৈনিক সংবাদ ২রা জুন,'৯৯)।

বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখার ব্যাপারে পৃথিবীর সকল দেশই একমত। আমাদের দেশে বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক ও অন্যান্য চাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সকলে সচেষ্ট। বিচারকগণও এ ব্যাপারে সচেতন দেখা যাচ্ছে এবং নানা মহলে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। আমরা এ পর্যায়ে শুধু বলতে চাই যে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা আল্লাহ নির্দেশিত সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্বশর্ত এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিষয়টি সকলকে স্মরণ রাখতে হবে। সুতরাং এ অনুচ্ছেদটিতে সামান্য কয়েকটি শব্দ যোগ করতে চাই যেমন,

এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার কার্য পালনের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন যাহাতে তাঁহারা আল্লাহর ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত সংবিধান ও অন্যান্য আইন মোতাবেক সততা ও সুবিচারের সহিত বিচার কার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

www.pathagar.com

১১৮।(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক)প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না ;

(খ)অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪)নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

www.pathagar.com

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

এই অনুচ্ছেদে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করার বিষয়ে সাংবিধানিক বিধানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ, প্রয়োজনবোধে অপসারণ, কমিশনের মেয়াদকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এসব বিধান পর্যালোচনা করলে মোটামুটিভাবে আঁচ করা যায় যে নির্বাচন কমিশন বেশ শক্তিশালী একটা কমিশন এবং সেই কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং কোন নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত অপসারিত হবে না। এমন শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন অবশ্যই প্রয়োজন যদি আমরা অর্থপূর্ণ, নিরপেক্ষ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চাই। নির্বাচন কমিশনারের মত আরো কয়েকটি পদ যেমন পুলিশ প্রধান, দুর্নীতি দমন প্রধান ও সরকারের মূখ্য সচিব পদকে সাংবিধানিক পদ করা যেতে পারে।

এতসব বিধি-বিধান রাখার পরও দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে, সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হচ্ছে যার চূড়ান্ত প্রকাশ হচ্ছে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের দাবী। এর ফলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে সরকারের কারণেই নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। নির্বাচন কমিশন যত শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও সৎ হউক না কেন সরকারী তরফ থেকে পরিপূর্ণ সহায়তা না পেলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। এটা নির্বাচন কমিশনের কোন দোষ হতে পারে না কেননা আমাদেরকে

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে যে নির্বাচন কমিশন 'সরকার' এর মত এত বড় কোন কর্তৃপক্ষ নয় যার দ্বারা সমগ্র প্রশাসন, পুলিশ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ/অনুযোগ যা আসে তা হচ্ছে মূলতঃ দল-ভিত্তিক রাজনীতির কারণে। যতদিন রাজনীতি ও সরকার বহুদলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হবে ততদিন এসব অভিযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না বলেই অনেকের ধারণা। নির্বাচনগুলো যদি দল-ভিত্তিক না হয়ে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হতে পারতো তবে এ ধরণের অভিযোগ পাওয়া যেত না। তবে যতদিন পর্যন্ত সে ব্যবস্থা না হয় ততদিন নির্বাচন কমিশনকে আরো সতর্ক হতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন,

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে ;

(খ) নির্বাচন কমিশনারদের বয়স কমপক্ষে চল্লিশ বৎসর হতে হবে ;

(গ) নির্বাচন কমিশনারদেরকে বিশেষ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ইসলামী আইন-কানুন ও কোরআন-হাদিসের জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে ;

(ঘ) নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বাধিক ক্ষমতা দিতে হবে ;

(ঙ) নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ ক্ষমতা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হাতে সম্পূর্ণভাবে অর্পিত না হয়ে অনেকটা বিচার বিভাগের পূর্ণ বেঞ্চের মত কোন বোর্ড বা বেঞ্চের উপর অর্পন করা যায় এবং এ প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনে অন্ততঃ পাঁচজন কমিশনার থাকতে হবে। বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিশনারদের সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে।

এ বিষয় বিবেচনায় এনে আমরা এই অনুচ্ছেদটিতে আরো কিছু বিধান যোগ করে নিম্নোক্তভাবে লিখার চেষ্টা করতে পারি যেমন,

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যসংখ্যা তিন,পাঁচ বা সাতজন হইতে হইবে যেন তাহারা একটা ফুল বেঞ্চ এর ন্যায় কাজ করিতে পারেন।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(ক) সকল নির্বাচন কমিশনারদের বয়স কমপক্ষে চল্লিশ বৎসর হইতে হইবে ;

(খ) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অবশ্যই একজন মুসলমান হইতে হইবে।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক)প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবে না ;

(খ)অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

www.pathagar.com

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক ক্ষমতাসহ সর্বাধিক ক্ষমতা অর্পন করিতে হইবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবে না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

১১৯।(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;
(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;
(গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

এ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে যা সংবিধানে লিখিত ও অন্যান্য আইন অনুযায়ী হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচকমন্ডলী অর্থাৎ ভোটার তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন যেহেতু সংবিধানের আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করবেন, সেই জন্য এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিধান ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকা প্রয়োজন।

নির্বাচন সম্পর্কিত দু'চারটা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা প্রয়োজন বিশেষ করে যখন আমরা এসব বিষয় ইসলামের আলোকে সমাধান করতে চাই। আমাদেরকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে নির্বাচন কিসের জন্য, নির্বাচনে কাদেরকে নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচকমন্ডলী কারা হবেন, নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে ইত্যাদি।

আমাদের দেশে, অন্যান্য অনেক দেশের মতো বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে যেখানে মৌলবাদী ইসলামী দল থেকে আরম্ভ করে ইসলাম বিরোধী দল সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলাম বিরোধী কম্যুউনিষ্ট দলকে নির্বাচন করার

www.pathagar.com

সুযোগ দেওয়া হয় যেখানে নির্বাচকমন্ডলী হচ্ছেন প্রধানতঃ মুসলমান ও নির্বাচনপ্রার্থীও হচ্ছেন মুসলমানরা। এটা ভাবতে অবাক লাগে যে মুসলমানরা প্রভেদটুকু অনুধাবন করতে পারছেন না। কোরআনে মহান আল্লাহ-তায়লার বাণীতে আমরা দেখতে পাই, *"বল, আল্লাহর পথই পথ এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পন করতে আদিষ্ট হয়েছি"।*

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম যে বিষয়ে কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে সাবধান করে বলা হয়েছে,

"এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত"। (৩ ঃ ৮৫)

সুরাহ তওবা এর ৩৩নং আয়াতে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"তিনিই তো সেই সুমহান সত্ত্বা, যিনি তাঁর রাছুলকে সত্য সনাতন পথ নির্দেশ ও সত্য সঠিক জীবন-ব্যবস্থা নিয়ে পাঠিয়েছেন। যেন তিনি সব ধর্মের উপরে এর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হন। মুশরিকরা যদিও তাতে বিরক্তই হোক না কেন"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জীবন-বিধান হিসেবে মুসলমানদেরকে ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য কিছু বেছে নেওয়ার অধিকার নেই। তাই আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে আমাদের সকলের জীবন-দর্শন হবে একই, জীবন-পদ্ধতি হবে একই ধাঁচের ও মতাদর্শ হিসেবে একমাত্র আদর্শ হবে ইসলাম। আমাদেরকে শুধু নির্বাচন করতে হবে উপযুক্ত মানুষ যাদের দ্বারা আমরা আশা করতে পারি যে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা জোরালোভাবে গ্রহণ করা হবে, আল্লাহর আইন মোতাবেক দেশ চালানো সহজ হবে শুধুমাত্র তাদেরকেই আমরা নির্বাচন করবো। এখানে মতাদর্শ বা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপার নয়। সুতরাং বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দল থাকার কোন প্রয়োজন থাকছে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকা অর্থাৎ বহুদলীয় গণতন্ত্রের অনেক খারাপ দিক আমাদের চোখে পড়ে যা একটি রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি আরোপ করে থাকেন দোষ হিসেবে। এসব বহু অভিযোগের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন ঃ

(ক) একদল অন্য দলকে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র করছে। এক্ষেত্রে সরকারী দল সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ও সম্পদ ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ আনা হয়। অন্যদিকে সরকারী দল অভিযোগ করেন যে

www.pathagar.com

বিরোধীদল সরকার ও দেশের ক্ষতিসাধন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন ;

(খ) দুর্নীতির প্রশ্নে একদল অন্যদলকে দোষারোপ করে থাকেন। একপক্ষ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা শুরু করেন আর প্রতিপক্ষ এগুলোকে মিথ্যা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার প্রয়াস ইত্যাদি বলে থাকেন ;

(গ) বিভিন্ন সংগঠন যেমন ট্রেড ইউনিয়ন,সমিতি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি ইত্যাদির অপ-ব্যবহার সম্বন্ধে একদল অন্যদলকে দোষারোপ করে থাকেন। বাস্তবে আমরা দেখছি বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠন ইত্যাদির মধ্যে দলাদলি, মারামারি ও পারস্পরিক দোষারোপ চরম আকার ধারণ করছে।

(ঘ) রাষ্ট্রপতি, স্পীকার বা অনুরূপ নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব/ব্যক্তিদেরকে নিয়ে পর্যন্ত বিতর্ক হয় শুধুমাত্র দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখার কারণে।

(ঙ) আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা দেখে আসছি যে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনের অনেক আমলা/কর্তাব্যক্তিদের পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। অথচ এদেরকে আমরা নিরপেক্ষ বলেই জানি এবং সত্যি বলতে কি এরা নিরপেক্ষ অর্থাৎ বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে আলাদা না হয়ে থাকলে তাঁদের চাকুরীই থাকার কথা নয়। আরো মজার ব্যাপার দেখা যায় শিল্পী-কলা-কুশলী এমনকি গণ-মাধ্যমের সংবাদ পাঠক-পাঠিকা, ঘোষণাকারী, উপস্থাপক ইত্যাদি পদের লোকজনও বদল হয়ে যায়। অথচ তাঁদের নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে মেধা ও বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া। আর এদের ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলা যেতে পারে যে শিল্পীরা ও সংবাদ পাঠকরা কোন নীতি নির্ধারনী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয়। তাহলে এদেরকে বাদ দেওয়া কেন? অনেকে বলেন এটা হয়ে থাকে শুধুমাত্র সরকারের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। একটি রাজনৈতিক দল যখন সরকার গঠন করে তখন তারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত থাকে না, তারা জাতীয় সরকার, জাতীয় পরিচয়ের প্রধান ধারকও বটে। তবুও আমরা দেখি যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বেশী কিছু প্রদর্শন করতে পারি না।

www.pathagar.com

(চ) অনুরূপ আর একটা বিষয় আমাদের চোখে পড়ে-সেটা হচ্ছে সমালোচনার ক্ষেত্র। আমাদের নির্বাচিত নেতা-নেত্রীগণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে আসতে চাইলেও অনেক সময় তা পারেন না অনেকটা আইনগত কারণেও যেমন কেউ দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কথা বলতে পারেন না, ভোট দিতে পারেন না। করলে নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া পদ হারাতে হয়। তাই আমরা অনেক সময় দেখি যে তাদের বক্তব্যে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পেতে পারে না। আর এ জন্যই বোধ হয় দেখি একদল বলছে 'এমন সুন্দর বাজেট গত ------ বছরেও দেখা যায়নি' আর বিরোধী দল বলছে 'এমন নিম্নমানের বাজেট গত ----- বছরে কেউ দেখিনি। একদল রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেখেন জাতীয় আশা-আকাংখার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন আর অন্যদল এটাকে দেখেন দিক নির্দেশহীন কথার মালা হিসেবে। দলীয়ভাবে এমনটি বলতে দেখলে আমাদের খারাপ লাগে কারণ এমন দু'টি বক্তব্য একসাথে সত্য হতে পারে না। তা হলে একদল অবশ্যই মিথ্যাচার করছে এবং সেটা করছে শুধুমাত্র দলীয় বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকার কারণে। এখানে মুক্ত-বুদ্ধি, সচেতনতা ও বিবেক মার খাচ্ছে। এটা কারোর কাম্য হতে পারে না।

তাই অনেককে আমরা এরূপ মত প্রকাশ করতে দেখি যেন নির্বাচন নির্দলীয় ব্যক্তি পর্যায়ের হয়।

সুতরাং অনুচ্ছেদ ১১৯(১)(খ) এর শেষে *"যে নির্বাচনে দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি পরিচয়ের মাধ্যমে নির্বাচন প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিবেন"* কথাগুলো লিখা থাকলে ভালো হয়।

www.pathagar.com

১৪০।(১) কোন সরকারী কর্মকমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক)প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ)এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ)আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

যে কোন রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ। সরকার তথা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাগণই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁদের সততা, আন্তরিকতা ও কর্মস্পৃহা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডকে সজীব করে রাখে এবং অন্যথা হলে সকল সৎ উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

আজকের যুগে সরকারী ও রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং এদের কর্ম পরিধি বেশ বিস্তৃত। উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মী বাহিনী নিয়োজিত করতে না পারলে সফলতা আনা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যেই সকল রাষ্ট্রেই আজকে শক্তিশালী কর্মকমিশন গঠন করা হয়ে থাকে, যে কর্মকমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা'। বাংলাদেশেও এ রকম কর্ম-কমিশন রয়েছে এবং এগুলো সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করে চলছে।

যেহেতু আমরা আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ জনগণ হচ্ছেন মুসলমান, সেই কারণে আমরা সকল কাজ-কর্ম ইসলামী বিধান মতে করতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানাবিধ কর্মকান্ড কর্মকর্তাদের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সম্পাদন হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের কর্মকর্তা নির্বাচনের সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন,

* তাঁরা সত্যিকার অর্থে ইসলামী জীবন-দর্শন সম্বন্ধে সচেতন ;
* তাঁরা যেন ইসলামী বিধান মতে কর্মকান্ড সম্পাদন করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হন,
* তাঁরা যেন অন্যদেরকে ইসলামী পথে জীবন যাপনের জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন ;

এসব গুণে গুণান্বিত কর্মকর্তা বাছাই কল্পে যে সব কর্মকর্তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করবেন তাঁদেরকেও একই গুণসম্পন্ন হতে হবে, বস্তুত তাঁরা হবেন এসব গুণের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং রাষ্ট্রপতি/সরকার যখন কর্মকমিশনের কোন সদস্য নিয়োগ করবেন তখন অবশ্যই এসব গুণাবলী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খোঁজ করতে হবে। এমতাবস্থায় আমরা সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদকে আরো একটু বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়াস পেতে পারি যেমন,

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা। প্রার্থী যাচাই করার সময় শিক্ষাগত ও অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও অবশ্যই দেখিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে ইসলামী জীবন-বোধ, ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও শরীয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ম কমিশনের কোন সদস্য নিয়োগ করিবার কালেও অবশ্যই এসব গুনাবলী বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের খোঁজ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

দশম ভাগ-সংবিধান সংশোধন

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২

১৪২।(১) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) সংসদের আইন-কানুন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ)অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতি দানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না ;

(খ)উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করিবেন এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত

www.pathagar.com

মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(১ক)(১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮,৪৮,৫৬,৮০ বা ৯২ক অনুচ্ছেদ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোন বিধানাবলীর সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ কোন বিল উপরি উক্ত উপায়ে গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাতদিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি গণ-ভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

(১খ)এই অনুচ্ছেদের অধীন গণ-ভোট রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকাভূক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনের দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(১গ)এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন বিল সম্পর্কে পরিচালিত গণ-ভোটের ফলাফল যেদিন ঘোষিত হয় সেইদিন -

(অ)প্রদত্ত সমুদয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট উক্ত বিলে সম্মতিদানের পক্ষে প্রদান করা হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, অথবা

(আ)প্রদত্ত সমুদয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট উক্ত বিলে সম্মতিদানের পক্ষে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিদানে বিরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে ২৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কি উপায়ে সংবিধানের বিধি প্রয়োজনানুসারে সময়ে সময়ে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যাবে। সংবিধান সময়ে সময়ে পরিবর্তন করতে হয়, কোন কোন বিধি বাতিল করতে হয় এবং নতুন কোন বিধি সংযোজনও করতে হয় কেননা মানুষের রচিত আইন-কানুন সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন করার দরকার হয়।

এসব পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বাতিল বা নতুন কোন বিধি সংযোজন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে এর ফলে ইসলামী বিধি নিষেধ লংঘিত হচ্ছে না অথবা ইসলামী ঈমান, আকীদা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। মানুষের কোন আইন-বিধি বা আচরণ দ্বারা কোরআন-সুন্নাহ ও সাধারণ ইসলামী শরীয়ার কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করা আমাদের উচিৎ হবে না কেননা এর ফলে আমরা ইহকাল ও পরকালের জন্য বিপর্যয়ই শুধু ডেকে আনবো। শরীয়া কাউন্সিল অথবা অনুরূপ সংস্থা সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে সংশোধনীগুলো কোনভাবে ইসলামী রীতি-নীতি বা বিধির ক্ষেত্রে আমাদেরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না। সুতরাং এ ধারা মোতাবেক সংবিধানের পরিবর্তন,সংশোধন ইত্যাদি করতে হলে অবশ্যই একটা শর্তের অধীনে করতে হবে যেটা এভাবে লিখতে পারা যায়,

এইরূপ কোন সংশোধনী,পরিবর্তন,পরিমার্জন,পবিবর্ধন, পুরানো বিধি বাতিলকরণ বা নতুন কোন বিধি সংযোজন করার প্রয়োজন হইলে তাহা অবশ্যই ইসলামী শরীয়া কাউন্সিল বা অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিতে হইবে।

www.pathagar.com

১৫৩।(১) এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(২)বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে অনুবাদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩)এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলায় ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

এ সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্র কথাটি যথেষ্ট মূল্যবান কেননা এতে জনগণের ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রাধান্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। দেশ, সরকার ও সরকারী সকল প্রতিষ্ঠান জনগণের জন্যই। সুতরাং প্রজাদের অর্থাৎ জনগণের জন্যই সবকিছু। গণ-মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, উন্নত জীবন যাপনের ব্যবস্থা করাই দেশের সরকার ও সরকারের বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে যায়। মূলতঃ এ জগতে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য বিধিবদ্ধ জীবন-বিধি মেনে চলা আমাদের লক্ষ্য এবং সেজন্য এত সব আইন-কানুন ও সংবিধান।

এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ইহকালীন জীবন সুন্দর করার প্রয়াসের মাধ্যমে যেন আমরা পরকালীন জীবনকে অসুন্দর ও কষ্টদায়ক করে না ফেলি। ইহকালীন জীবন সুন্দর করার জন্য ইসলাম আমাদেরকে সুন্দর পথের নির্দেশ ও নিয়ম-বিধি দেখিয়ে দিয়েছে। এসব নিয়ম-বিধি মেনে চললে একদিকে যেমন ইহকালীন জীবন যাপন সুন্দর ও

www.pathagar.com

সহজ হবে তেমনি অন্যদিকে পরকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ ও দোযকের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা হবে। সুতরাং আমাদেরকে ইসলামী পথে চলতে হবে এবং ইসলামী পথ-নির্দেশ মোতাবেক আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেটা প্রকাশ পাবে আমরা যদি আমাদের দেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' বলে আখ্যায়িত করি এবং সেমতে আমাদের সংবিধানকে বলতে পারি "ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের সংবিধান"।

www.pathagar.com

সার-সংক্ষেপ

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে এ বই-তে আলোচনা করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য ছিল এগুলোকে কোরআনের আলোকে ইসলামীকরণ সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করা। বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করার পর কিছু কিছু সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে যেভাবে লিখা হয়েছে সেই অংশটুকু এখানে ছাপা হয়েছে এবং এর নীচেই প্রস্তাবিত অংশ ছাপা হয়েছে যাতে করে দ্রুততার সাথে বিষয়টা নজরে আনা যায়।]

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২(ক)

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

২(ক) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করিতে হইবে; প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন, বর্তমান আইনের সংশোধন অথবা বাতিল ইত্যাদি কাজ অবিলম্বে হাতে নেওয়া হইবে যে উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ইসলামী আইন কমিটি স্থাপন করা হইবে।

www.pathagar.com

২(খ) অপরাধমূলক আইন (Criminal law) ইসলামী শরীয়া ও নির্দেশ মোতাবেক প্রণয়ন করিতে হইবে এবং পারিবারিক আইন (Personal law) কড়াকড়িভাবে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সাজানো হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হইবে বাংলা। তবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যেহেতু আমাদেরকে সকল কাজ-কর্ম করিতে হইবে সেই কারণে কোরআন বুঝিবার জন্য আমাদেরকে আরবী শিখিতে হইবে। এই প্রেক্ষিতে প্রজাতন্ত্রের সকল স্কুল কলেজে একটা বিশেষ মানের আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।
(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরগুলির স্থাপত্য,মঞ্চ,প্রদর্শনমূলক সাইন বোর্ড ইত্যাদি এমন নমুনার হইবে যেন মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে এই শহরগুলি বহুলভাবে মুসলিম অধ্যুষিত। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

১। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

২। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

৭ঃ (১) প্রজাতন্ত্রের শাসন ক্ষমতার অধিকার দেশের জনগণের এবং জনগণের পক্ষে জনপ্রতিনিধিগন সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে;

(২) কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়া আইনের প্রতি জনগণের আগ্রহ ও অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; এবং কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত বিশেষ করিয়া যদি শরীয়া আইনের বিষয়ে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

৮(১)সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

www.pathagar.com

১(ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

(২)এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

৮(১)সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১। (ক)সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

২। এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে। আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।

৩। এই সংবিধানের ধারাসমূহ ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনসমূহ এবং পরবর্তীতে প্রণীতব্য আইনসমূহ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' এই মূল নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা বিবেচনার জন্য একটি উপযুক্ত পরামর্শ কমিটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত হইবে। কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী রীতি-নীতি ও সকল আইনের ধারাসমূহ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদিগকে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় স্থানীয় মসজিদ বা তৎসংলগ্ন ভবনে স্থাপন করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

১০। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

কোরআন হাদীসের আলোকে পর্দা ও চাল-চলনের সমুদয় অনুশাসনগুলি পরিপূর্ণভাবে পালন সাপেক্ষে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশে কোরআন,সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়া অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হইবে যেখানে কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ মোতাবেক মানুষ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে এবং সেই মতে মানুষের মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্য সর্বোতভাবে রক্ষা করিবার নিশ্চয়তা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

১৩। উৎপাদন যন্ত্র,উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালী সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ;

(ক)রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ)সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা ; এবং

(গ)ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ব সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা। রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্পদ থেকে আয়কৃত নতুন সম্পদ 'বায়তুল-মাল' এ জমা করা হইবে

www.pathagar.com

যেন তাহা হইতে অধিকতর দরিদ্রগোষ্ঠি আর্থিক সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিতে পারে।

(খ)সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সমুহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা। সমবায় মালিকানার ক্ষেত্রে এই রূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যেন সমবায়ের কারণে কোন অংশীদার বা সমবায়ের বাহিরের কেহ অহেতুক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। আরো নিশ্চিত করিতে হইবে যে সমবায়ী ব্যবস্থা পুরাপুরিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে হইতে হইবে এবং ইহাতে কোন প্রকার সুদ এর অস্তিত্ব থাকিবে না।

(গ)ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে এবং এমন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যেন একজনের ব্যবসা ইত্যাদির কারণে অন্য একজনের বা সমাজের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না হয়। ব্যক্তি মালিককে অবশ্যই বিধি মোতাবেক 'বায়তুল-মাল' এ দান করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে — কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্তির জন্য সুদ ব্যবস্থা হারাম ঘোষণা, ঘুষের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু, ইসলামিক পারিবারিক আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ, সরকারী পর্যায়ে যাকাত উসূল ও এর সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং সর্বোপরি মানুষের মধ্যে ইসলামী চেতনা সর্বোতভাবে জাগরিত করিবার সমুদয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন।

www.pathagar.com

১৫।রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক)অন্ন,বস্ত্র,আশ্রয়,শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

(খ)কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ)যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ)সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য,মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে কোরআন ও ছুন্নাহর আলোকে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার ইনসাফপূর্ণ বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

www.pathagar.com

(ক)অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের সুষম উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা;

(খ)কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ইনসাফপূর্ণ মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ)যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, হালাল বিনোদন ও অবকাশের অধিকার। রাত হইবে বিশ্রামের জন্য আর দিন হইবে কর্মের জন্য এ নীতি মানিয়া চলিতে হইবে ;

(ঘ)কোরআন ও ছুন্নাহর আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ মোতাবেক সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীন বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার। এ উদ্দেশ্যে সরকার যাকাত আদায় করিয়া ও অন্যান্য কর আদায় করিয়া 'বায়তুল-মাল' সৃষ্টি করিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

রাষ্ট্র

১৭(ক) একই পদ্ধতির গণমূখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য;

(খ)সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ)আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করিয়া শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগাইয়া তোলার জন্য ও ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করিবার জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ঃ

(ক)রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমূখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য,

(খ)সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ)আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

১৮(১)জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২)গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

১৮ (১) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন ;

www.pathagar.com

(২) মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইল যেহেতু কোরআনে এগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে ; তবে বিশেষ কোন কোন রোগের আরোগ্যের প্রয়োজনে কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজনে সরকার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২(ক) গণিকাবৃত্তি ও সকল প্রকার জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করা হইল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

১৯(১)সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২)মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার, যাকাত, সদকা, হালাল-হারাম এর পার্থক্য, অপচয় ও অপব্যয়ের কুফল ইত্যাদি নৈতিক বিষয়ে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করিবেন।

(২) এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্র বায়তুল-মাল ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবেন,যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা নিবেন, সুদ ব্যবস্থা বিলোপ করিয়া ইসলামী অর্থনীতি চালু করিবেন।

www.pathagar.com

২০(১)কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২)রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

২০(১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেককে যোগ্যতানুসারে ও কর্মানুযায়ী ইনসাফপূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয় রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করিবেন।

(২)রাষ্ট্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে। এই প্রেক্ষিতে লটারী, জুয়া ইত্যাদির মত ব্যবস্থা নিষিদ্ধ বা হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হইল যাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

২২।রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

বিচার ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ঢালিয়া সাজাইতে হইবে যেন কোরআন-হাদীস নির্দেশিত পথ ব্যতিরেকে কোন বিচার কার্য না করা হইতে পারে এবং বিচার বিভাগকে নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

২৩।রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে যেহেতু আমাদের সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত সেই কারণে

www.pathagar.com

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেন এমন কিছু না করা হয় যাহা কিনা ইসলাম বিরোধী বা ইসলামী শরীয়া মতে নিষিদ্ধ ; ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জোরদার করিবার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

২৪।বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১) বিশেষ শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে ইসলামী ঈমান আকীদা ও ঐতিহ্যের বিপরীতমূখী কোন স্থাপনা, বস্তু বা নিদর্শন নতুনভাবে নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) পুরানো ইসলামী নিদর্শনসমূহের সুরক্ষা,যত্ন ও পরিচর্চা করিবার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। পুরানো ইসলামী স্মৃতি নিদর্শনসমূহের সুরক্ষার পাশাপাশি ইসলামী কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্থাপনা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

২৫।(১)জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই

www.pathagar.com

সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ঃ

(ক)আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন ;

(খ)প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন ; এবং

(গ)সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

(২)রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১)জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রঃ

(ক)আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন ;

www.pathagar.com

(খ)প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন ; এবং

(গ)সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

(২)রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

২(খ)যে সকল দেশ ও শক্তি মুসলিম বিশ্বের দেশগুলির সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া আক্রমণ চালায় অথবা ইসলামী মূল্যবোধের উপর সরাসরি আঘাত হানে সেই সব দেশ ও শক্তির সহিত কূটনৈতিক বা অন্য কোন রকম সম্পর্ক না রাখিবার জন্য বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

২৭।সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১)সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান (যদিও ইহা দ্বারা বুঝায় না যে সকল নাগরিক একই ধরনের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন) এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। আইনের ধারা উপ-ধারাগুলি এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যেন কোন বিশেষ গোষ্ঠি,শ্রেণী বা স্তরের নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ব্যবহার পাইতে বাধাগ্রস্থ বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

(২)দেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন আদালতী ব্যবস্থা ঃ যেমন গণ-আদালত বা জনতার আদালত কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা সেইরূপ কোন আলোচনা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

২৮।(১)কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২)রাষ্ট্র ও গণ-জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩)কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি,বর্ণ,নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা,বাধ্য-বাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪)নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(ক)ইসলামী শাসন কায়েম, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার কারণ ব্যতিরেকে কেবল ধর্ম,বর্ণ,নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

(খ)কোরআন-ছুন্নাহ ও ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র ও জন-জীবনের ক্ষেত্রসমূহে নারী-পুরুষ নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিবেন।

(গ)ধর্মীয় পবিত্রতা, স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল ধর্ম,গোষ্ঠি,বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে

www.pathagar.com

জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(ঘ)ইসলামী বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ রক্ষা করিয়া নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

২৯।(১)প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২)কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১)প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হইবে যেন সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা বিশেষ করিয়া যেন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা এবং নারী-পুরুষ সকলে যেন সত্যিকার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন।

(২)কর্মে নিয়োগ, পদ-লাভ করার ক্ষেত্রে মেয়েদের পর্দার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বিবেচনায় আনিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ বিশেষ কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং কিছু কিছু কাজ মেয়েদের জন্য নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৩২।আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়া মোতাবেক জীবন যাপনের প্রতি কোন বিদ্রোহ না ঘটাইলে কোন নাগরিককে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিবার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

৩৪(১)সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২)এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক)ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দন্ড ভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ)জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

৩৪ (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রমিকদের দারিদ্র ও অন্যান্য দুর্বলতার সুযোগে কম মজুরী প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা জবরদস্তি-শ্রম বলিয়া গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

(২)এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক)ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দন্ডভোগ করিতেছেন ; অথবা

(খ)জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে, তবে শর্ত থাকিবে যে তাহাদের ক্ষেত্রেও ইনসাফপূর্ণ মজুরী প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে এবং তাহাদের শ্রমের মজুরী অনুযায়ী তাহাদের পরিবারের সদস্যদেরকে ভাতা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

৩৬।জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ যেমন ইসলামী আইন ও নির্দেশের বরখেলাপ বিশেষ করিয়া নারী পুরুষের পর্দার বরখেলাপ, শালীনতা উপেক্ষা, ব্যভিচার জাতীয় জঘন্যতম অপরাধ রোধকল্পে কড়াকড়ি আইন পালন সাপেক্ষে নাগরিকদের বাংলাদেশের সর্বত্র চলাফেরা ও বসবাস বা বসতি স্থাপনের অধিকার থাকিবে। ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া আল্লাহ-রাসুল ও কোরআন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিদ্রুপ বিদ্রোহাত্মক বা উপহাসমূলক কাজ বা উক্তি করিলে সেই নাগরিক ও তাহাদের দোসরদেরকে দেশ হইতে নির্বাসন করা হইবে এবং বিদেশ হইতে পুনঃ দেশে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী হইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

৩৮।জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে, তবে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপপ্রচার, বিরুদ্ধাচারণ বা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, ঐতিহ্য ও ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিবার কাজে জড়িত থাকিতে পারে এমন কোন সংগঠন ও সংঘ করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

৩৯।(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২)রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে

(ক)প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

৩৯(১) আল্লাহ, রছুল ও ইসলাম ধর্মের আইন-কানুন ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে কোনরূপ কটাক্ষ,মন্দ উক্তি ও ইসলামী কর্মকান্ড হইতে কাহাকেও দূরে সরিয়া থাকিবার প্ররোচনা ইত্যাদি রোধকল্পে বাক ও ভাব-প্রকাশে কঠোরভাবে সংযত হওয়া সাপেক্ষে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২)রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে।

(ক)প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ)সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

৪০।আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসংগত কারবার বা ব্যবসা-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

ইসলামী আইন ও শরীয়া ভিত্তিক আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা

www.pathagar.com

পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং শরীয়া ভিত্তিক যে কোন কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

৪১। (১) আইন, জন-শৃংখলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক)প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন,পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে ;

(খ)প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন,রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২)কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(ক)আইন, জন-শৃংখলা,নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন,পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে। নিজ ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ, অপবাদ বা নিন্দা প্রকাশ বা বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কটাক্ষ ইত্যাদি করা শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্ল্যাসফেমী আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(খ)প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে ;

www.pathagar.com

(২)কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

৪২(১)আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন,ধারণ,হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে না।

(২)এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ,রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩)১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ,১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের ১নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ব বা দখল করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকিবে যে সকল নাগরিক শরীয়া আইন মোতাবেক সম্পত্তি খাতে সরকারী যাকাত তহবিলে যাকাত নিশ্চিত করিবেন এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরীয়া মোতাবেক বন্টন নিশ্চিত করিবেন অন্যথায় সরকার আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপুরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইবে, এবং ক্ষতিপুরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কেহ বিক্ষুব্ধ হইলে তিনি বিধি মোতাবেক আদালতের দ্বারস্থ হইতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

৪৮।(১)বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্দ্ধে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪)কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি –

(ক)পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন ; অথবা

(খ)সংসদ–সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন ; অথবা

(গ)কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(৫)প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না; যদি তিনি

(ক)মুসলমান না হন এবং জীবন-যাপন প্রণালীতে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের অনুসারী না হন এবং ইসলাম বিরোধী কোন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত হন ;

(খ)চল্লিশ বৎসরের কম বয়সী হন ;

www.pathagar.com

(গ)সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন অথবা

(ঘ)কখনও এই সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

৪৯।কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা,বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ,স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগের আগে নিশ্চিত হইবেন যে তাঁহার কোন কার্য ইসলামী নির্দেশের বরখেলাপ না হয় এবং এতদউদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণের জন্য শরীয়া কাউন্সিল জাতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

৫৫।(১)প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২)প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩)মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

www.pathagar.com

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমানীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬)রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

৫৬।(১)একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন,সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী,প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।

(২)প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

www.pathagar.com

(৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

www.pathagar.com

৫৭।(১)প্রধানমন্ত্রীর পদ শূণ্য হইবে, যদি-

(ক)তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন ; অথবা

(খ)তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।

(২)সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এইমর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।

(৩)প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধীকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

এ অনুচ্ছেদগুলোর বিভিন্ন অংশ বা উপ-অনুচ্ছেদ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই, তবে যে যে কারণ উল্লেখ করে এবং কোরআন এর আয়াত এর দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে অনুচ্ছেদ ৪৮ আলোচনাকালে আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্য কয়েকটি মৌলিক দাবী রেখেছিলাম যেমন,

(ক)রাষ্ট্রপতি হবেন একজন মুসলমান ;

(খ)মাননীয় রাষ্ট্রপতি যাকে আমরা নির্বাচিত করিব তিনি যেন অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর বয়সী হন ;

www.pathagar.com

(গ)তিনি যেন একজন ইসলামের খাদেম হিসাবে পরিচিত থাকেন এবং তাঁহার ইসলামী জ্ঞান ও জীবন যাপন ইত্যাদির সৌন্দর্যে দেশের মুসলমান সমাজ যেন তাহাকে নেতা হিসাবে পাইয়া খুশী হন;

অনুরূপভাবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাহাকে নির্বাচিত করিব তাঁহার ক্ষেত্রেও এইসব শর্ত পূরণ দেখিতে চাই।

[২ক পরিচ্ছেদ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮খ

৫৮খ।(১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২)নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩)(১)দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎকর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪)৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১)দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

www.pathagar.com

৫৮গ।(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২)সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩)রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪)যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন,

www.pathagar.com

তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫)যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬)এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি -

(ক)সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ;

www.pathagar.com

(খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন ;

(গ) সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

(ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ঘ

৫৮ঘ।(১)নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন ; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২)নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ঙ

৫৮ঙ।(১)এই সংবিধানের ৪৮(৩), ১৪১ক(১) এবং ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধানসমূহ অকার্যকর হইবে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ক্ষেত্রে যেমন লিখা হয়েছে (অনুচ্ছেদ নং ৫৫,৫৬ ও ৫৭ দ্রষ্টব্য) ঠিক একই আঙ্গিকে শর্তাবলী পূরণ দেখতে চাই — শুধু এটাই মন্তব্য।

www.pathagar.com

(১)"জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২)একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে ; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবে।

[(৩)সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০, প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।]

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১)'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং কোরআন-ছুন্নাহ এর উপর ভিত্তি করিয়া ইসলামী প্রজাতন্ত্রের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ,বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২)একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্য সংখ্যা নিরূপনের ক্ষেত্রে দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হিসাব করিয়া অন্ততঃ প্রতি দশ বছর অন্তর সদস্য সংখ্যা নিরূপনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকিবে এবং সেই মোতাবেক নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত হইবে।

(২ক)মন্ত্রীসভায় যেমন টেকনোক্রাট হিসেবে কয়েকজন (সর্বোচ্চ দশ শতাংশ) মন্ত্রী নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তেমনি সংসদ-সদস্য হিসাবেও মোট সদস্য-সংখ্যার এক দশমাংশ নির্বাচন ব্যতিরেকে বিশেষজ্ঞ সংসদ-সদস্য হিসাবে মনোনয়ন পাইতে পারেন। রাজনৈতিক দলসমূহ সাধারণ নির্বাচনে যেরূপ সংখ্যক সিটে জয়লাভ করিবেন সেই অনুপাতে বিশেষজ্ঞ সদস্য মনোনয়ন দিতে পারিবেন।

(৩)সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন,১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে

www.pathagar.com

শুরু করিয়া সব সময়ের জন্য অথবা সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে যেরূপকাল নির্ধারিত হইবে সেইকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত বিশ শতাংশ আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

[৭০।(১)কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা- যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া-

(ক)সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ)সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২)যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে

www.pathagar.com

সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ-সদস্যের সভা আহ্বান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

(৩)যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

সংসদে কোন প্রশ্নে ভোটা-ভোটির প্রয়োজন দেখা দিলে তাহা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ অংশগ্রহণ করিবেন। কণ্ঠ ভোট জাতীয় কোন ব্যবস্থা থাকিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

৭৭।(১)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে

www.pathagar.com

কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত-পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩)ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।]

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২)সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত-পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩)ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

(৪)প্রয়োজনবোধে একাধিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং একজন মহা-ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা যাইতে পারে।

(৫)ন্যায়পাল ও মহা-ন্যায়পালকে প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান হইতে হইবে যাহাদের বয়স ৪০ বৎসরের কম হইবে না এবং তাহাদেরকে শরীয়া বিষয়ক জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সম্বলিত একটি বিবৃতি

www.pathagar.com

(এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী :

প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে। এই বিবৃতিতে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করিবার লক্ষ্যে বিশেষ করিয়া কোরআনে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় যেমন সুদ নিরুৎসাহিত করা, সুষ্ঠুভাবে সম্পত্তি বন্টন ও হস্তান্তর উৎসাহিত করা, এতিম,দুস্থদের ও বিধবাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য যাকাত উসূল ও "বায়তুল-মাল" প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা থাকিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ : ১০৮

১০৮।সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী :

১০৮(১) সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

(২)আদালত অবমাননার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন যাহাতে বিশেষ কোন আদালত তাঁহার নিজের 'আদালত-অবমাননার' বিচার নিজ আদালতে না করিয়া উচ্চতর কোন আদালতে উপস্থাপন করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা হইলে তাহা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অথবা

www.pathagar.com

আইন ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি বা অনুরূপ কোন ফোরামে উপস্থাপিত হইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬

[১১৬(ক)এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার কার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।]

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচার কার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন যাহাতে তাঁহারা আল্লাহর ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত সংবিধান ও অন্যান্য আইন মোতাবেক সততা ও সুবিচারের সহিত বিচার কার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮

১১৮।(১)প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।

(২)একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

www.pathagar.com

(৩)এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক)প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না ;

(খ)অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪)নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

(৫)সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬)কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং

www.pathagar.com

উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যসংখ্যা তিন, পাঁচ বা সাতজন হইতে হইবে যেন তাহারা একটা ফুল বেঞ্চ এর ন্যায় কাজ করিতে পারেন।

(২)একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(ক)সকল নির্বাচন কমিশনারদের বয়স কমপক্ষে চল্লিশ বৎসর হইতে হইবে ;

(খ)প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অবশ্যই একজন মুসলমান হইতে হইবে।

(৩)এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক)প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবে না ;

(খ)অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪)নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক ক্ষমতাসহ সর্বাধিক ক্ষমতা অর্পন করিতে হইবে।

(৫)সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবে না।

www.pathagar.com

(৬)কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯

১১৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক)রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;
(খ)সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;
(গ)সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(২)উপরি-উক্ত দফাসমুহে নির্ধারিত দায়িত্বসমুহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

সুতরাং অনুচ্ছেদ ১১৯(১)(খ) এর শেষে *"যে নির্বাচনে দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি পরিচয়ের মাধ্যমে নির্বাচন প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিবেন"* কথাগুলো লিখা থাকলে ভালো হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪০

১৪০।(১) কোন সরকারী কর্মকমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক)প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

www.pathagar.com

(খ)এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ)আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ ১৪০ (ক)

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা। প্রার্থী যাচাই করার সময় শিক্ষাগত ও অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও অবশ্যই দেখিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে ইসলামী জীবন-বোধ, ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও শরীয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ম কমিশনের কোন সদস্য নিয়োগ করিবার কালেও অবশ্যই এসব গুণাবলী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খোঁজ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২

১৪২।(১)এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক)সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান [সংযোজন,পরিবর্তন,প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত] হইতে পারিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ)অনুরূপ [সংশোধনীর] জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না ;

www.pathagar.com

(আ)সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতি দানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ)উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিবেন এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

[(১ক)(১)দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮,৪৮,[বা]৫৬, অনুচ্ছেদ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোন বিধানাবলীর সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ কোন বিল উপরিউক্ত উপায়ে গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাতদিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি গণ-ভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

(১খ)এই অনুচ্ছেদের অধীন গণ-ভোট [সংসদ] নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার- তালিকাভূক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনের দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(১গ)এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন বিল সম্পর্কে পরিচালিত গণ-ভোটের ফলাফল যেদিন ঘোষিত হয় সেইদিন –

www.pathagar.com

(অ)প্রদত্ত সমুদয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট উক্ত বিলে সম্মতিদানের পক্ষে প্রদান করা হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, অথবা

(আ) প্রদত্ত সমুদয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট উক্ত বিলে সম্মতিদানের পক্ষে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিদানে বিরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]

[(১ঘ)(১গ)দফার কোন কিছুই মন্ত্রিসভা বা সংসদের উপর আস্থা বা অনাস্থা বলিয়া গণ্য হইবে না।]

[(২)এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে ২৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।]

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ

এইরূপ কোন সংশোধনী, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পবিবর্ধন, পুরানো বিধি বাতিলকরণ বা নতুন কোন বিধি সংযোজন করার প্রয়োজন হইলে তাহা অবশ্যই ইসলামী শরীয়া কাউন্সিল বা অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৩

১৫৩।(১)এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান-প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(২)বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ

www.pathagar.com

থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩)এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলায় ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" এর পরিবর্তে "ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" লেখা যেতে পারে।

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনঃ বিনতে মুজাহিদ

www.pathagar.com

জনাব দিদারুল ইসলাম মূলতঃ ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র—কর্মজীবন শুরু করেন সরকারী কলেজে প্রভাষক হিসেবে। ১৯৭০ সালে তৎকালীন ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এ যোগ দিয়ে ব্যাংকিং পেশা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালক।

ব্যাংকিং বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ও পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি ছাড়াও লিখেছেন অনেকগুলো গল্প। প্রকাশিত হয়েছে গল্পগ্রন্থ "একটি গাভীর আত্মহত্যা।"

ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও "কোরআনের প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা অলংকার" নামে কোরআনের উপর একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যারা আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে পড়াশুনা করেন তাদের কাছে বইটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

—প্রকাশিকা